# আমলা বিদ্রোহ

গোলাম ফারুক সম্পাদিত

মাত্রা বুকস্

# আমলা বিদ্রোহ

গোলাম ফারুক
সম্পাদিত

মাত্রা বুক্‌স
ঢাকা

www.pathagar.com

আমলা বিদ্রোহ
গোলাম ফারুক সম্পাদিত
প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সেক্‌শন-১০
মিরপুর, ঢাকা
স্বত্ব ঃ প্রকাশক
প্রকাশকাল ঃ মে, ১৯৯৬
প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান
মূল্য ঃ ৬৫ (পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র)

---

**AMLA BIDROHO** (BUREAUCRAT REBELLION) ED. BY GOLAM FAROUQUE, PUBLISHED BY MOHAMMAD MOSTAFIZUR RAHMAN, MATRA BOOKS, MIRPUR DHAKA. PRICE : TK. 65, US $ 5.

www.pathagar.com

# সূচী


১. আমলা বিদ্রোহঃ এ সময়ের আলোচনা ..... ৭
ডঃ মাহবুবুর রহমান মোরশেদ

২. দলীয় রাজনীতি সবার জন্য নহে ..... ২৭
মইনুল হোসেন

৩. আমলা বিদ্রোহঃ অত:পর কি হবে ..... ৩৩
মুজাহিদুল ইসলাম

৪. বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানঃ তোগলকী কান্ড ..... ৩৯
মীযানুল করীম

৫. সচিবদের রাজনীতিতে দলীয় উপাদানঃ দেশের ভবিষ্যত ..... ৪৩
ডঃ মোঃ মাইমুল আহসান খান

৬. প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ারা ..... ৪৬
বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

৭. গণ চাকরের রাজনীতি ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ..... ৫০
কাজী রিয়াজুল ইসলাম

৮. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ন্যায়-অন্যায় ..... ৫৪
মুনতাসীর মামুন

৯. ডঃ ম,খা, আলমগীরের সমান্তরাল সরকার ..... ৫৮
আনিসুর রহমান

১০. গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র ৬২
সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

১১. ৬০ জন অবঃ, একটি বিবৃতি ও কতিপয় প্রশ্ন ..... ৬৫
লেঃ আবু রশদ (অবঃ)

১২. সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সংবিধানকে সমুন্নত রেখেছেন ..... ৭০
বজলুর রহমান

১৩. সাম্প্রতিক আমলা চরিত্র ..... ৭২
সাকিব আদনান

১৪. Bureaucrats seem to tighten grip ..... ৭৬
Hemayetuddin Ahmed

১৫. প্রশাসন ক্যাডারে অসন্তোষ-অতীত অনুসন্ধান ও বর্তমান লাভ-ক্ষতির হিসেব ৮১
ডঃ মাহবুবুর রহমান মোরশেদ

১৬. আমাদের সরকার ও প্রশাসন দুইমুখো দানব ..... ৯০
নাজীম উদ্দিন মোস্তান


www.pathagar.com

১৭. আমলা বিদ্রোহ ১৯৯৬ ক্ষমতা দ্বন্দ্বের একটি ঐতিহাসিক বাঁক ..... ১০১
সাজ্জাদ পারভেজ
১৮. বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের মানসপট ..... ১১৮
ডঃ মাহবুবুর রহমান মোরশেদ
১৯. আমলা বিদ্রোহ- ডক্যুমেন্টস এন্ড ফ্যাক্টস ..... ১১৯
গোলাম ফারুক

## লেখক পরিচিতি

১. মইনুল হোসেন - দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি, প্রখ্যাত আইনজীবী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী
২. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী
৩. মুনতাসীর মামুন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও কলামিষ্ট
৪. ডঃ মাহবুবুর রহমান মোরশেদ-গবেষক, সাহিত্যিক, মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও সাবেক সাংবাদিক
৫. নাজীমউদ্দিন মোস্তান-প্রথিতযশা সাংবাদিক (দৈনিক ইত্তেফাক)
৬. হেমাহেত উদ্দিন আহমদ-প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিষ্ট
৭. মুজাহিদুল ইসলাম-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক
৮. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী-বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং বুদ্ধিজীবী
৯. মিজানুল করীম-সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিষ্ট
১০. ডঃ মোঃ মাইমুল আহসান খান- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক
১১. বজলুর রহমান-সভাপতি, ঢাকা আইনজীবী বঙ্গবন্ধু পরিষদ
১২. সাজ্জাদ পারভেজ-সাংবাদিক ও অর্থনৈতিক ভাষ্যকার
১৩. কাজী রিয়াজুল ইসলাম-বিখ্যাত কলামিষ্ট
১৪. আনিসুর রহমান-সাংবাদিক ও কলামিষ্ট
১৫. লেঃ আবু রুশদ (অবঃ)-অবসর প্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, বর্তমানে সাংবাদিক ও কলামিষ্ট
১৬. সাকীব আদনান-সাহিত্যিক ও কলামিষ্ট
১৭. গোলাম ফারুক-চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক এবং সাবেক সাংবাদিক

www.pathagar.com

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলোচ্য বইটিতে আমরা দেশের কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর প্রবন্ধ পুন:প্রকাশ করেছি। এছাড়া কয়েকটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে সাহায্য নিয়েছি। আমরা সম্মানিত লেখক বৃন্দের (লেখক পরিচিতি দ্রষ্টব্য) প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে যেসব সাপ্তাহিকী ও দৈনিক থেকে সাহায্য নিয়েছি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা রইল। পত্রিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে সাপ্তাহিক বিক্রম, সাপ্তাহিক জনতার ডাক, উইকলি হলিডে, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ, দৈনিক দিনকাল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# আমলা বিদ্রোহঃ এ সময়ের আলোচনা

ডঃ মাহবুবুর রহমান মোরশেদ

সম্প্রতি যে বিষয়টি দেশের সর্ব মহলে বেশ আলোচিত হচ্ছে তা হলো দেশের প্রশাসন ও সরকারের চতুর্থ বিভাগ হিসেবে পরিচিত আমলাতন্ত্রের উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক সদস্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি প্রকাশ্য অনাস্থা ঘোষনা। গত মার্চ মাসের শেষ দিন গুলোতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির বিষক্রিয়ায় যে মুহূর্তে জনজীবন বিপর্যপ্ত হয়ে পড়েছিলো, সর্বত্র প্রায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিলো ঠিক তখনই প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ নামে আমলাদের একটি নতুন সংগঠন রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহন করে কায়েমী সরকার কে অবৈধ আখ্যা দিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনে এক দুর্বার মাত্রা যোগ করে রাজপথে নেমে পড়েন। বলা বাহুল্য, তাদের এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে স্বল্পতম সময়ে অর্থ্যাৎ একশ ঘন্টারও কম সময়ে একটি রাজনৈতিক সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা একটি অভূতপূর্ব ঘটনা হিসেবে প্রচলিত সিষ্টেমকে এমন ভাবে নাড়া দিয়েছে যে এটি আমলা বিদ্রোহ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আগামী দিনে বাংলাদেশের সংবিধান, সরকার ও রাজনীতির ইতিহাস যেভাবেই লেখা হোক না কেন, যারাই লেখেন না কেন এ ঘটনাকে বাদ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা বলেই আমার বিশ্বাস। আর সেজন্য এই আমলা বিদ্রোহ নিয়ে একটি বস্তুনিরপেক্ষ একাডেমিক আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করি। যদিও 'নিরপেক্ষ' শব্দটি আসলে নিরপেক্ষ নয় এবং চারপাশের ঘটনা প্রবাহ, সমসাময়িক সমাজ, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া খুব একটা সহজ নয় তবুও উদ্দেশ্য যেহেতু নিজস্ব স্বার্থের উর্দ্ধে বলে দাবী করতে পারি সেহেতু যতটা সম্ভব একাডেমিক হওয়ার চেষ্টা অবশ্যই আমি করবো।

২। সরকারী কর্মকর্তাদের একটি অংশ ইতিপুর্বেও ১৯৯০ সালের শেষের দিকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সফল পরিণতির মুহূর্তে সচিবালয় থেকে মিছিল করে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং রাজপথের আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তুলতে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু সেবার আমলা বিদ্রোহ নামক কোন আলাদা প্রত্যয় বা পরিভাষা সৃষ্টি হয়নি। তাতে বোঝা যাচ্ছে এবারকার ঘটনাবলী ব্যাতিক্রম-ধর্মী এবং আলাদা ভাবে আলোচনার দাবী রাখে।



www.pathagar.com

বিষয়টির একাডেমিক আলোচনার স্বার্থে একটি প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন যে আসলেই এটি আমলা বিদ্রোহ ছিল কিনা ? অনেকে মনে করেন এটি আমলা বিদ্রোহ ছিলনা কেননা তাদের মতে আমলাদের একটি মাত্র অংশই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাড়িত হয়েই সরকার বিরোধী কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছিলেন-যাতে অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তার কোন সমর্থন ছিলনা। অনেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার কেউ কেউ প্রতিপক্ষের হাতে নিগৃহীত হবার ভয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এটাও সত্য যে তখনকার সরকারের পক্ষে কোন সরকারি কর্মকর্তা প্রকাশ্যে সমর্থন জ্ঞাপন করেনি, আমলাদের কয়েক জনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিরুদ্ধে কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেনি, সরকার কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করেনি- সর্বোপরি শেষ মুহূর্তে সকল সচিব একযোগে সরকারের প্রতি অনাস্থা ঘোষনা করেছিলেন। অতএব পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন এটাই সত্যি যে দেশের কয়েকটি জেলা প্রশাসনসহ সচিবালয় প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছিলো। এরদ্বারা এটাই বোঝা যায় যে সরকার বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান কারী আমলারা সফল হয়েছিলেন এবং তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে চূড়ান্ত ভাবে সাফল্য লাভ করেছিলেন। আরেকটি প্রশ্ন কেউ কেউ করতে পারেন যে বিদ্রোহ যে অর্থে ব্যবহার হয় সে অর্থে কি আমলাদের কর্মকান্ড বিদ্রোহী কর্মকান্ড ছিল? এ প্রসঙ্গে চীনের সাংহাইয়ের একটি সংবাদ পত্রের মন্তব্য স্মরণ করা যায়।

Wenshuibao নামক পত্রিকা জুন ১৯৯৩ সংখ্যায় লিখেছে ঃ "Once people are at the lowest level of society it is easy for them to become anti-society, and become a factor for instability."

অর্থ্যাৎ জনগন যখন সমাজের নিম্নস্তরে পৌছে যায় তখন তাদের পক্ষে সমাজ বিরোধী হওয়া সহজ হয়ে যায় এবং তারা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

এখন আমাদের আমলাদের ক্ষেত্রে এ নিয়মটি কি সত্য বলে ধরে নেওয়া যাবে ? উক্ত মন্তব্য অনুযায়ী একটি জনগোষ্ঠির বিদ্রোহী হবার পেছনে প্রধান কারণ হলো তাদের সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাওয়া। শুধু নেমে যাওয়া নয় এ পরিস্থিতিতে নিপতিত হলে তারা সমাজে আস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের আমলারা তাদের পরিমন্ডলে বা তাদের রাজত্বে একটি অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন কেননা তারা বিদ্যমান



www.pathagar.com

রাজনৈতিক সিষ্টেম বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে তারা কি তাদের সমাজের সবচাইতে নিম্ন স্তরে অধঃপতিত হয়েছিলেন? একথা ঠিক যে রাজনৈতিক সরকারের কতিপয় অসদাচরনের কারনে আমলাদের অনেকে নিগৃহীত হচ্ছিলেন এবং দেশের কোথাও কোথাও তাদের ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিলো। কিন্তু এটাও কি ঠিক নয় যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির তুলনায় তারা ছিলেন অনেক সুরক্ষিত ? নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছিলো জনগনের। তারা নিজেদের জনগনের অংশ হিসেবে জনগনের স্বার্থে জন বিদ্রোহে অংশ গ্রহন করা উচিত বলে ঘোষনা করেছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাহার, মহামারী, দারিদ্র, ইত্যাদিতে জনগন যখন কাতর ও মৃত্যুপ্রায় অবস্থায় থাকেন তখন তারা নিজেদের জনগনের অংশ মনে করেনকি? তাই বলা যায় তাদের কর্মকান্ড বিদ্রোহী হলেও তাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহের কারন ও শর্ত অনুপস্থিত ছিল। যা হোক আমরা আলোচনার স্বার্থে আমলাদের একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহনকে বিদ্রোহ বলেই অভিহিত করবো। তাছাড়া বিদ্রোহ কথাটি ইতিমধ্যে সর্বস্তরে চাল হয়ে গেছে।

৩। আমলাদের একাংশের বিদ্রোহের বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট ঘটনা প্রবাহকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছিলো। এগুলো হচ্ছেঃ

(ক) এই প্রথমবার সরকারি কর্মকর্তারা কর্মচারীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলন করেছিলেন। কর্মকর্তাদের একটি সমিতি কর্মচারীদের সমিতির সঙ্গে একসঙ্গে মিলে মিশে আন্দোলন করেন। মিছিল করেন এবং উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে একমঞ্চে এক সঙ্গে বক্তৃতা করেন।

(খ) এই প্রথমবার তারা একটি নির্দিষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলের মঞ্চে এসে বক্তৃতা করেন।

(গ) একজন সচিব জোরালো রাজনৈতিক বিবৃতি প্রকাশ করেন। যে বিবৃতিতে তিনি নিজস্ব রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ অকপটে প্রকাশ করেন।

(ঘ) আমলাদের বিদ্রোহী কর্মকর্তাদের মুখ থেকে এমন বক্তৃতা ও মন্তব্য শোনা গেছে যা একটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নীতি ও আদর্শকে সমর্থন যুগিয়েছিল।

(ঙ) তাদের আন্দোলন প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তা প্রতিরোধ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাদের ভাষায় অবৈধ রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে সচিবালয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ঘোষনা করেন।



www.pathagar.com

(চ) সরকারের চারজন সিনিয়র সচিব প্রকাশ্যে সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগদেন এবং একটি বিরোধীদলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষনা করেন।

(জ) পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তারা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষনা করেন এবং রাজনৈতিক সমাবেশে যোগদেন।

(ঝ) এই আন্দোলন একদিকে যেমন সরকারি পদস্থ আমলাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে তেমনি অন্যদিকে সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু জুনিয়র কর্মকর্তারা অতি স্বল্প সংখ্যায় এই আন্দোলনে এসেছেন। এবং বেশীর ভাগই নিস্ক্রিয় ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যথারীতি নিজ নিজ কর্মস্থলে হাজির ছিলেন। তারা পরিস্থিতির পর্যবেক্ষক ছিলেন। বস্তুতঃ আমলা আন্দোলন বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে জুনিয়র আমলাদের এ প্রবনতা মূল্যবান উপাদান হিসেবে পরিগনিত হতে পারে।

৪। সরকারি কর্মকর্তাদের একটি অংশ নিজেদের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী বা কর্মকর্তা হিসেবে অভিহিত করে সরকারি কর্মচারী নামের দীর্ঘদিনের ঘৃনাবোধ (?) মুক্ত হবার চেষ্টা করছেন। তাদের বক্তব্য তারা কোন রাজনৈতিক সরকারের কর্তৃত্বাধীনে নয় সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কতৃত্বধীনে দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু সরকার ছাড়া প্রজাতন্ত্রের বাস্তব অস্তিত্ব বোঝা যাবে কি ভাবে। সরকার যে ধরনেরই হোক - যে দলেরই হোক- যে মতেরই হোক তার নির্বাহী কর্তৃত্বেই দেশের প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তারাও প্রজাতন্ত্রেরই সরকার। সুতরাং একটি সাংবিধানিক শব্দ প্রয়োগ করেই একটি গোষ্টির আবহমান কালের চরিত্র ও গুনাগুন কি বদলে দেওয়া সম্ভব? মনে হয় না। প্রজাতন্ত্রের জাতীয় ফল কাঁঠাল। তাই বলে আমাদের যে কোন কাঁঠাল কে প্রজাতন্ত্রের কাঁঠাল বলতে হবে? শুধূ কাঁঠাল-কাঁঠলই। এরকম সরকারি কর্মচারীদের সবচে বড়ো পরিচয় সরকারি কর্মচারী বা কর্মকতা হিসেবে। এটা দোষেরও নয় অপমানেরও নয়। তবে সরকারি কর্মচারীদের দুর্ভোগ সইতে হয় অপমান এবং বেআইনিভাবেও নিগৃহীত হতে হয় নানা ভাবে। অন্যায় ভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চাপানোর চেষ্টাও চলে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে Love hate সম্পর্কের ভেতর দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্বপালন করতে হয়। একজন আমলা অথবা টেকনোক্রেট দীর্ঘ দিন সাধনা করে একটি সিষ্টেম চালূ করার উদ্যোগ নেন তার মন ও মেধা নিয়োজিত করে কিন্তু ২০ সেকেন্ডের



www.pathagar.com

একটি টেলিভিশন ক্লিপ অথবা একজন সাংবাদিকের দুই ইঞ্চি কলাম সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই সাফল্য ধূলিস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। আর সেটা যদি সাদরে গৃহীত হয় সেই আমলা বড়ো জোর একটা মৌখিক ধন্যবাদ পেতে পারেন। অন্যদিকে তার রাজনৈতিক বস দেশ ব্যাপী প্রশংসা পেয়ে যাবেন এবং পত্র পত্রিকায় বিরাট ও ব্যাপক কভারেজ পাবেন। আমলাদের এই দূরাবস্থা শুধু যে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে তা নয় কানাডার মতো পৃথিবীর এক নম্বর (জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী) উন্নত দেশেও পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯০/৯১ সালে কানাডার সরকারি পরামর্শ গ্রুপ প্রকাশিত অপটিমাস পত্রিকায় সি, লয়েড ব্রাউন জন লিখিত The Future management and development of human resources নিবন্ধে বলা হয় ঃ

Public servants are being abused and maligned and their recourse is extremely limited-if you are a masochist you love being a public servant! If governments fail to engender confidence, it is a failure for all those associated with government. আমলাদের ভূমিকা এবং দূরাবস্থার এ বিষয়টি গোপন নয় এদেশের আমলারা সেই স্বাধীনতার প্রথম যুগ থেকেই সমালোচনার এবং কখনো কখনো অবিচারের স্বীকার হয়েছেন একথা যেমন সত্যি তেমনি মুদ্রার অপর পিঠটাও দেখতে হবে। অনেক রাঘব বোয়াল আমলা অনেক অপকর্ম করেও পার পেয়ে গেছেন আর ক্ষমতার পালা বদলের সাথে সাথে রাজনৈতিক নেতারা দায়ী ও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

আমাদের সিনিয়র আমলাদের আরেকটি সৌভাগ্য যে ন্যূনতম জবাবদিহীতাও না থাকার ফলে দেশের অবনতি ও পশ্চাদমুখীতার জন্য তাঁদের দায়ী হতে হয় না। দরিদ্র দেশের সুবিধা ভোগী শ্রেণী হওয়া সত্ত্বেও যাবতীয় ব্যর্থতার জন্য সকল দোষ রাজনীতিবিদ ও দলগুলোর ওপর পতিত হয়।

৫। সাম্প্রতিক আমলা আন্দোলন কি তাৎক্ষনিক? এটা কি ক্ষমতাসীন দলের প্রহসনমুলক নির্বাচন অথবা জেলা ও বিভাগীয় শহরে সন্ত্রাসের মোকাবেলায় সরকারি ব্যর্থতার প্রতিবাদে পরিচালিত হয়েছিলো? না আমলাদের বিরুদ্ধে দমননীতি অথবা অন্যকোন সিরিয়াস অন্যায়ের প্রতিবাদ ছিল এ আন্দোলন? না, আমলাদের দাবী অনুযায়ী তারা জনগনের কাতারে শামিল হবার জন্য জনগনের ভোটাধিকার রক্ষার জন্য, প্রহসন মূলক নির্বাচন বাতিলের জন্য এবং প্রধান



www.pathagar.com

বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলোর দাবী অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য দাবী তুলেছিলেন, প্রশাসন অচল করেছেন-অসহযোগে যোগ দিয়েছেন-এবং বিদ্রোহ করেছেন। কেননা তারা সরকারি কর্মচারী নন-তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। অথচ বিস্ময়কর হলো এরাই এই অবেধ (?) সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য সার্ভিস দিয়েছিলেন, এরাই প্রতিটি নির্বাচনে ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরাই এরশাদের নির্বাচনে ভোটের বাক্সে ব্যালট ঢোকানোর প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এদের নেতৃস্থানীয়রাই এরশাদ সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন। অতএব এই তাৎক্ষনিক আমলা বিদ্রোহ কেন সংঘটিত হয়েছিলো তার সাধারণ ব্যাখ্যা আসলে সাধারণ নয়। এই বিদ্রোহ হঠাৎ ঘটে যায়নি। যে কজন আমলা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা আমলাদের সংখ্যা গরিষ্ট অংশ না হলেও পরিস্থিতি পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার কারন তারা বি এন পি সরকারের পতনের ধরনি শুনতে পাচ্ছিলেন, তারা কর্মচারীদের হাত করে মাঠে নামাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশের তিনটি প্রধান বিরোধীদলের দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট অনুকুল পরিবেশকে সুকৌশলে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন, সর্বোপরি ভবিষ্যতে কারা ক্ষমতায় আসতে পারে এরকম একটা হিসেব তারা কষে ফেলেছিলেন। আমি বলার চেষ্টা করছি যে সাম্প্রতিক আমলা অসন্তোষের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়াটা সাম্প্রতিক। কিন্তু তার ক্ষেত্র প্রস্তুত একদিনে হয়নি বা যে কোন একটি কারণে হয়নি। কোন ঘটনা একদিনে অথবা কেবলমাত্র একটি কারণে ঘটেনি। কারণের পেছনে 'কেন' থাকে–ঘটনার পেছনে ঘটনা থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

৬। ইতিহাসের কিছুটা পেছনে ফেরা যাক। এদেশে "সামরিক ও বেসামরিক আমলার কোয়ালিশন শাসনের একটা সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর পরই। রাজনৈতিক শাসন অথবা গণতান্ত্রিক শাসনের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে প্রশাসনে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়নি বা হবার সুযোগ হয়নি। ঠিক সে কারনেই সামরিক বা স্বৈর শাসকদের সঙ্গে আমলারা যে ভাবে স্বাচ্ছন্দে কাজ করতে পারেন খাঁটি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে তারা সেভাবে কাজ করতে পারেন না বলেই সৃষ্টি হয় সমস্যার। এজন্যে রাজনীতিবিদরাও সমভাবে দায়ী। সুস্থ রাজনীতি চর্চার অনুপস্থিতিতে, রাজনীতিতে অর্থ ও সম্পদের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটায় রাজনীতির নিয়ন্ত্রন লাভ করেন এমন একটি শ্রেনী যাদের নেই জ্ঞান, প্রজ্ঞা সর্বোপরি জনগনের প্রতি মমত্ববোধ। তাই শাসন ক্ষমতা হাতে



www.pathagar.com

আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত চুনোপুটি একজন কর্মীও একজন সচিব বা সিনিয়র আমলাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন। আর যদি কোন ভাবে কোন পদে নির্বাচিত হতে পারেন তাহলে তো কথা নেই। সরকারি কর্মকর্তাদের দন্ড মুন্ডের কর্তা হিসেবে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তারা বিরত হননা। এই পরিস্থিতি উভয়ের মধ্যেকার দুরত্বকে আরো বাড়িয়ে দেয়– পরে বিরোধ এবং সংঘর্ষের পর্যায়ে নিয়ে ছাড়ে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক আমলা প্রত্যক্ষ সর্বোতভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর নতুান সরকার আমলাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। চাকরিচ্যুত হন অনেকে। শেখ মুজিবের নিকট আত্মীয় সৈয়দ হোসেনের দ্রুত পদোন্নতি এবং সাংঘাতিক দাপটের ঘটনা এখনো অনেকের মনে আছে। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের কথায় কথায় কর্মকর্তাদের হুমকীদানের ও অপমানের অনেক ঘটনা ঘটেছে। বিশিষ্ট আমলাদের পরিবর্তে দলীয় রাজনীতির সঙ্গেঁ যুক্ত ব্যক্তিদের পরিকল্পনা কমিশন, সম্প্রচার এমনকি মন্ত্রনালয়েও বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এর ফলাফলা যা হবার তাই হয়েছে। একটি নতুন দেশের প্রশাসন সুন্দর ভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। সবশেষে একদলীয় রাজনীতিতে আমলাদেরও একীভূত করা হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে সিষ্টেম হিসেবে তার পরীক্ষা নীরিক্ষারও সময় পাওয়া যায়নি।

১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয় আরেক পর্ব। সামরিক শাসন থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল ধরণের গণতন্ত্রে উত্তরনের মধ্যে অনেকেই ভালো কিছু পাবার আশা করেছিলেন। কিন্তু বেসামরিক প্রশাসনের জন্য সময়টি সুখের ছিলনা। বি এন পি সরকার প্রথমবারের মতো প্রশাসনিক নিয়ম শৃংখলার চেষ্টা চালান। এবং নিয়মিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশাসনে একটি নতুন কমিটেড শ্রেনী সৃষ্টির উদ্যোগ নেন। নিয়োগ বিধি সহ কিছু আইন কানুন তৈরী হয়। কিন্তু বেসামরিক প্রশাসনে সরাসরি সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ করার রেওয়াজ শুরু করা হয় বি এন পি আমলেই। অধিকাংশ স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বসাশিত সংস্থা ছাড়াও মন্ত্রনালয় এবং পুলিশ বিভাগে সামরিক কর্মকর্তাদের আত্মীকরন বেসামরিক প্রশাসনে হুমকী সৃষ্টি করে। কিন্তু একই সময়ে আওয়ামী লীগ আমলে নিগৃহীত ও অপাংক্তেয় কতিপয় সিনিয়র আমলা শফিউল আজম, কেরামত আলী ও মাহবুবুজ্জামানরা আবার ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে চলে আসেন।



www.pathagar.com

তারা এসেই যে জিনিসটি ঠিক করে নেন তা হলো তাদের সেই সিএসপি মর্যাদা ও ক্ষমতার পুনঃদখল। পরোক্ষ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলেই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের এই অংশটি প্রশাসনে একচেটিয়া প্রাধান্য লাভের সাথে সাথে সামরিক আমলার সাথে সহ অবস্থানের একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। অন্যদিকে প্রশাসনে নানা বিধ ক্যাডার সার্ভিস সৃষ্টি ও আন্তঃকলহ বৃদ্ধি পায় এ সময়। সরকার তখন 'গণতান্ত্রিক সিভিল সার্ভিস' গঠনের ঘোষনা দিলেও থেকে যায় অনেক অসঙ্গতি এবং সার্ভিসে সার্ভিসে বৈষম্য।

এরপর প্রেসিডেন্ট এরশাদের দীর্ঘ শাসনকাল আমলাতন্ত্রের জন্য 'মিক্সড ব্লেসিংস' হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সিনিয়র আমলাদের বেশির ভাগই ছিলেন মহাসুখে। সামরিক আমলাদের সঙ্গে ক্ষমতা ও সযোগের ভাগ নিয়ে তারা সন্তুষ্টই ছিলেন। ভাল পোষ্টিং, পদোন্নতি ইত্যাদি থেমে থাকেনি অতিরিক্ত সচিব ও সচিবদের। মন্ত্রীদের সঙ্গে সচিবদের সম্পর্ক ছিল মহামধূর। কেননা সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে সামরিক কর্মকর্তাদের বেসামরিক প্রসাসনে নিয়োগ করা হয়েছিলো। এরশাদ সাহেব তা অব্যাহত রাখেন এবং যোগ করেন নতুন উপাদান। তা হলো নিজ পছন্দমত ব্যক্তিদের প্রশাসনের যে কোন পদে নিয়োগ করার উদ্যোগ। যেহেতু তিনি কবি-'ইনটেলেকচুয়াল টাইপ, সেহেতু কবি সাহিত্যিকদের প্রশাসনের উচ্চ পদে বসাতে তাঁর ভালই লেগেছিলো।

বলা বাহুল্য, এই আমলে প্রশাসনে বহিরাগতদের আগমনের বিরুদ্ধে কেউ কোন 'টুশব্দ' করেনি। এখন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের তারা সেদিন সাহসী হতে পারেননি। না, তারা সাহসী হবার প্রয়োজনই বোধ করেননি। এরশাদ আমলে আরেকটি সুযোগ ছিলো সিনিয়র আমলাদের অবসর গ্রহনের পর হয় পূনঃনিয়োগ, না হয় পদোন্নতি পেয়ে মিনিষ্টার। সিনিয়র আমলাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক ছিল অতি মধুর। কথিত আছে জি-১০ বা 'গ্রুপ-১০' নামে দশজন বিশিষ্ট সি এস পি সচিব প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিশেষ মন্ত্রণাদাতা বা উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে সব ধরনের উপদেশ দিতেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের ক্ষমতা ত্যাগের কিছুদিন আগে এক সমাবেশে একজন সচিব প্রেসিডেন্টের প্রতি সরকারি কর্মকর্তাদের পক্ষে আনুগত্যের শপথ উচ্চারণ করেন। মজার বিষয় উক্ত সচিব পরে অবসর গ্রহনের পর বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের কাছ থেকে



www.pathagar.com

চুক্তি ভিত্তিক পূনঃনিয়োগ লাভ করেন। কিন্তু সিনিয়রদের সঙ্গে বিশেষ সুসম্পর্ক সত্ত্বেও জুনিয়র এবং মধ্যম পর্যায়ের আমলাদের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়নি। একদিকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরনের নামে প্রশাসনে ক্যাডারের কর্মকর্তাদের থানা পর্যায়ে পাঠানো হয়েছিলো অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রজন্মের কোন কর্মকর্তাকে কোন রকম সুযোগ সুবিধা দানের ক্ষেত্রেও কার্পন্য ছিল উপর পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের। প্রথমে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসনের সচিবালয় ও পরে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সুরক্ষিত দূর্গে কারো নথি গেলে বিশেষ তদবীর ছাড়া তা বেরুত না। নানা রকম সচিব, পরিচালক, মহাপরিচালক বাহিনী সমৃদ্ধ তেজগাঁ-র সচিবালয়ে যারা যোগদান করতেন তারা ছিলেন সৌভাগ্যবান। এঁদেরই শীর্ষ স্থানীয় একজন মূখ্য সচিবের দাপটে অন্যান্য সিনিয়র আমলারা সর্বদা কম্পমান থাকতেন। সব সম্ভবের এই দেশে এটাই সম্ভব যে সে মহাপরাক্রমশালী সচিব একটি রাজনৈতিক দলে যোগদান করে বিপ্লবী হয়ে গেছেন এবং পত্র পত্রিকায় তিনি এখন লিখছেন অন্যান্য অবসর প্রাপ্ত কয়েকজনের মত। তিনি এখন জনতার কাঁতারে শামিল। আরো মজার ব্যাপার এরশাদ সরকারের পতনের পর তাঁর অনেক মন্ত্রী দূর্নীতির দায়ে জেলে গেছেন। তিনি এখনো সেখানে আছেন। অথচ একজন সরকারি কর্মকর্তাও শাস্তি পাননি। আমাদের এটা সৌভাগ্য যে দূর্নীতির কালিমা লাগতে পারেনি আমলাতন্ত্রের অন্দর মহলে। খামাখাই তাদের নামে অপবাদ ছড়ানো হয়- গালি গালাজ করা হয়। সাবাস আমলাতন্ত্র, সাবাস! তারপর বিএনপি'র দ্বিতীয় দফা ক্ষমতা লাভ। বেগম জিয়ার সরকার অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেন। তারপর এই সেদিন ক্ষমতাচ্যুত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে অভিযুক্ত করা হয় দলীয় করনের অভিযোগে। বলা হয় প্রশাসনকে দলীয়করণ করা হয়েছে– অর্থ্যাৎ নিজ দলের লোকদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে বিরোধীদের ঠান্ডা করাই ছিল এই দলীয় করণের উদ্দেশ্য। একটি গনতান্ত্রিক সরকার তার পছন্দ মত আমলাদের নিয়োগ বা বদলি করার মত যথেষ্ঠ ক্ষমতা বা আইন প্রয়োগ করতে পারবেনা তা কি ভাবে সম্ভব? কিন্তু বিষয়টি রুটিন মাফিক নিয়োগ বা বদলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এমন কিছু কাজ তারা করেছে যাতে দলীয় করণের উল্টোটাই ঘটেছে। অর্থ্যাৎ যাদেরকে বি এন পি নিজ দলের মনে করে পক্ষাপাতিত্ব করেছে তারা বি এন পি কেই খেয়ে ফেলেছে। বি এন পি ক্ষমতায় এসে সেই অতি এরশাদ প্রিয় আমলাদের আরো কাছে টেনেছে। মনে করেছে শত হোক এরা এক এক জন মহা প্রতিভার



www.pathagar.com

অধিকারী। সুতরাং কাজে লাগানো দরাকার। এরা কাছে এসে বেগম জিয়ার সরকারকে পুরোদমে এক্সপ্লয়েট করেছেন। ক'দিন খেদমত করে ভালো ভালো পোষ্টিং নিয়ে কেটে পড়েছেন। ইনাম আহমদ চৌধুরীদের মতো সচিবরা, সাবিহ উদ্দিন কিংবা কামাল সিদ্দিকীরা খালেদা জিয়াকে কোন সৎপরামর্শ বা দক্ষ প্রশাসন উপহার দিয়েছেন বলে মনে হয়না। উল্টো দলীয় করণের অভিযোগে বি এন পি সরকার কোনঠাসা হয়ে পড়ে।

বি এন পি এরকম করতে চাওয়ার পেছনে সম্ভবতঃ দু'টো কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে বি এন পি ক্ষমতায় এসেছে যা যেমনি তাদের ধারনার বাইরে ছিল তেমনি আমলাদেরও ধারনার বাইরে ছিল। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাব থাকায় সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে যার তার উপর নির্ভর করতে হয়েছিলো। অন্যদিকে আমলারাও বি এন পি'র দূর্বলতা ধরে ফেলেছিলো। তারা মনে করেছিলো এ সরকার সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও এরা আসলে দূর্বল। নেতৃবৃন্দ দূর্বল। এখান সেখান থেকে এনে মন্ত্রী বানাইলেই কি দক্ষ মন্ত্রী হওয়া যায়। তাই যত সম্ভব কম সার্ভিসে বেশী স্বার্থ আদায় করা সম্ভব বলে সিনিয়র আমলারা ধরে নিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে বি এন পির অন্তর্নিহিত দূর্বলতার কারনে তারা দলীয় করণের জন্য যাদেরকে বেছে নিয়েছিল তারা কেউই আসলে তাদের নিজেদের সার্ভিস দেয়নি। ভিন্ন ও বিপরীত মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং মনে প্রাণে বি এন পি বিরোধী অনেক কর্মকর্তা বি এন পি এম পি'র মন্ত্রীদের তদবীরেই ভালো ভালো পোষ্টিং বা পদোন্নতি পেয়েছেন বলে শোনা যায়। এসব কারণে দলীয় করণের সমস্ত দায়দায়িত্ব বিএনপি'র ঝুড়িতে জমা হলেও লাভবান হয়েছে বিরোধীপক্ষ। আর সেজন্যেই বিএনপি'র বিপদের দিনে কোন একজন আমলাকেও দেখা যায়নি এগিয়ে এসে তাদের পক্ষে কথা বলতে। শুধু প্রশাসন কেন, সংস্কৃতির অঙ্গন, রেডিও টেলিভিশন সব ক্ষেত্রে পাঁচ বছর থেকে বি এন পি তার আদর্শ বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। পরিশেষে তাদেরকে খেসারত দিতে হয়েছে এ মহাভুলের এবং দেউলিয়া নীতির।

বি এন পির পাঁচ বছরের শাসন আমলে রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে নয় ব্যক্তিগত বিরোধ বা পছন্দ অপছন্দের কারণে অনেক কর্মকর্তাকে হয়রানি হতে হয়েছে। মন্ত্রীদের সঙ্গে ভালো একটা বোঝা পড়া বা সমঝোতার অভাবের ফলে একই মন্ত্রনালয়ে কদিন পর পরই সচিব বদল হয়েছে। অনেককে বাধ্যতামূলক



www.pathagar.com

অবসর দেওয়া হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়াকে দিয়ে তার মন্ত্রীরা বা প্রভাশালী আমলারা এটি করিয়েছিন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। বি এন পির এমনই দূর্ভাগ্য যে তারা তাদের বিপদের মুহূর্তেও কোন একজন অবসর প্রাপ্ত সচিব পায়নি যারা কিবরিয়া, সাদেক, মফিজুর রহমান, শামসুল হক সাহেবদের মতো বিবৃতি দান বা পত্রিকায় লিখে দু'একটি কথা বলতে পারতেন বি এন পির পক্ষে। স্বৈরাচারের ঘনিষ্ঠ সহযোগি মূখ্য সচিব সাদেক ভবিষ্যতে মন্ত্রী হবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে সার্ভিস দিচ্ছেন। অথচ বিনা সার্ভিসে কয়েকজন আমলা বি এন পির মন্ত্রী হয়েছিলেন। দুঃখ যে তারা বি এন পি আমলে ইতিবাচক কোন অবদান রাখতে পারেননি এমনকি বি এন পির জন্য দু'চার জন আমলা সাগরেদ ও সংগ্রহ করে দিতে পারেননি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিস্কার হবে যে বি এন পি'র শাসন আমলে সিনিয়র আমলাদের অনেকের কাছ থেকেই তারা গঠনমূলক সহযোগিতা পায়নি। তারা সহযোগিতা পায়নি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বেশীর ভাগ কর্মকর্তার কাছ থেকে। এমনকি ক্ষমতায় আসার পরই বি এন পি মারাত্মক সমালোচনার মুখে ১৯৭৩ সালের মুক্তিযোদ্ধা ব্যাচের অধিকাংশ কর্মকর্তাসহ শত শত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়েছিলো তাদেরই অনেকে বি এন পির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। উপসচিব আবদুল হাইয়ের নেতৃত্বে এরা আন্দোলনকে জঙ্গী আকার ধারন করতে সহায়তা করে। বি এন পি'র পাঁচ বছরে দুই বার পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তারাও বিদ্রোহের পক্ষে ছিলেন বলে জানা যায়।

অন্যান্য শাসন আমলের মতো বি এন পি আমলেও সেই একই অবিচার চলে জুনিয়র কর্মকর্তাদের উপর। বিশেষ করে প্রশাসন ক্যাডারের জুনিয়র সদস্যরা ১৭ বছর চাকরি করেও একই পদে থেকে যায়। কোন পদোন্নতি তাদের ভাগ্যে জোটেনি। আর অন্যদিকে বঞ্চনা সত্বেও সিনিয়র কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের মতো বিদ্রোহেও তারা জড়িয়ে পড়েনি।

৭। আমলা বিদ্রোহের পেছনে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ কিংবা উদ্দেশ্য ছিল কিনা সে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। যারা বলছেন যে এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাদের যুক্তি হচ্ছেঃ

(ক) আমলাদের এই বিদ্রোহী অংশটি বিরোধী তিনটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ও দলীয় মঞ্চে আরোহন করেন



www.pathagar.com

এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে একসঙ্গে বক্তৃতা করেন। তারা পর্যায়ক্রমে অন্য দু'টি দল অর্থ্যাৎ জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতের মঞ্চে ও যেতে পারতো।

(খ) আমলাদের বিদ্রোহী অংশের নেতা ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে শোনা যায়। তার ভাই আওয়ামী লীগের এম পি ছিলেন। সর্বোপরি প্রথম থেকেই বি এন পি সরকারের সাথে তাঁর সম্পর্ক খারাপ ছিল। তিনি দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়েছিলেন– বি এন পি কে শায়েস্তা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত তিনি অন্যান্য দেরও তাঁর দলে টেনে এনেছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে জিয়াউর রহমানের আমলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যশোরের ডিসি থাকাকালে তথাকথিত উলশী প্রকল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি তাঁর উচ্চাভিলাষী আমলা জীবন শুরু করেন। তাঁর উন্নয়নের পেছনে পরোক্ষ অবদান জিয়াউর রহমানের।

(গ) অন্যান্য যে সব আমলা বিদ্রোহের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন তাঁরা সবাই আওয়ামী লীগ বা বাম ধারার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। যে কজন তরুন কর্মকর্তা বক্তৃতা বিবৃতি ও মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন তারা ছাত্র জীবনে আওয়ামী লীগের বা বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা ছিলেন। সচিবালয় ছাড়াও প্রকৃচিসহ অন্যান্য যে সব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসময় বি এন পি বিরোধী বক্তৃতা বা বিবৃতি দিয়েছিলেন তাদের বেশীর ভাগই আওয়ামী লীগের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান বলে জানা যায়। মাঝারি পর্যায়ের যেসব কর্মকর্তা এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের বেশীর ভাগই ১৯৭৩ সালের মুক্তিযোদ্ধা ব্যাচের সদস্য বলে জানা গেছে। অথচ কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে খালেদা জিয়া সরকারের 'গণ পদোন্নতির' বদৌলতেই এরা প্রমোশন পেয়েছিলেন। তা না হলে অদ্যাবধি তাদের পূর্ব পদেই পঁচতে হতো।

সচিব সফিউর রহমান ১৯৭৫ সালে বাকশালের জেলা গভর্নর মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি ১৫ই আগষ্টের পর ভারতে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে দেশে ফিরে এসে চাকরীতে যোগ দেন। দুই দফা বি এন পি এবং এরশাদের আমলে খুব করে চাকরির মজা ভোগ করার পর সময় ও সুযোগ বুঝে বি এন পি পতনের মুহূর্তে নিজ রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ করে ভবিষ্যতের পথ খোলাসা করার জন্য বিবৃতি দিয়ে বিপ্লবী হয়ে গেলেন। এটা রাজনৈতিক কর্ম না তো কি?

সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তারা জনগণের বাইরে নয়। বৃহত্তর জনগণের অগ্রসর অংশ হিসেবে তারা রাজনীতিরও অংশ। তাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারনা



www.pathagar.com

বা বিশ্বাসের অধিকার আছে। এ ছাড়া আমাদের সরকারি কর্মকর্তাদের অনেকেরই একটা রাজনৈতিক অতীত আছে। ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে অনেকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অনেকে ছাত্র-সংসদ গুলোর নেতৃত্বে আসীন ছিলেন। পাকিস্তান আমলেও তা ছিলো। তখন মেধাবী ছাত্ররা একই সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্বে ছিলেন। এদেরই অনেকে প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্যাডার সর্ভিসে যোগ দেন। প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে আইউব-মোনায়েম খানের এমনকি ইয়াহিয়া খানের শাসন আমলে জনগনের স্বার্থে পরিচালিত কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কেউ একাত্মতা ঘোষনা করেননি। এমনকি মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের কর্মসূচী ঘোষনা করেন এবং অসহযোগে যোগদানের জন্য সরকারি কর্মচারীদের আহবান জানানো হয়েছিলো। কর্মকর্তারা কর্মচারীরা আহবানে সাড়া দিয়ে কর্ম বিরতি পালন করেন। কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু কোন সচিব বা কর্মকর্তা পল্টনে বা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মঞ্চে উঠে ভাষন দেননি বা বক্তৃতা করেননি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এটা আশা করেননি।

এবারকার পরিস্থিতি নিশ্চয়ই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের মতো জীবন মরন লড়াই ছিলনা। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের রাজনৈতিক কৌশল ও পরিকল্পনা অনেক চিন্তা ভাবনা করেই নির্ধারণ করে থাকেন। তারা বোঝেন সরকার পরিচালনায় ও সরকার বিরোধী আন্দোলনে কার কি ভূমিকা হওয়া উচিত। আর সে জন্যেই বি এন পি সরকারের পতনের লক্ষ্যে আন্দোলনরত তিনটি প্রধান বিরোধীদল অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন এবং সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসহযোগ পালন করে কর্মবিরতির আহবান জানিয়েছিলেন। এই তিনটি দলের কেউ তাদের নিজস্ব মঞ্চে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা সমিতিকে আমন্ত্রন জানাননি। কর্মকর্তাদের একটি অংশ নিজ উদ্যোগেই একটি রাজনৈতিক দলের মঞ্চে উঠেন এবং তাদের কর্মসূচীতে যোগ দেন। এই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তারা একটি নির্দিষ্ট দল কেই বেছে নেন। তারা জামায়াত কিংবা জাতীয় পার্টির মঞ্চে যাননি। তারা নিজস্ব মঞ্চ ও বানাননি। যেহেতু আওয়ামী লীগের আহবান ছাড়াই তারা স্বেচ্ছায় আওয়ামী লীগের মঞ্চে উঠেন সেহেতু এর দায় দায়িত্ব বা কৃতিত্ব আওয়ামী লীগের নয়- ঐসব কর্মকর্তার বা কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দের।

৮। আমলা বিদ্রোহ এদেশের রাজনীতি ও সরকার বিরোধী আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমাদের সরকার, প্রশাসন ও রাজনীতিতে



www.pathagar.com

দলীয় করণের যে কনসেপ্ট বি এন পির আমলে বহুল ভাবে আলোচিত, সমালোচিত ও কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছিল তার অবসান ঘটবে বলে মনে হয়না। যদিও অতীতে সব সরকার আমলেই দলীয়করণ কম বেশী হয়েছিলো তবুও এব্যাপারে বি এন পির ভ্রান্ত নীতির ফলে তারা নিজ পায়েই নিজেরা কুড়াল চালিয়ে নিজেদের পতন তরান্বিত করে।

বি এন পি প্রশাসনকে দলীয় করণের প্রয়াস চালিয়েছিলো। কিন্তু ভবিষ্যতে দলীয় করন থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে প্রশাসনকে রাজনীতি করনের এবং সিভিল সার্ভিসকেই দলীয় করনের সম্ভাবনা উজ্জল করে দিলেন আমাদের কতিপয় সিনিয়র সচিব বা কর্মকর্তা। এতদিন পেশাজীবী বা প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও চিকিৎসকরা তাদের আন্দোলনকে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মেজাজ ও কৌশলে পরিচালিত করেছিলেন। এবার খোদ প্রশাসন ক্যাডারের সিনিয়র আমলারা একই চরিত্র ধারন করলেন যা ভবিষ্যতের সরকার গুলোর জন্য একটি নতুন বিষয় হিসেবে সংযোজিত হবে।

আমলা বিদ্রোহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশাসন ক্যাডারের কতিপয় নেতা প্রকৃচির নেতাদের সাথে একাত্ম হয়ে আন্দোলন করার ঘটনা। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনসটিটিউট হচ্ছে প্রকৃচির আন্দোলনের কেন্দ্র স্থল বা কার্যালয় যেখানে এতদিন প্রশাসন ক্যাডারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারিত হতো। এই দুই গোষ্ঠির মধ্যে কোনদিনও মতামতের ঐক্য হয়নি। তাদের পরস্পর বিরোধী অবস্থান প্রশাসনে এক অস্বস্তিকর অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল দীর্ঘদিন ধরে। এরশাদ আমলে উপজিলা প্রশাসন নিয়ে এবং খালেদা জিয়ার আমলে আরো অনেক ইস্যু নিয়ে জেনারালিষ্ট স্পেশালিষ্ট বিরোধ প্রশাসনকে অচল করে দেওয়ার হুমকী সৃষ্টি করেছিলো। এই দুটি বিপরীত পক্ষের আজীবন তীক্ত সম্পর্ক একমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থের কারনেই সাময়িকভাবে দুরীভূত হয়েছিলো। এ রাজনৈতিক স্বার্থ এতটা প্রকট আকার ধারন করেছে যে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রকৃচির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দলীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিবৃতি দিয়ে সমিতি গুলোর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছেন। কেউ আওয়ামী লীগের সমর্থক আবার কেউ বি এন পির। মহিউদ্দিন খান আলমগীর এখন ইঞ্জিনীয়ার্স ইনসটিটিউটে নিয়মিত সভা করেন। আগে কি এটা কল্পনা করা যেতো ? এ কারণটি রাজনৈতিক 'কমনস্বার্থ, অন্য কিছু নয়।



www.pathagar.com

আমলাদের 'রাজনৈতিকিকরণের' ফলে কার লাভ কার ক্ষতি? দলীয় ভিত্তিতে বিচার করলে আওয়ামী লীগ অথবা বি এন পিরই লাভ অথবা ক্ষতি। সম্প্রতি বেশ কিছু সংখ্যক অবসর প্রাপ্ত সচিব আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। আওয়ামী লীগের জন্য এটি বিশেষ প্লাস-পয়েন্ট। কেননা এদের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নীতি নির্ধারনে উপকৃত হবে। অন্যদিকে এই সচিবদের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রশাসনে সব সময় নিজেদের একটা প্রভাব সৃষ্টি করে যেতে সক্ষম হবে। ক্ষমতায় থাকলেও- না থাকলেও। তদুপরি মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং তাঁর সহযোদ্ধারা আওয়ামী লীগের হাত কে শক্তিশালী করে দিয়েছেন- ভবিষ্যতেও এই প্রবণতা তাঁরা অব্যাহত রাখবেন।

বি এন পি আমলাদের দ্বারা শাস্তি পেলো। শুধু শাস্তি পেলো যে তা নয় আমলাদের একটি অংশ বি এন পির পতন ঘটিয়ে ছাড়লেন। সেই বি এন পির সঙ্গে আমলাদের সম্পর্ক সহজেই স্বাভাবিক হবে তা ভাবা যায়না। বিদ্রোহ পরবর্তী অবস্থায় বি এন পি আমলাদের শাস্তি দাবী করে। প্রথমে আমলাদের শাস্তি দাবী করলেও পরে নিজেদের ভুল বুঝে কেবল মাত্র রাজনৈতিক মঞ্চে যোগদানকারী আমলাদের শাস্তি তারা দাবী করে। এখন তারা বুঝতে পেরেছে ভবিষ্যতে আবারো ক্ষমতায় এলে এই আমলাদের দিয়েই তাদেরকে সরকার চালাতে হবে। 'ন্যাড়া কি দু'বার বেল তলায় যাবে'? সুতরাং কথা বার্তায় তারা এখন সতর্ক।তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শুরুতেই আমলা বিদ্রোহে জড়িত আমলারা প্রশাসনের সব পর্যায় থেকে বি এন পি'র আমলে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের বদলী বা অপসারনের দাবী জানায়। শোনা যায় প্রথম দিকে কয়েকদিন সংস্থাপন মন্ত্রনালয় এদের মারাত্মক চাপের কারনে যাবতীয় বদলীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন। সারা দেশে এমনকি থানা পর্যায় থেকে সচিবালয়ে সর্বত্র ব্যাপক বদলির ঘটনা ঘটে। যা ইতিপূর্বে এরশাদ পতনের সময়ে ঘটেনি। হতে পারে বি এন পির আনুকূল্য পেয়ে তদবীরের বদৌলতে অনেক কর্মকর্তা ভালো ভালো পোস্টিং ম্যানেজ করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ বি এন পির মন্ত্রীদের স্বার্থ রক্ষায় সার্ভিসও দিয়ে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে প্রশাসনে ব্যাপক বদলি যে একটি শ্রেনীকে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ ব্যাপারে বি এন পি প্রতিবাদ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের এ পদক্ষেপে সমর্থন করে।



www.pathagar.com

সরকার বিদ্রোহে জড়িত মহিউদ্দিন খান সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের অপসারন না করলে নিরপেক্ষ প্রশাসন চালানো সম্ভব নয় বলে বি এন পি তাদের অপসারন বা শাস্তি দাবী করে। অন্য দিকে আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী কর্মকর্তাদের অভিনন্দিত করে। বিশেষ করে ঢাকার মেয়র হানিফ আমলা বিদ্রোহে অংশ গ্রহন কারীদের বিরুদ্ধে কোন রকম সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কঠোর হুসীয়ারী উচ্চারণ করেন। এ ব্যাপারে তিনিই সবচাইতে কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন।

আমলা বিদ্রোহকে জামায়াতে ইসলামী স্বাভাবিক ভাবে নিয়েছে। আমলাদের রাজনৈতিক ভুমিকা গ্রহণ বা অসহযোগে যোগদানের বিষয়টিকে তারা বি এন পি সরকারের প্রতি জনগনের অনাস্থা বা বি এন পি সরকারের অবৈধতার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন। সিনিয়র আমলাদের মধ্যে বা অন্যান্য পর্যায়ের আমলাদের মধ্যেও জামায়াতের কোন উল্লেখ যোগ্য সমর্থন নেই। সে জন্য আমলাদের পক্ষে কথা বলে তারা সময়ে সময়ে আমলাদের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ব্যাপক ভাবে প্রশাসনে রদবদল ঘটান তখন জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন তাঁরা এ পক্ষেও নন অথবা বিরোধীতাও করছেন না। এর মানে হচ্ছে এতে তাদের লাভ ক্ষতি কিছুই নেই।

তবে জামায়াতকে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তা এবং পুলিশ প্রশাসনের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১৯৭৩ সালের মুক্তি যোদ্ধা ব্যাচের কর্মকর্তা। আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে এরা সরকারি নীতি নির্ধারনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে অবস্থান করবেন। সে সময় জামায়াত প্রশাসনের কাছ থেকে অনুকুল আচরণ আশা করতে পারবেনা যদিনা তারা রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে উল্লেখযোগ্য ভাবে।

জাতীয় পার্টি আমলাদের ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নয়। তারা মনে রেখেছে এরশাদ সরকারের পতনের মুহুর্তে কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তার সমর্থন প্রত্যাহারের ঘটনা। তবে যেহেতু এরশাদ সরকারের পুরো সময় ধরে তারা সিনিয়র আমলাদের সহযোগিতা পেয়েছিল সেহেতু তারা জানে কি ভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আচরণ করতে হয় এবং কোন কায়দায় কাজ আদায় সম্ভব হয়। সাম্প্রতিক আমলা বিদ্রোহে তারা খুশী হয়েছে কেননা বি এন পি সরকারের পতন চেয়েছে তারা অন্যান্যদের চাইতে বেশী করে। সুতরাং ভবিষ্যতে এর প্রতিক্রিয়া কি হবে জাতীয় পার্টি তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা বা আগ্রহ প্রকাশ করেনা।



www.pathagar.com

এছাড়া অন্যান্য ছোট খাট দল গুলো যারা বি এন পি বিরোধী আন্দোলনে নিয়োজিত ছিল তারা সবাই আমলা বিদ্রোহে খুশী হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি সীমিত হবার কারণে আমলাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা বা আমলা বিদ্রোহে লাভ ক্ষতি নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

৯। এবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন– আমলা বিদ্রোহে শ্রেনী হিসেবে আমলাদের লাভ লোকসান কি হয়েছে কতটুকু হয়েছে? সাম্প্রতিক আমলা বিদ্রোহের আগে গত এক থেকে দেড় শতক সময়ে বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যেকার আন্দোলন রেষারেষী বিবাদ ও বিতর্ক সম্পর্কে যারা জানেন তারা সবাই একমত হবেন যে সাম্প্রতিক আমলা আন্দোলনের সাথে তাদের পেশাগত উন্নতি ও উন্নয়নের কোন সম্পর্ক ছিলনা। এদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারি নীতির প্রতিবাদে আন্দোলনে লিপ্ত হয় পেশাজীবী বা প্রকৃচি সমিতি গুলো। বিশেষ করে এরশাদের সময়ে উপজেলা পর্যায়ে ইউ এন ও দের উপজেলা প্রশাসনের প্রধান সমন্বয় কারি নিয়োগের কারণে এই তিন পেশাজীবী ক্যাডারের কর্মকর্তারা দীর্ঘ আন্দোলন করেন এমনকি কর্ম বিরতিও পালন করেন। তাদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বি সি এস প্রশাসন ক্যাডারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। উপায় না দেখে তৎকালীন বি সি এস প্রশাসন ক্যাডার এসোসিয়েশন নিজেরাও আন্দোলনের হুমকী দেয়। তখনকার এসোসিয়েশন সভাপতি মুজিবল হক সহ সিনিয়র কর্মকর্তারা এ আন্দোলনে মোটামুটি সরব ছিলেন। তারপর থেকে যতবারই প্রকৃচি আন্দোলনে নেমে ছিলো ততবারই বি সি এস প্রশাসন এসোসিয়েশন বিবৃতি দিয়ে বা লবিং করে তার প্রতিবাদের চেষ্টা করেছিলো। শুধূ প্রকৃচি নয় বি সি এস প্রশাসন এসাসিয়েশন তৎকালীন বি সি এস সচিবালয় ক্যাডার এসোসিয়েশনের প্রতিটি আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিলেন। বাধ্য হয়ে বি সি এস সচিবালয় এসোসিয়েশন প্রশাসন ক্যাডারের সঙ্গে একীভূত হবার দাবী করে এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর এই দুটি ক্যাডার একীভূত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং তৎকালীন প্রশাসন ক্যাডারের নেতৃবৃন্দ নীতিগত ভাবে এই আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিলেন।

বি সি এস প্রশাসন এসোসিয়েশন তাদের জুনিয়র সদস্যদের পদোন্নতি বা অন্যকোন পেশাগত উন্নয়নের জন্য কখনও তৎপর ছিলেন না। আসলে এই প্রশাসন ক্যাডার এসোসিয়েশন নিয়ন্ত্রন করেন সাবেক সি এস পিরা। এই কর্মকর্তারা তাদের জন্মগত কারণে বা পাকিস্তানী সার্ভিসের উত্তরাধীকারের



www.pathagar.com

কারণে এতই ভাগ্যবান যে পদোন্নতির জন্য তাদের চেষ্টা করতে হয় না– পদোন্নতি তাদের পেছনে দৌড়ায়। যেহেতু আজ পর্যন্ত তারাই প্রশাসন ব্যবস্থার যাবতীয় চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রন করে আসছেন সেহেতু তাদের চাকুরির শর্তাবলী, পদোন্নতির নিয়মকানুন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তারা নিজেরাই ঠিক করেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের বা মন্ত্রীদের অথবা সরকারি নিয়মের লেবাসে। সেজন্য চাকরির কোন সমস্যা তাদের নেই। আর তাই আন্দোলনের কোন প্রয়োজন নেই। আন্দোলন কেবল তখনই প্রয়োজন যখন তাদের দু'একজনের ব্যক্তিগত মর্যাদা হানিকর কোন ঘটনা ঘটে যায়। সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক দলে যোগদানকারী অবসর প্রাপ্ত সচিব আসফ-উদ-দৌলা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন– ৩৫ বছর চাকুরি জীবনের ১৩ বছরেই তিনি সচিব ছিলেন। অন্য দিকে বাংলাদেশ আমলে চাকরিতে যোগদান করেছেন প্রশাসন ক্যাডারের এরকম এমন কোন কর্মকর্তা নেই যিনি ১৩ বছরে মাত্র একটি পদোন্নতি পেয়েছেন। একই পদে ২২/২৩ বছর চাকরি করছেন তারপরও উপসচিব হননি প্রশাসনিক ক্যাডারের বহু কর্মকর্তা। তাদের জন্য সিনিয়র সচিব-আমলা বা মহিউদ্দিন খান আলমগীররা কখনো আন্দোলন করেননি। কারন এতে তাদের স্বার্থ নেই। তারা চাকরি জীবন শেষে আবার চাকরি পাবেন, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এম পি বা মন্ত্রী হবেন। সুতরাং তারা জুনিয়রদের নিয়ে ভাববেন কেন? তাই একথা অস্বীকার করার জো নেই যে সাম্প্রতিক আমলা বিদ্রোহ সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের স্বার্থে পরিচালিত হয়নি। সেজন্যে জুনিয়র কর্মকর্তারা সরাসরি এ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হননি। যতই দিন যাবে এ সত্যটি ততই প্রকট ভাবে প্রকাশ পাবে।

মনে রাখা প্রয়োজন– মানুষ নতুন কিছু করে, ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নেয় হয়তো সুবিধাবাদ তাড়িত হয়ে নয়তো আদর্শবাদের চেতনায়। সুবিধাবাদ আর আদর্শবাদের মাঝামাঝি কিছু নেই। সাম্প্রতিক আমলা বিদ্রোহে হয়তো আদর্শবাদ কাজ করেছে নয়তো সুবিধাবাদ। সুবিধাবাদ কাজ করলে তা কেবল কয়েকজনের ব্যাক্তিগত সুবিধার জন্য। সুবিধাবাদ যদি ব্যাপক গোষ্ঠির কল্যানে পরিচালিত হয় তখন তাকে ভালো অর্থেই নিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনটি কাজ করেছে- ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ না রাজনৈতিক আদর্শবাদ তা আগামী দিনে আরো পরিস্কার হবে।

১০। আমলা বিদ্রোহ এখন অতীতের ঘটনা। আমরা অতীতকে বিশ্লেষন করি ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে। ইতিমধ্যে দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, ও বিশেষজ্ঞরা আমলাদের সাম্প্রতিক ভূমিকা নিয়ে কথা বলেছেন,



www.pathagar.com

আলোচনা অথবা সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়নি। আশা ও নেই। আইনজীবীরা কেউ বলেছেন–আমলাদের একাংশের এই রাজনৈতিক পদক্ষেপ চিরাচরিত ও প্রতিষ্ঠিত সরকারি শৃংখলা বিধি ও নীতিমালার সুস্পষ্ট লংঘন ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অন্যপক্ষ বলেছেন না আমলারা প্রতিষ্ঠিত সরকারি আচরন বিধি লংঘন করে কোন অন্যায় করেননি। এটি অপরাধও নয়। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভক্তির মতো এক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট বিভক্তি হবে। কেননা সবাইকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করছে রাজনীতি, রাজনৈতিক মূল্যবোধ বিশ্বাস ও কমিটমেন্ট। তাই যিনি যে রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন তিনি চাইবেন যে কোন ঘটনাকে তার ব্যাক্তিগত রাজনীতির বিশ্বাসের মানদন্ডে বিচার করতে। এমনকি সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট আইনজীবীরা রাজনৈতীক বিশ্বাস বর্জিত হয়ে পক্ষপাতহীন হতে পারেন না। এক্ষেত্রেও প্রচলিত সরকারি বিধিমালার খুঁজে বিষয়টি বৈধ কি অবৈধ তা রায় দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত হবে।

যিনি যে নীতিতে বিশ্বাসী তিনি সে দিকেই রায় দেবেন। সুতরাং আমাদেরকে তার উর্দ্ধে উঠে সাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ভবিষ্যতের জনমুখী কল্যাণমুলক প্রশাসন গড়ে তোলার দিকে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রথমতঃ সরকারি কর্মকর্তার রাজনৈতিক বক্তব্য কখন দিতে পারেন বা কতটুকু যেতে পারেন সে ব্যাপারে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহন করা যেতে পারে। প্রচলিত সরকারি আইন স্পষ্ট যে তারা শতকরা একশ ভাগ সরকারি কর্মকর্তা এবং তারা কোন রকম রাজনৈতিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ নিতে পারেননা। এখন সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা যদি মনে করেন প্রচলিত আইন সংশোধন করা প্রয়োজন তাহলে ভবিষ্যৎ সরকারের সাথে বোঝাপড়া করে উদ্যোগ নিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক অথবা গনতান্ত্রিক সরকার সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি কেমন আচরণ করবেন, সরকারি কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব বা ক্ষমতাসীন দল তাদের কর্তৃত্ব সরকারি কর্মকর্তাদের উপর অন্যায় ভাবে চাপিয়ে দিতে চাইলে তার প্রতিকার কি ভাবে হবে সে ব্যাপারেও আশু সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। বি এন পি যে অভিযোগে অভিযুক্ত সে অভিযোগে যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোন সরকারকেও অভিযুক্ত হতে না হয় আগামী দিনের রাজনৈতিক এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ তার ব্যবস্থা নেবেন।

তৃতীয়তঃ একটি দক্ষ সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রয়োজন প্রয়োজনীয় ইনসেনটিভ, সার্ভিস সদস্যদের প্রতি ন্যায় বিচার এবং বৈষম্য দুরীকরন, পদোন্নতি নিশ্চিত করন ইত্যাদি। ভবিষ্যত সরকার সে ব্যবস্থা না নিলে তারাও সমস্যার সম্মুখীন হবেন। কোন একটি সার্ভিস বা একটি গ্রুপের প্রতি পক্ষপাত অন্য গ্রুপকে ন্যায্য সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত করে। অতীতে তাই হয়েছে।



www.pathagar.com

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে দলীয়করণ বা দলীয় করণ প্রচষ্টা রাজনৈতিক দল বা দলীয় সরকারকে সহায়তা করেনা। ভবিষ্যতে যারা সরকার গঠন করবেন তাদেরকেও এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

সবশেষে, স্বাধীনতার পরবর্তী সব গুলো সরকারের সঙ্গে সিভিল সার্ভিসের কর্ম-সম্পর্কের ধারাবহিক বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক সরকারের সঙ্গে উর্দ্ধতন আমলারা স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারেননি। বরঞ্চ সামরিক সরকারের সঙ্গেই তাদের কাজ করতে সুবিধা হয়। এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার আমলের তুলনামূলক বিশ্লেষন করলেও এ সত্যটি প্রমাণিত হয়ে উঠে। মূলতঃ সেই পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত সামান্য ক'বছরের জন্যই এদেশে সত্যিকার অর্থে গনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর বাকী অধিকাংশ সময় সামরিক বা আধা-সামরিক অথবা লেবাসী গণতন্ত্রের সঙ্গে কাজ করে আমলারা মন মেজাজে সে ভাবেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। সুতরাং রাজনৈতিক মন্ত্রীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞ আমলারা খাপ খাওয়াতে পারেন না। মতের অমিল, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অহমিকার উর্দ্ধে উঠে জাদরেল সচিবরা সহজ ভাবে নিতে পারেন না অনভিজ্ঞ বা স্বল্প শিক্ষিত রাজনৈতিক মন্ত্রীদের। যেহেতু সামরিক সরকার টেকনোক্রেট বা সাবেক আমলাদের দিয়েই শাসন চালান সেহেতু তাদের সঙ্গে আমলাদের কাজ করতে সুবিধাই হয়। কামনা করি এ প্রবনতা অচিরেই লোপ পেয়ে যাক। কেননা আমরা জনগণের কল্যান কামনা করি বলে জনমুখী সরকার চাই। সে জনমুখী সরকার গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমাতায় আসলে সবচাইতে ভালো। আর সিভিল সার্ভিস? সিভিল সার্ভিস হবে গণমুখী। অর্থ্যাৎ গণমুখী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে থেকে রাজনীতি মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন সরকারি আমলারা। আমলারা অবশ্যই রাজনীতিতে জড়াবেন না। কিন্তু তাই বলে তাদের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা, মতামত প্রকাশ এবং ন্যায় বিচার চাইবার অধিকার থাকবেনা? তাদেরকি পদোন্নতির অধিকার নিয়ে কথা বলা যাবেনা? তাদেরকি চাকরির শর্ত পরিবর্তন নিয়ে আইন সংগত দেন দরবার করা যাবেনা? তাদের কি শ্রম ও মেধার বিনিময়ে ন্যায়ানুগ ও সময়োপযোগী যথার্থ পদে পদায়নের দাবী করা অন্যায়? অন্যরা বাইরে থেকে তাদের পদগুলো দখল করবে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং ক্যাডার পরিচিতি ছাড়াই– আর তাদের কিছু বলার থাকবেনা? এটা হতে পারেনা। ভবিষ্যতের সরকার গুলো অবশ্যই আমলাদের ভূমিকাকে এ ভাবে দেখবেন। ভবিষ্যতে যারা বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস এবং আমলা সমিতি গুলোর নেতৃত্বে দেবেন তারা দয়া করে তাদের সর্বস্তরের সহকর্মীদের স্বার্থের দিকেই বেশী নজর দেবেন। যদি আন্দোলন বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় তাহলে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করবেন। নিজেদের জন্য করবেন। নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য করবেন।।

আমলা বিদ্রোহ



www.pathagar.com

# দলীয় রাজনীতি সবার জন্য নহে
## মইনুল হোসেন

ইতিপূর্বেকার লেখায় আমি বলিয়াছিলাম যে, যুক্তির শক্তি উপেক্ষা করা যাইবে না। শেষ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়েই নির্বাচনকালীন কেয়ারটেকার সরকার গঠন করা হইয়াছে। শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখিয়া শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষার বড় ধরনের এক পরীক্ষায় জাতি উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছে। যদিও ইহার জন্য জাতিকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির ধকল সহ্য করিতে হইয়াছে–রক্তপাতও কম হয় নাই। গণতন্ত্রের সংকট কাটাইয়া উঠিতে এখনও অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইবে। হিংসা-বিদ্বেষ ও অস্ত্রের রাজনীতি যেভাবে দেশব্যাপী ছড়াইয়াছে উহা হইতে বাঁচিবার কাজটি সহজ হইবে বলিয়া আশা করিতে পারিতেছি না।

আমার প্রতি অনেকে রাগ করিবেন জানিয়াও কষ্টের সাথেই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমাদের মধ্যকার কিছু শিক্ষিত লোক যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দেখাইয়া বিভ্রান্ত না করিতেন তাহা হইলে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচনকালীন দল-নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকার গঠনের জন্য দুই/আড়াই বৎসরের আন্দোলনের ফলে এত মূল্য জাতিকে দিতে হইত না।

চরম উত্তাপ-উত্তেজনার পরিবেশে অনেকের আন্তরিক চেষ্টায় যত যুক্তিসম্মতভাবে মূল সমস্যার সমাধান সম্ভব হউক না কেন, নুতন করিয়া অনেক সমস্যার সৃষ্টি হওয়াটা বিচিত্র নহে। এখনই প্রশ্ন উঠিয়াছে, যে-সকল সরকারী কর্মচারী দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে না থাকিয়া দল-বিশেষের সহিত একাত্মতা ঘোষনা করিয়াছেন, তাঁহারা চাকুরীতে থাকিলে নির্বাচনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হইবে না, হইতে পারে না। জানি না, এখন আবার নির্বাচনকালীন নির্দলীয় প্রশাসন গঠন করিবার দাবী তোলা হইবে কিনা?

সেক্রেটারী পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন না করিবার সিদ্ধান্ত নিলেন এই যুক্তি দেখাইয়া যে, তাঁহারা নিরাপত্তা হীনতায় ভুগিতেছেন। সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা কাজ করিবেন না। সরকারের বৈধতার প্রশ্ন



www.pathagar.com

না তুলিলেও তাঁহারা সরকার প্রধান প্রধান মন্ত্রীকে উপেক্ষা করিয়া কেয়ারটেকার সরকার গঠনের কাজটি ত্বরান্বিত করিবার দাবী নিয়া প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সরকারী কর্মচারীদের নেতৃস্থানীয় একজন এমনও যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, তাঁহারা গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, কোন দলীয় সরকারের কর্মচারী নহেন। তাঁহারা যখন সরকারকে 'অবৈধ' মনে করেন তখন সেই সরকারের নির্দেশে কাজ করিতে পারেন না।

তাঁহারা শুধু এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহাদের একাংশ দল-বিশেষের সহিত আন্দোলনে সামিলও হইলেন। যাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন তাঁহারাওতো নিজেদেরকে 'বৈধ' সরকার হিসাবে ঘোষণা দেন নাই।

আমাদের আমলা কর্তাব্যক্তিরা আমার চাইতে নিশ্চয়ই অনেক ভাল ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া আমি কিছু কথা বলা জরুরী মনে করিতেছি।

আমি তাঁহাদেরকে শুধু সামগ্রিক বিষয়টি গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিবো। কারণ, প্রশাসনের দল-নিরপেক্ষতার ব্যাপারে যে প্রশ্ন তোলা হইতেছে উহা হালকাভাবে দেখিবার মত নহে।

সরকারী কর্মকর্তাদের কোন কোন বক্তব্যকে সামনে রাখিয়াই আমার কথাগুলি বলিবার চেষ্টা করিতেছি। কী অবস্থায় তাঁহারা কী করিয়াছেন, স্বেচ্ছায় করিয়াছেন কি স্বেচ্ছায় করেন নাই প্রয়োজেন হইলে সে ব্যাখ্যা তাঁহারা দিবেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় কাহার কী দায়িত্ব সেই সম্পর্কে যথাসম্ভব পরিস্কার ধারণা থাকা আমাদের সকলেরই প্রয়োজন।

সরকারী আমলারা যে গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মচারী তাহা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নাই। কিন্তু আমলারাতো ইহাও স্বীকার করিবেন যে, সরকারের মন্ত্রী-মিনিষ্টাররাও গণপ্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী-মিনিষ্টার। তাহারা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন সত্য। তাই নামে বি এন পি সরকার বলা হইলেও আসলে সরকার সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের। তাঁহাদেরকে দলীয় ম্যাণ্ডেট নিয়া নীতি কর্মসুচী প্রশাসনিক কর্মচারীদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমলা-নেতাদের ব্যাখ্যা মতে, সরকার



www.pathagar.com

যদি সার্বিক অর্থে দলীয় হয় তাহা হইলেতো বিরোধী দলের এইরূপ অভিযোগের কোন ভিত্তি থাকে না যে, বি এন পি সরকারকে দলীয়করণের চেষ্টা করিয়াছে।

জ্ঞানী-গুণী লোক হিসাবে তাঁহারতো ইহাও জানেন যে, সচিব ও আমলাদের নিয়া গঠিত বুরোক্রেসীকে দেখা হয় দেশের স্থায়ী সরকার হিসাবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসে সীমিত সময়ের জন্য। নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয় সরকারের পরিবর্তন হইলেও আমলারা ক্ষমতায় থাকিয়া যান। সরকারী কর্মচারীদের উপর জনগণের পক্ষে কর্তৃত্ব চালাইবার জন্য মন্ত্রি-মিনিষ্টারদের জনগণ নির্বাচিত করেন। বেতনভুক্ত জনগণের কর্মচারী আর জনগণের দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রী-মিনিষ্টারদের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। মন্ত্রি-প্রধানমন্ত্রী জনগণের কর্মচারী নহেন, তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ থাকা খুবই স্বাভাবিক। সেই বিরোধ সরকারী কর্মচারীদের অংশ নেওয়া রীতি মত বেআইনী। ইহা তাঁহাদের অজানা নহে। দলমত নির্বিশেষে যে-কোন নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্ব মানিয়া যাহাতে চাকুরী করিতে পারেন সেইজন্যে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থাকা তাঁহাদের চাকুরীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসিয়া যাহাতে সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক কারণে হয়রানি করিতে না পারেন সেইজন্য তাঁহাদের চাকুরীর স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে।

সরকারী কর্মচারীদের পক্ষ হইতে কোন কোন বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ কর্মকর্তা সরকারের বৈধতা নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন। রাজনৈতিক নেতারা রাজপথে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহার সহিত আইনের ভাষা সবসময় সমার্থক হয়না। 'অবৈধ' শব্দটি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজনীতিবিদরা অনেক কিছুকে রাজনৈতিক অর্থে, রাজনৈতিক কারণে অবৈধ বলিতে পারেন এবং হর-হামেশা বলিয়াও থাকেন। আবার সমঝোতায় পৌঁছলে অনেক কিছুকে তাঁহারা 'বৈধ' হিসাবে মানিয়া নেন।

কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় আলোকিত সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে কেহ যখন কোনকিছুকে অবৈধ বলিবেন তখন উহা আইনের চোখে অবৈধ কি-না তাহা নিশ্চয়ই তিনি জানিয়া-শুনিয়া বলিবেন। তাহারা অবশ্যই জানেন যে, আইনের চোখে কোনটি বৈধ আর কোনটি বৈধ নহে তাহা নিয়া যতই বিতর্ক করা হউক



www.pathagar.com

না কেন, এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার একতিয়ার একমাত্র কোর্ট-আদালতের। বৈধ-অবৈধ প্রশ্নে সরকারী কর্মকর্তাদের রায়কে শেষ কথা হিসাবে ধরিয়া নিতে বলিবার মধ্যে কি দারুন স্বেচ্ছাচারী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না? উচ্চ শিক্ষিত আমলা হিসাবে এই প্রশ্নের তাৎপর্য আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন।

ইহার পর আমি যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করিব তাহা হইল, সেক্রেটারী পর্যায়ের বড় বড় কর্তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছেন, তাই তাঁহারা দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না। তাঁহারা নিজেরাই উচ্চকণ্ঠে বলিলেন যে, তাঁহারা সরকারী কর্মচারী। আবার তাহাদের মুখেই শুনিতে হইল যে, নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে তাঁহারা দায়িত্ব পালন করিবেন না। নির্বাচিত সরকার না হয় অবৈধ হইল, কিন্তু জনগণের কর্মচারী হিসাবে জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনে তাঁহারা অপারগ হইবেন কেন? তাহা হইল তাঁহাদের দ্বারা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হইবে কিভাবে? তাঁহাদের কাজের সুন্দর পরিবেশই বা কে সৃষ্টি করিয়া দিবেন? তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য কি বিদেশ হইতে লোক আনিতে হইবে? তাহারা কেন সকলের উদ্দেশ্যে বলিতে পারিবেন না যে, 'প্রজাতন্ত্রের আমলা হিসাবে আমাদেরকে দলীয় রাজনৈতির উর্ধ্বে থাকিতে দিন।' তাঁহারা যে-কোন দলের নির্বাচিত সরকারের অনুগত থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

নিজেদের যুক্তিতেই কিছু সরকারী কর্মকর্তা নিজেদের জন্য আরও একটি বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা তাহাও আমি তাঁহাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলিব। যাঁহারা বলিয়াছেন যে, বিগত পার্লামেন্টের নির্বাচন অবৈধ এবং সেই কারণে বি এন পি সরকার অবৈধ হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারা কি করিয়া এখন কেয়ারটেকার সরকারের কর্তৃত্ব মানিবেন? কেয়ারটেকার সরকারের আইনগত ভিত্তিতে বিগত পার্লামেন্ট, যাহা তাঁহাদের নিকট অবৈধ। কেয়ারটেকার সরকারই বা কি করিয়া তাঁহাদের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে আস্থা রাখিতে পারিবেন?

যে-সকল সরকারী কর্মকর্তা নিজেরাই একটি সরকারকে 'অবৈধ' ঘোষণা করিয়া উহাকে অমান্য করিতে পারেন তাঁহাদের সরকারী চাকুরীতে থাকিবার আইনগত ও শাসনতন্ত্রগণ বৈধতা কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে উহা মোকাবিলা করিবার



www.pathagar.com

সৎসাহস দেখাইতেও তাঁহাদের আপত্তি থাকিতে পারে না। কারন, তাঁহারা নীতিবান ও আদর্শবান। কাহারও খেয়াল-খুশিমত নহে, দেশের আইন ও শাসনতন্ত্র অনুযায়ীই তাঁহাদের বিচারের কথা বলুন।

যাঁহাদের রাজনীতি করা সমীচীন নহে তাঁহারা রাজনীতি করিতে গেলে এইভাবে নিজেদের এবং অন্যদের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করিবেন। আমাদের কোন কোন সরকারী কর্মকর্তা রাজনীতিবিদ না হইয়াও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন। সেক্রেটারীদের কেহ কেহ এখন আর সেক্রেটারী থাকিয়া সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা মন্ত্রী-মিনিষ্টার হইতে আগ্রহী।

মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষী রাজনীতিক আমলার কারণে সমগ্র প্রশাসনের দল-নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যাহাতে কাহারো সন্দেহ-অবিশ্বাস না থাকিতে পারে তাহার জন্য প্রশাসনের অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যকর ভূমিকা রাখিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

স্বাধীন ও দল-নিরপেক্ষ পেশায় জড়িত থাকিয়া অন্য অনেকেই যে রাজনৈতিক পদ-পদবী পাইবার আশায় নিজেদের পেশাগত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিতেছেন না, এমনটি নহে। সরকার ও দলীয় রাজনীতির কাছাকাছি থাকিয়া রাষ্ট্রিয় সুযোগ-সুবিধা ভোগের সহজ চিন্তা-ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনীতিবিদ বানাইবার চেষ্টা করা হইলে কিংবা তাঁহারা নিজেবা রাজনীতিবিদসুলভ আচরণ করিলে সমস্যা শুধু প্রশাসনের জন্যই সৃষ্টি হইবে না, রাজনীতিবিদদের জন্য ও সৃষ্টি হইবে। (ইত্তেফাক ২/৪/৯৬)



www.pathagar.com

www.pathagar.com

# আমলা বিদ্রোহ ঃ অত:পর কি হবে ?

মুজাহিদুল ইসলাম

দেশ স্বাধীন হবার অথবা কিছুদিন পর একদিন লঞ্চে কোথাও যাচ্ছিলাম। আপার ক্লাশে বসে আছি। একজন পুলিশ অফিসার তার দুঃখের কথা বলছিলেন। বলছিলেন পুলিশ বাহিনীর শৃংখলা বিষয়ে। তার দীর্ঘ বক্তব্যের সার কথা ছিল, স্বাধীনতার পর পুলিশের শৃংখলার মান নীচু হয়ে গেছে। কথায় কথায় উর্ধ্বতন অফিসারকে অবজ্ঞা অর্থাৎ মানি না, মানবো না ভাব। প্রসংগত তিনি বলছিলেন, পাকিস্তান আমলে আমরা পাকিস্তানী অফিসারদের সামনে দুর্বিনীত আচরণ করতে এবং বিদ্রোহের মনোভাব দেখাতে অধঃস্তনদের উসকে দিয়েছি সে একটা অবস্থার প্রেক্ষাপটে। আজ স্বাধীন বাংলাদেশের আমরা তো বাংগালী অফিসার। আমাদের সাথেও সেই একই আচরণ করা কি উচিৎ- ইত্যাদি। আমি তখন এস, এস, সি পরীক্ষার্থী। ঐ বয়সেও আমি নীরবে পুলিশ অফিসারের দুঃখবোধটুকু যথেষ্ট উপভোগ করেছিলাম। আমার বেশ মনে হয়েছিল পুলিশ, সেনাবাহিনী, আমলা ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রুপ দেশের সামরিক, আধা সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে শৃংখলা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেন। রাজনীতির উর্ধে উঠে দেশ ও জাতির কল্যাণ চিন্তাই তাদের প্রধান বিবেচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যায়ের বিপক্ষে বিদ্রোহ নিশ্চয়ই অভিনন্দন যোগ্য তবে তারও একটি মাত্রাজ্ঞান আছে বা থাকা উচিৎ। তা না হলে সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় কুইনিন জ্বর সারালেও কুইনিন সারাবার আর উপায় থাকে না। ঐ মুরুব্বী পুলিশ অফিসার আজও বেঁচে আছেন কিনা জানিনা তবে ক'দিন যাবৎ আর সেই কথাগুলি বড় বেশী মনে পড়ছে বিশেষ করে অতি সাম্প্রতিক "আমলা বিদ্রোহের" পর থেকে। হ্যাঁ, "আমলা বিদ্রোহ"ই বল্‌লাম। কারণ সামগ্রিক পরিস্থিতি সামনে রাখলে বিকল্প শব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমলাদের এই বিদ্রোহ সরকার উৎখাতের আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছে। ফলে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত হয়েছেন, বাহবা দিচ্ছেন কিন্তু সচেতন দেশবাসী উল্লসিত হবার পরিবর্তে শংকিত ও উৎকণ্ঠিত হয়েছেন এবং দেশের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

এই শংকা ও উৎকণ্ঠার কারণ খুবই স্পষ্ট। মুখে গণতন্ত্র ও গণপ্রতিনিধিত্বের কথা যতই বলা হোক না কেন শাসন ব্যবস্থায় আমরা আজও আমলাতন্ত্রের



www.pathagar.com

জোয়াল কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছি। এদেশের সরকার যায় সরকার আসে কিন্তু আমলারা বহাল থাকেন স্ব স্ব অবস্থানে। এর কারণ, আমাদের দেশে আমলারা তত্ত্বগতভাবে অরাজনৈতিক। অর্থাৎ যে দলই সরকার গঠন করুক আমলারা তার সাথে খাপ খাওয়াতে পারেন। সরকার অর্থনৈতিকভাবে পুঁজিবাদী হোক কিংবা সমাজতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক হোক কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক সর্বাবস্থায় আমাদের আমলারা করিৎকর্মা ও চূড়ান্ত সহযোগী। অনেকটা "গোল আলুর" মত। অর্থাৎ সব তরকারীতেই খাটে। উন্নত দেশে ভিন্ন রকম দেখা যায়। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিজয়ী দল সরকার গঠনের জন্য দীর্ঘ তিন মাস প্রস্তুতি নেন। কারণ সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে শাসক দলের লোক বসানো হয়। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে হাজার হাজার লোক নিয়োগের দরকার হয়। অর্থাৎ সরকার বদলের সাথে বিদায়ী সরকারের সাথে কার্যরত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের হাজার হাজার কর্মকর্তা চাকুরী হারান এবং সেই সব শূন্য পদে নতুন সরকার তার পছন্দের লোকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেন। সেখানে আমলা ও রাজনীতিকদের ভাগ্য অভিন্ন। আমাদের দেশে ভিন্ন অবস্থা। রাজনীতিকদের ভাগ্যাকাশে শনি বৃহস্পতির পালাবদল যতই ঘটুক আমলাদের আকাশে বৃহস্পতি স্থায়ী অবস্থান।

ভাল মন্দের বিতর্কে না গেয়েও বলা যায়, দেশের শাসন ব্যবস্থায় আমলাদের অরাজনৈতিক অবস্থান আমাদের ঐতিহ্যের ধারায় মিশে আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সরকার বিরোধী আন্দোলনে আমলা সাহেবরা ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে হঠাৎ করে যেভাবে রণমূর্তি ধারণ করলেন এবং এক সর্বাত্মক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে দেশকে কার্যতঃ সরকারবিহীন অবস্থায় ফেলে দিলেন তাতে দেশের আমলাতন্ত্রের ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের পাশাপাশি কিছু অনিবার্য প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

একঃ আমলারা কি আসলেই অরাজনৈতিক? আমাদের কথা হলো আমলারা অরাজনৈতিক হতে পারেন না। অতীতেও অরাজনৈতিক ছিলেন না এবং বর্তমানেও নন। এর আগে মাঝে মধ্যে তারা তাদের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ রেখেছেন যদিও মুখে অরাজনৈতিক চরিত্রের দাবী করেছেন। কিন্তু এবারে তো তাদের "নেকাব" খসে পড়েছে। ভেতরে ভেতরে যে এদেশের আমলারা কতটা রাজনৈতিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ তা দেখার দুর্ভাগ্য এই জাতির হয়েছে। সুতরাং রাজনীতি যখন করেন এবং করবেনই তখন লুকোচুরি কেন? প্রকাশ্যে



www.pathagar.com

করুন এবং প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্রে তার ব্যবস্থা করা হোক। কোলে থেকে কাপড় ছেঁড়ার চেয়ে মুখোমুখি দাঁড়ান। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় সরকারের বিভিন্ন গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর "নির্ভরযোগ্য সূত্রের" বরাত দিয়ে ছাপা হতে দেখা গেছে। এমনকি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দফতরের ফাইলের ফটোকপিও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে যা আমলাদের অবিশ্বস্ততার পাশাপাশি রাজনীতি সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ। আর এখন তো তারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অতঃপর আমলাদের রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার পথে বাঁধা থাকার সুযোগ কোথায়?

দুইঃ সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে আমলা নেতৃবৃন্দ নিজেদের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে পরিচয় দিয়ে যুক্তি খাঁড়া করার চেষ্টা করেছেন। সব শুনে মনে হয়েছে আমলারা নতুন করে পরিচয় সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তাহলে প্রশ্ন জাগে এতদিন যে পরিচয় নিয়ে তারা গর্ববোধ করতেন তা কি ভুল বা অপর্যাপ্ত ছিল? সকলেরই স্ব স্ব পরিচয়ে নিজস্ব সংগঠন ছিল। তা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের নামে রাতারাতি নতুন সংগঠন তৈরী এবং সাথে বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী ঘোষণা ও বাস্তবায়ন প্রশ্নবোধক নয় কি?

তিনঃ বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে আমলা নেতা মহিউদ্দিন খান আলমগীর দাবী করেছন যে ১৫ ফেব্রুয়ারী অবৈধ নির্বাচনের পর দেশে কোন বৈধ সরকার নেই। এ ব্যাপারে প্রথম প্রশ্ন হলো, এই সত্যটি মহিউদ্দিন সাহেবরা কি নির্বাচনের এক মাস পরে এসে টের পেলেন? কারণ, এক মাসের কিছু কম সময়ের জন্য তারা তো বিনা বাক্য ব্যয়ে তাদের ভাষায় অবৈধ সরকারের আনুগত্য করেছেন। তবে কি তারা বি এন পি টিকেও যেতে পারে এই ভাবনা থেকেই এতদিন সুবোধ বালকের মত সরকারের আনুগত্য করেছেন? আর এখন সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে "পাকানো তরকারীতে" লবণ দিতে মাঠে নেমেছেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, এই সরকারের অবৈধতা কি এই কারণে যে প্রধান প্রধান দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি? যদি তাই হয় তবে সম্প্রতি জিম্বাবুইয়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রবার্ট মুগাবের নির্বাচনকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? সেখানে তো প্রধান সকল প্রতিদ্বন্দী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন। তবু রবার্ট মুগাবেকে সে দেশের মানুষ এবং বিশ্ববাসী বৈধ প্রেসিডেন্ট হিসাবে স্বীকার করেছেন। একই ভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে কিভাবে দেখা হবে। সেখানেও তো কাশ্মীরীদের প্রতিনিধিত্বকারী সব দলই নির্বাচন বয়কট করছে। আর যদি বলেন



www.pathagar.com

যে, প্রধান দলসমুহ অংশ না নেয়াটা নির্বাচন অবৈধ হবার কোন কারণ নয় তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন ঠেকাতে সচিবালয়ে এত হৈ চৈ করলেন কেন? কেনই বা এ নির্বাচনকে ভন্ডুল করার জন্য এত ধরনের অপকৌশল গ্রহণ করলেন? আর যদি কারচুপির প্রশ্ন তুলে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনকে অবৈধ বলেন তবে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচনের কারচুপি নিয়ে প্রশ্ন তোলা, মামলা করা ইত্যাদি রাজনীতিকদের কাজ নাকি আমলাদের কাজ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাংলাদেশে স্মরণকালের কোন্ নির্বাচনটি কারচুপিমুক্ত ছিল বলতে পারেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ব্যাপক জালভোট আমি নিজ চোখে দেখেছি। আপনারাও দেখেছেন নিশ্চয়ই। আমার এলাকায় অপ্রাপ্তবয়স্করা ভোট দিয়েছিল। কোন কোন ব্যক্তিকে ২০টি পর্যন্ত ভোট দিতে দেখেছি। আওয়ামী লীগের শাসনকালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন, উপ-নির্বাচনে কারচুপির কথা সবারই মনে আছে আর রেকর্ড আছে পত্র-পত্রিকায়। মরহুম জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে যে রেফারেন্ডাম দিয়েছিলেন তাতে মারাত্মক কারচুপি হয়েছিল এবং সে কারচুপি আপনারা আমলা সাহেবরা সাথে থেকেই করেছিলেন। দেশবাসীকে বোকা বানিয়েছিলেন। কই তখনতো ছোট বড় কোন আমলাকেই প্রজাতন্ত্রের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে এসব কারচুপির প্রতিবাদ করতে দেখিনি। বরং অন্য অনেকের মত মহিউদ্দীন খান আলমগীর সাহেব যশোরের ডিসি হিসাবে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে তার বিখ্যাত খাল খনন ও গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে যে ঈর্ষণীয় সহযোগিতা দান করেছিলেন সেকথা আমাদের বেশ মনে আছে।

স্বৈরাচারী এরশাদ একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে এবং মরহুম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আঃ সাত্তারের বুকে সামরিক অর্থে বন্দুক উচিয়ে অপ্রয়োজনে ও সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের তখন তো সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করতেও দেখা যায়নি। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে যথেষ্ট ভোট কাটাকাটি হয়েছিল। এর পরের বছর ১৯৮৭ সালে ডিগ্রী পরীক্ষার নকল ঠেকাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে পাঠিয়েছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা সরকারী কলেজে। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান। আমি নকল করতে না দেয়ায় পরীক্ষার্থীরা খুব ক্ষেপে যায় এবং মারমুখী হয়ে ওঠে। একজন ছাত্র আমাকে তীব্র ভাষায় প্রশ্ন করে "ক" দিন আগে (১৯৮৬) নির্বাচনে এরশাদের পক্ষে তো ভোট কেটেছেন, এখন আমাদের নকল করতে দিবেন না কেন ?" আমার জবাবটি এখনও বেশ মনে আছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলেছিলাম, "ভোট কাটার মাস্টার আমি না। তাছাড়া আমি তো তোমাকে দিয়ে এরশাদকে Replace করতে চাই। সুতরাং নকল করলে এরশাদকে Replace করবে কিভাবে ?" সেই কারচুপির নির্বাচন এবং সর্বশেষে ১৯৮৮ সালের একদলীয়



www.pathagar.com

নির্বাচন প্রশ্নে আমলারা কোন বিদ্রোহ করেননি এমনকি প্রশ্নও তোলেননি। তাহলে আজকে হঠাৎ মহিউদ্দীন সাহেবদের বিবেকের এই অনিষ্টকর মহাজাগৃতি কেন ?

লক্ষ্য করা গেছে আমাদের আমলারা স্বৈরাচারী সরকারকে যথেষ্ট সমীহ করে চলেন এবং সামরিক শাসন হলে আরও ভাল হয়। এটাকে অবশ্য আমাদের একচ্ছত্র না বলে আমাদের জাতীয় চরিত্র বলেন অনেকে। যেমন সংবাদপত্র। আওয়ামী লীগ যখন ১৯৭৪ সালে সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো এবং সরকারের মুখপত্র হিসাবে ৪ টি সংবাদপত্র জারী রাখলো তখন সাংবাদিক বন্ধুগণ সুবোধ বালকের মত সে রাক্ষুসী সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। সংগ্রামী চরিত্রের কোন প্রকাশ জাতি দেখতে পায়নি। একইভাবে আওয়ামী লীগ যখন সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একটিমাত্র দল গঠন করলো তখনও দেশের বাঘা বাঘা রাজনৈতিক ছিলেন কিন্তু সেদিন ঐ স্বৈরসিদ্ধান্তের প্রতিবাদে "মঞ্চ" গড়ার সাহস কারো হয়নি। সময় সুযোগ সাপেক্ষে বিপ্লবী সাজার এই চরিত্র সত্যিই মজার।

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের সকলেই যে বর্তমান বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তা আমরা মনে করি না এবং সেখানেই কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পাই। হাতে গোনা ক'জন-আমলা যে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে নেমেছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং তারা যে রাজনৈতিকভাবে খুবই কমিটেড এবং দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে নন তার প্রমাণও তারা দিয়েছেন।

নির্বাচিত সরকার অস্থায়ী। কিন্তু আমলাতন্ত্রকে বলা হয় স্থায়ী সরকার। অস্থায়ী সরকারের সাথে দ্বিমত থাকলে তারা সচিবালয়ের ভেতরে থেকেই তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু রাজপথে নেমে এবং রাজনীতিকদের মঞ্চে উঠে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে হাত উচিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে একাত্বতা প্রকাশের ছবি দেখতে সচেতন দেশবাসীর খুবই কষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে মহিউদ্দীন খান আলমগীরের মত প্রবীন আমলা যিনি চাকুরী জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন যেভাবে মেয়র হানিফের সাথে উল্লসিতভাবে হাত উচিয়ে শপথ নিয়েছেন তাতে তাকে রাজনৈতিক নেতার উর্ধে ভাবা যায়নি। এ ধরনের উচ্ছৃংখল আমলাদের ব্যাপারে প্রজাতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা কেয়ারটেকার সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে। তা না হলে ভবিষ্যত নির্বাচিত সরকারের পক্ষে দেশ পরিচালনা করা সত্যি সত্যিই দুরূহ হবে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়। ঢাকায় তিন প্রধান দলের তিনটি মঞ্চ হয়েছে। আওয়ামী লীগের "জনতার মঞ্চ", জাতীয় পার্টির "জাতীয় মঞ্চ", এবং জামায়াতে ইসলামীর "কেয়ার টেকার মঞ্চ"। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের বিপ্লবী অংশটি কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের জনতার মঞ্চে গিয়ে বক্তৃতা করেছেন। অন্য



www.pathagar.com

দুটি মঞ্চে তারা ওঠেননি। কোন মঞ্চেই যদি তারা না উঠতেন তবে তাদেরকে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বললেও দলীয় তৎপরতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতন না, কিন্তু তিনটি মঞ্চের মধ্যে বারবার তারা কেবল আওয়ামী মঞ্চে ওঠার কারণে তাদের দল সংশ্লিষ্টতাও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আরো একটি বিষয় খুবই উদ্বিগ্ন হবার মত। সেটি হলো, সচিবালয়ে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের নেতৃত্বে "ব্রিগেড" গঠন করা হয়েছে। পত্রিকার ভাষ্যানুসারে সচিবালয় কর্মচারী বাচ্চু মিয়া ও আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ব্রিগেড গঠন করা হয়। প্রজাতন্ত্র কর্মকর্তাদের সমন্বয় উদ্যোগেও একই ধরনের গ্রুপ করা হয়। এরা প্রত্যেক অফিস থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধরে এনে অবস্থান ধর্মঘটে যোগদানে বাধ্য করেছেন। যার অর্থ হলো ভবিষ্যতেও বাচ্চু মিয়া ও আনোয়ার হোসেনের কাছে সচিবালয় জিম্মি হয়ে থাকবে। কারণে অকারণে বাচ্চু মিয়ারা এভাবেই তাদের 'বস্‌দের' লেফটরাইট করবেন।

বিএনপির জন্যে অনেক দুঃসংবাদের মধ্যে একটি সুসংবাদ হলো, বিরোধীদের একটি প্রচারণা এতদিনে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ বিএনপি-সবক্ষেত্রে "দলীয়করণ" করেছে বলে বিরোধীদল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এতদিন যে প্রচারণা চালিয়েছে সর্বশেষ আমলা বিদ্রোহ সে প্রচারণার মুখে চুনকালী দিয়েছে। উল্টা প্রমাণিত হয়েছে, আওয়ামী লীগ তার শাসনামলে গোটা শাসন ব্যবস্থাকে দলীয়করণ করার ক্ষেত্রে যে সাফল্য দেখিয়েছিল তার রেশ এখনও রয়ে গেছে।

সচিব আমলাদের এই বিদ্রোহে ক্ষমতাত্যাগী বিএনপির উদ্বেগের তেমন কিছু নেই। কারণ ক্ষমতা তাদের এমনিতেই ত্যাগ করতে হতো-দু'দিন আগে আর পরে এই যা। কিন্তু এ বিষয়টি যাদের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ তারা হলো আগামীতে যারা সরকার গঠন করবে। ক্রিকেটের ভাষায় বলতে গেলে "পিসের" অবস্থা যখন হঠাৎ খারাপ হয়ে যায় এবং ঘন ঘন উইকেট পড়তে থাকে তখন ফিল্ডিং টিমের দর্শকগন হাততালি দিলেও ক্যাপ্টেন হয়ে ওঠেন উদ্বিগ্ন। কারণ, তিনি জানেন, একটু পরেই এই বাঁক খাওয়া উইকেটে তার দলকেই ব্যাট করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দল তাদের ইনিংসের শেষ বলগুলি খেলেছে এই "ক্ষ্যাপা পিসেই।" (সাপ্তাহিক বিক্রম, ৭ এপ্রিল, ১৯৯৫)



www.pathagar.com

# বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান ঃ তোগলকী কাণ্ড

## মীযানুল করীম

বেগম জিয়ার আমলে সরকারের বিভিন্ন দফতরে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বহু কর্মচারীকে বাধ্যতামুলক অবসর দেয়া হয়। এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাও আছেন অনেক। দুর্নীতি, অসদাচরণ, গাফলতী প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি যেমন এদের মধ্যে রয়েছেন তেমনি সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ ও কম নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর এখন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের বিষয়টি বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্যসহ এক্ষেত্রে বিগত সরকারের খেয়াল-খুশী নিয়েই বিস্তর কথা উঠেছে।

১৯৯১-৯৫ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে যাদের, তাদের মধ্যে ৭জন সচিব, অতিরিক্ত ও যুগ্ম সচিব, ৩জন রাষ্ট্রদূত, ২জন আইজি, ২জন এডিশনাল আইজি, ৪জন ডিআইজি, রাজস্ব বোর্ডের ৪জন সদস্য, বিভিন্ন ব্যাংকের ৪জন এমডি, ৫জন জিএম, ১০জন ডিজিএম, বিভিন্ন কর্পোরেশনের ৪জন চেয়ারম্যান, রেলওয়ের ২জন এডিশনাল জিএম এবং ১জন প্রধান প্রকৌশলী, বিভিন্ন দফতরের ৫জন প্রধান, ১জন জেলা জজ, আনসারের ১জন পরিচালক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

জানা যায়, পাবলিক সার্ভেন্টস (রিটায়ারমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৪, অনুযায়ী এসব ব্যক্তিকে ৫৭ বছর বয়স হবার আগেই বিদায় করে দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আরো ৫টি আইন বলবৎ থাকলেও সেগুলো প্রয়োগ করা হয়নি। কারণ তাহলে অভিযুক্ত কর্মচারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকতো এবং অভিযোগ প্রমাণ করার দায় পড়তো সরকারের ঘাড়ে। ১৯৭৪ সালের আইনটিতে এসব বিধান নেই। তাই মুল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের শাসনকালে চালু হওয়া এই আইনটি বি এন পি সরকার লূফে নেয় টার্গেট ঘায়েল করার জন্য। যেমন করেছে বিশেষ ক্ষমতা আইনের বেলায়।

যে ক'টি প্রচলিত আইনে সরকারী কর্মচারীরা অভিযুক্ত হলে লাভ করেন নিজকে সমর্থনের সুযোগ, সেগুলো হচ্ছে-(ক) প্রিভেনশান অব করাপশান এ্যাক্ট, ১৯৪৭। (খ) এন্টিকরাপশান এ্যাক্ট, ১৯৫৭। (গ) এন্টিকরাপশান রুলস, ১৯৫৭। (ঘ) গভর্মেন্ট সার্ভেন্টস কন্ডাক্ট রুলস, ১৯৭৯ এবং (ঙ) গভর্মেন্ট সার্ভেন্টস ডিসিপ্লিন এন্ড এ্যাপীল রুলস, ১৯৮৫। এসব আইন ও বিধি সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের বেলায় সাধারণভাবে প্রযোজ্য।



www.pathagar.com

অবসর গ্রহণ স্বাভাবিক। কিন্তু তা বাধ্যতামূলক হলে গুরুতর শাস্তি হয়ে দাঁড়ায় পাবলিক সার্ভেন্টদের ক্ষেত্রে। ৩০-৩২ বছর সুনামের সাথে চাকরি করে আসার পর অবসর নেয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে কয়েকজনকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। এমনকি নির্ধারিত সময়ের মাত্র ৩ দিন আগেও কেউ কেউ বিদায় নিতে হয়েছে।

আবার এমনও দেখা গেছে, চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূরণ না হলেও কয়েকজনকে অবসর দেয়া হয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সুপ্রীম কোর্ট সরকারের আদেশ বাতিল করে রায় দিলে তাঁরা চাকরিতে পুনর্বহালহন।

মজার ব্যাপার হলো, কয়েকজন কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসর পাওয়ার কিছুদিন পরই এই আদেশ তুলে নেয়া হয়। এবং তাদের করা হয় পুনর্বহাল। একজন কর্তাব্যক্তির নামে ছিল সুনির্দিষ্ট অভিযোগ। তাই মামলা হয় এবং আদালতের রায়ে তিনি চাকরি হারান। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তিনি চাকরি ফিরে পান। প্রমোশনও লাভ করেন।

অনেকে মেয়াদ পূর্তির ৮/১০ বছর আগেও বাধ্যতামুলক অবসর নিতে হয়েছে। আবার এর উল্টোটাও ঘটেছে এই বিচিত্র দেশে। কর বিভাগের উপ-কমিশনার পদে উন্নীত এক কর্মকর্তা স্বাভাবিক অবসর গ্রহণ করেন। বেগম জিয়ার জনৈক মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তাঁকে দু'বছরের জন্য পুন:নিয়োগ দেয়া হয়। পোষ্টিং হয় দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে। এখানে যোগদানের মাত্র ৩ মাসের মধ্যে তিনি দুর্নীতির কারণে ধরা পড়েন এবং এখনো আছেন শ্রীঘরে, মানে হাজতে।

কোন কোন কর্তাব্যক্তি বরাতজোরে একের পর এর কয়েকবার লাভ করেন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। প্রায় ক্ষেত্রে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে দলীয় বিবেচনায় এসব করা হয় বলে জানা গেছে। এমন এক সৌভাগ্যবান রাষ্ট্রদুত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। এর আগে এরশাদ আমলে ছিলেন দোর্দন্ডপ্রতাপ সচিব।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে শফিপুরে আনসার একাডেমীতে কথিত বিদ্রোহের সময় পরিস্থিতি ম্যানেজ করতে না পারায় আনসার ও ভিডিপির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সৈয়দ বদরুজ্জামান এবং পরিচালক (প্রশাসন) লেঃ কর্নেল হারুনুর রশীদকে সরিয়ে দেয়া হয়। শেষোক্তজন হাইকোর্টে রীট করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন কারণ না দেখিয়েই তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়।

কয়েকদিন আগে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের শিকার হয়েছেন, এমন অনেকে এক সভায় মিলিত হন। এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক সচিব এম, ফয়জুল্লাহ। সিলেটসহ কয়েকটি বৃহত্তর জেলার প্রশাসক (ডিসি) হিসাবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সভার প্রস্তাবে বলা হয়, যে কায়দায় বিগত সরকার বাধ্যতামূলক অবসর দিয়েছে, তা অমানবিক অগণতান্ত্রিক, সংবিধানবহির্ভূত,



www.pathagar.com

বেআইনি, ন্যায়নীতিবর্জিত ও স্বেচ্ছাচারমূলক। এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সভায় বলা হয়েছে, বেগম জিয়া সরকার দলীয়করণে নেশাগ্রস্ত হয়ে উন্মত্তের মতো আইনের অপপ্রয়োগ করেছে। বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এর একটি দৃষ্টান্ত।

অবশ্য জানা গেছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ভূক্ত যে ক'জনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়, তাদের কারো কারো ব্যাপারে বেশ গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই ছিল মুখ্য। এমন একজন রাষ্ট্রদুত কিছুদিন আগে যোগ দিয়েছেন আওয়ামী লীগে। জাতিসংঘের উপর লেখা তার একটি বই বহুল আলোচিত। জাতিসংঘ মিশনের উপপ্রধান ছিলেন, এমন এক কর্মকর্তার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা বি এন পি সরকারকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। তিনি এখন একাধিক পত্রিকায় কলাম লিখছেন। ইনি আবার 'ভারতপন্থী' মহলের লোক বলে অভিহিত। সরকার অবসর প্রদানের পর মুক্তিযোদ্ধা ইস্যু তুলে তার জন্য সহানুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়েছিল। বাধ্যতামূলক অবসরভোগী একজন আইজি এরশাদ সরকারের জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ছোট ভাই। এই মন্ত্রী জাপা নেতা।

উল্লেখ্য, শুধু বেসামরিক নয়, বি এন পির ২য় দফা শাসনের ৫ বছর সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন থেকে একেবারে মেজর জেনারেল পর্যন্ত অনেক অফিসার বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর নিতে হয়। নৌ ও বিমান বাহিনীতে ও এমন কিছু ঘটনা ঘটে। তবে প্রধানত সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যেই এ নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ অধিক। সম্প্রতি সশস্ত্রবাহিনীর এ ধরনের কিছু কর্মকর্তা (অধিকাংশ সেনাবহিনীর) প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে সরকার পতনের আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছেন। ১৯৯১ সালের ১৯ এপ্রিল চট্রগ্রামে প্রলয়ংকরী সাইক্লোনে নৌ ও বিমান ঘাঁটি বিধ্বস্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকদিনের মধ্যে এই দুই বাহিনীর প্রধানসহ কয়েকজন সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসরসহ বিভিন্ন শাস্তি লাভ করেন।

যে ৩৮৫ জন বেসরকারী কর্মকর্তা অবসরে যেতে বাধ্য হন, তাদের অনেকে এর কারণটাও জানতে পারেননি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি নেয়ার আগে অত্যান্ত গোপনে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় বলে জানা যায়। তারা বলেছেন, কোন না কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তির আক্রোশের শিকার হওয়ায় তাদের এই দুর্গতি। (বিক্রম, ১৫ এপ্রিল, '৯৬)



www.pathagar.com

www.pathagar.com

# সচিবদের রাজনীতিতে দলীয় উপাদানঃ দেশের ভবিষ্যৎ

ডঃ মোঃ মাইমুল আহসান খান

সরকারী কর্মচারীরা হবেন রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কারণ ক্ষমতাসীন দল আসবে যাবে; কিন্তু তারা দেশ পরিচালনা অব্যাহত রাখবেন। সকল পদ্ধতির সরকারেই এটি একটি অবধারিত সত্য কোন রাজনৈতিক অস্থিরতাতেই সরকারী কর্মচারীরা সুযোগ সন্ধানী হবেন না। নিষ্ঠার সাথে জনগণের খেদমতে নিয়োজিত থাকবেন তারা। এটিই তাদের ধর্ম। অথচ এরা আজ রাজনীতিবিদের মতই ভুমিকায় নেমেছেন। এদের মাঝে যেসব সংগঠন গড়ে উঠেছে তা নিতান্তই গোষ্ঠীস্বার্থকেন্দ্রিক। সরকার বদলের পর শুরু হয় এদের "তদবিরের রাজনীতি।" এই রাজনীতিতে দলীয় সংযোগ না থাকলে কার্যকর কিছু করা যায় না। তাই সরকারী কর্মচারীরা এখন রাজনীতিবিদদের ব্যবহার করে তাদের পদোন্নতি, বদলী, শিক্ষা সফর, বিদেশ ভ্রমণ এবং নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা আদায়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। দেশের সার্বিক প্রশাসনিক অব্যবস্থার এটি একটি বহিঃপ্রকাশ।

দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় কোন খুন রাহাজানি, অস্ত্রবাজী ও চাঁদাবাজীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা প্রশাসন নিতে পারে না। শুধু তাই নয় রাজধানী শহর সহ বড় বড় শহরগুলোতে প্রকাশ্যে দিবালোকে হত্যাকান্ড ঘটলেও কেউ এখন আর অবাক হয় না। সকল পর্যায়ের প্রশাসন এব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে। এটি নাকি কারো দায়িত্ব নয়। এ অবস্থা তুঙ্গে উঠল মূলত শুধুমাত্র রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই নয়, এ অবস্থার মূল কারণ সরকারী পর্যায়ে ঘুষ ও দুর্নীতি। এই ব্যবস্থা টিকে আছে বাংলাদেশের সচিবালয়কে কেন্দ্র করে। আর সচিবরা এর মধ্যমনি। এখন তারা সরকার পতনেও তাদের ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট। কারণ একটাই। যাতে পরবর্তীতে যেই আসুক সচিবদের বিরুদ্ধে কখনই কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায়। এই দেশে সরকারী কর্ম খালি নেই। এজন্য কারা বেশী দায়ী। কাজ করলেই তো নুতন কাজ সৃষ্টি হয় লোক নিয়োগের প্রশ্ন আসে। আর নিয়োজিত ব্যক্তিরাই যখন কাজ করার চাইতে ঘুষ খাওয়ার জন্যই সদা তৎপর হয় তখন নতুন কাজ বা পদ সৃষ্টি হয় বরং নিয়োজিত ব্যক্তিরাই সুপ্তভাবে একশ্রেনীর বেতনভোগী বেকার সৃষ্টি করে। এ বেতনভোগী বেকারদের নেতৃত্ব দেন মন্ত্রীরা। আর এই জাতির জন্য ধ্বংসাত্মক এই কর্মটিতে সক্রিয় সহায়তা দানে ব্যস্ত থাকেন সচিবরা।



www.pathagar.com

অসহযোগ আন্দোলন ঘুষখোর সরকারী কর্মচারীদের প্রভূত ক্ষতি করেছে। ১৯৯৬ সনের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ঘুষের অংক ছিল বড়ই নগন্য। তাই মার্চ মাসের শেষের দিকে এমনিতেই তারা ছিল উত্তপ্ত। ঠিক সে সময়ে একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রীর আনাড়ী অস্ত্রধারী ঐ অগ্নিতে পেট্রোল ঢেলে দিয়েছে। সবকিছু শান্ত হলে দেখা যাবে ঐ মন্ত্রী ও সচিবের মাঝে কোন বিরোধ নেই। যেসব নিরীহ কর্মচারীদেরকে এই আন্দোলনে ব্যবহার করা হয়েছে তাদের ব্যাপারেও কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। খুব বেশী হলে বলা হবেঃ বড় বড় মক্কেল ধরে আনো তোমরাও ভাগ পাবে। এভাবেই ভাগাভাগি করে দেশটি আজ সর্বসান্ত করছে যারা তারাই আবার গলাবাজি করে আন্দোলন করে ভবিষ্যতের রাস্তা পরিস্কার করছে। খালেদা জিয়ার সরকারের দ্বিতীয় টার্মের মন্ত্রীদের দিয়ে সচিবদের তেমন কোন স্বার্থ আদায় হবে না এই সত্য তার দ্রুত উপলব্ধি করতে পারায় ক্ষিপ্রতার সাথে সচিবালয় অচল করে দেয়। তবে সব সচিবরাই ঘুষখোর এমন কথা বলা ঠিক নয়। সৎ সচিবের সংখ্যা অবশ্য নগণ্য। ১৯৯৬ সন সকলের স্বরূপ উদঘাটনে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ শতাব্দীর বাকী বছর কটিই হয়তো ঠিক করবে একবিংশ শতাব্দীতে এই ১২ কোটি মনুষ্য (তখন জনসংখ্যা হবে আরো বেশী) সমাজের কি হবে। জনতার কণ্ঠে নিশ্চয়ই আবার উচ্চারিত হবে স্রষ্টার নিয়মের প্রতিধ্বনি।

সচিব বা সরকারী কর্মচারীরা রাজনীতি করতে পারেন না ও কোন দলের সাথে মিলে সরকার হটানোর তৎপরতা রীতিমতো বেআইনী ও দণ্ডনীয় অপরাধ। এ কথা গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের ১৯৯৬ সনের ২ এপ্রিলের বক্তৃতায়। তিনি সকল সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবদের উদ্দেশ্য বলেনঃ

" He (Chief adviser Mohammad Habibur Rahman) said the elected government would have full control over administraton as per the constitution and law. All the employees of the executive branch of the republic will assist the government with allegiance, honour and sincerety he said..... The employees will have to maintain continuty from the beginning to the end until an elected government is changed or replaced as



www.pathagar.com

per law..... There was no scope for a government employee to express solidarity with any person or with any organised group outside the constitution, law and elected government, he said. "Do not do anything suddenly off guarded by the influence of any recent phenomenon as a result of which there will be coloissal loss for the country" the Chief adviser advised. He said political questions which needs to be solved within the country should be solved by the elected representatives." (The Independent. 3/4/96. pp. 1, 8)

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার এ বক্তব্য থেকে পরিস্কার যে, ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের শেষ দিন গুলোতে সচিবদের নেতৃত্বে কিছু সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকার উৎখাতের জন্য প্রকাশ্য রাজনীতিবিদদের সাথে মিলে দেশ ও জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাদের এরূপ প্রকাশ্য দলীয় রাজনীতি করার কোনই অধিকার নেই। তাদের তৎপরতা ছিল বেআইনী ও দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু সচিবদের এসব বেআইনী কাজের বিচার করবে কে? নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে এদের বিচার করা সম্ভব নয়। একদিকে বি এন পি এসব সচিবের বিচার ও অপসারণ দাবী করছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগ এদের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখে চলেছে ক্রমাগতভাবে।

এভাবেই আমাদের দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দলীয় সরকারও পারে না। কারণ তারা ক্ষমতা হারানোর ভয় পায়। আর নির্দলীয় সরকার পারছে না, কারণ তার হাত অত্যন্ত দুর্বল এবং ক্ষমতা খুবই সীমিত। ফলে সচিবরা প্রকাশ্যে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টিতে আগের মতই সাহস পাবে। ভবিষ্যতে যে দলই ক্ষমতায় আসুন না কেন বা সরকার গঠন করুক না কেন, তাদেরকে এই সমুহ বিপদ আপদ নিয়েই চলতে হবে। আর দেশের জন্য এই ধরনের ঘটনা যে কোন মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা বিনষ্ট হতে পারে। (বিক্রম, ১৫ এপ্রিল, '৯৬)



www.pathagar.com

# প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ারা
## বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে খালেদা জিয়ারা প্রজাতন্ত্রের সংবিধান, সাধারণ আইন, সভ্যবোধ তছনছ করে দিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রের অর্থ সাধারণ মানুষের ক্ষমতা এবং সভ্যবোধের সংরক্ষণ ঃ এই বোধের বদলে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছে দলের কর্তৃত্ব, দলের কর্তৃত্বের মধ্যে স্থাপন করেছে বিশেষ বিশেষ পরিবারের কর্তৃত্ব, আর দল ও পারিবারিক কর্তৃত্বের পাহারাদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে ছাত্রদলের সশস্ত্র বর্বরতা। রাষ্ট্র পরিচালনায় বিএনপি সংবিধান লঙ্ঘন করেছে বারংবার, সাধারণ আইন উপেক্ষা করেছে বারংবার, সভ্যবোধ নষ্ট করেছে বারংবার। নির্বাচিত সরকারের একটিমাত্র অর্থ প্রতিষ্ঠা করেছে বিএনপি ঃ নির্বাচিত সরকার পাঁচ বছরেরর জন্য দায়বদ্ধহীন। পাঁচ বছর পর যদি নির্বাচন আসে তাহলে নির্বাচনের ওপর আবার সশস্ত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নীতি প্রশাসন, পুলিশ সবকিছুকে ব্যবহার করতে হবে, আবার যাতে পাঁচ বছরের জন্য দায়বদ্ধহীনতা তৈরী করা যায়। সে জন্য বিএনপির পনেরোই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠানের মরিয়া প্রচেষ্টা। নির্বাচন তো একটি প্রকাশ্য ঘটনা, সেই প্রকাশ্য ঘটনার

ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছে বর্জন, প্রত্যাখ্যান, প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে। সাধারণ মানুষ এই নির্বাচন বর্জন করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রতিরোধ করেছে আর বিএনপি এই নির্বাচনকে 'বৈধ' বলে ঘোষণা করেছে। ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল জোড়া এই প্রকাশ্য অন্যায় সাধারণ মানুষ মানেনি। এই অন্যায় পর্দার অন্তরালে ঘটেনি, প্রকাশ্যে ঘটেছে। বিএনপির ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। সাধারণ মানুষের আছে। পাঁচ বছর দায়বদ্ধহীন রাজত্ব করার পর বিএনপির মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ লোপ পেয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ক্রিয়াশীল। সেজন্যই সকল সশস্ত্রতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের পক্ষে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জোড়া এই অন্যায় মানা সম্ভব হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের অন্তর্গত নাগরিক সমাজ, নারী সমাজ, শিক্ষক সমাজ, ব্যবসায়ী সমাজ, উন্নয়নকর্মী সমাজ, কৃষক সমাজ, শ্রমিক সমাজ, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী সমাজ- সবাই সম্মিলিতভাবে অন্যায়কে প্রতিরোধ



www.pathagar.com

করেছে এবং খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটিয়েছে। এ হচ্ছে খালেদা জিয়াদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ।

খালেদা জিয়ারা পাঁচ বছর ধরে একটা ব্যবস্থা তৈরী করেছেন। এই ব্যবস্থার মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেছেন খালেদা জিয়া এবং বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং তাদের যুবক সহযোগীরা। এই ব্যবস্থাটি হচ্ছে ঃ দায়দবদ্ধহীনতা। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দায়বদ্ধহীন ব্যবস্থা তৈরী করা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দায়বদ্ধহীনতাকে চূড়ান্ত করে তোলা। উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ ক্ষমতায় থাকা এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য লুন্ঠনের সহযোগী তৈরী করা। লুন্ঠনের সহযোগী হিসাবে বাছাই করা ছাত্র ও যুবসমাজকে। এই কৌশল বাস্তবায়িত করার জন্য তারা নগ্নভাবে ব্যবহার করেছেন সরকার ও প্রশাসনকে। সরকারকে করেছেন দায়বদ্ধহীন এবং প্রশাসনকে করেছেন আজ্ঞাবহ যন্ত্র।

বিএনপি নেতৃত্ব সরকারের মাধ্যমে পাঁচ বছর রাষ্ট্রকে লুন্ঠন করেছে এবং প্রশাসনের মাধ্যমে বিএনপি পন্থী ছাত্র ও যুবকদের লুন্ঠনের সহযোগী করেছে। খালেদা জিয়ার পরিবার খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে ১৩ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছে এবং লগ্নীকৃত টাকার পরিমাণ ৩শ' কোটি টাকা, অথচ জিয়া এবং খালেদার দুই পরিবারই দরিদ্র। এই প্রক্রিয়ায় খালেদা জিয়ারা বাংলাদেশের একটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক সর্বনাশ করেছে। ক্ষেত্রটি হচ্ছে ঃ শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি ছাত্রসমাজ তৈরী করা হয়েছে, এই সমাজ লুন্ঠনের স্বাদ পেয়েছে। তাদের অবাধে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, গুলিবাজি, বোমাবাজি করার সুবিধা দেয়া হয়েছে। বিনিময়ে তাদের একমাত্র কর্তব্য বিরোধী সাধারণ মানুষকে প্রতিহত করা। তাদের সশস্ত্র করা হয়েছে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষদের প্রতিহত করার জন্য। তারা থাবা বিস্তার করেছে দোকানে-বাজারে, বাস টার্মিনালে, ফেরি টার্মিনালে, তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে কন্ট্রাকটারিতে, কালোবাজারিতে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মূল্যবান মাস নষ্ট হয়েছে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সন্ত্রাসের জায়গায় পর্যবসিত হয়েছে। এরা নকল করে পাস করেছে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চাকরিতে প্রবেশ, কমিশন এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে। লেখাপড়া না করেও যদি সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া যায় তাহলে লেখাপড়ার দরকার কি। সন্ত্রাস করে যদি গ্রেফতার এবং শাস্তি না পেতে হয় তাহলে সন্ত্রাসের মতো মজার খেল আর তো কিছু নেই। সচিবালয়ের কর্মকর্তা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, দোকানদার, পাড়া এবং



www.pathagar.com

মহল্লার লোকজন সবাই ছাত্রনামধারী এই যুবকদের থাবার অধীন, এসব যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে, এরা আইন এবং আইনরক্ষকদের উর্ধে। সে জন্য বিএনপির পাঁচ বছরের শাসনে আইনের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে এবং আইনরক্ষকরা উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়েছে। পাঁচ বছরে বিএনপি একটি নিষ্ঠুর সত্য প্রতিষ্ঠিত করছে ঃ আগ্নেয়াস্ত্র হচ্ছে আইন, সন্ত্রাস হচ্ছে শাসন করার পদ্ধতি, লুণ্ঠন হচ্ছে সম্পদ, বানাবার সহজ রাজত্ব করা, সংবিধান রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে পাঁচ বছর পর থেকে সকল বিরোধিতা জবরদস্তি করে উচ্ছেদ করা, উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে অবাধে লুণ্ঠন করা।

অথচ মূল্যবোধ হিসাবে শিক্ষা, সাক্ষরতার বোধ শক্তিশালী করার উপায় হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট করা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সভ্যতার বিরুদ্ধে অপরাধ, মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধঃ এই বোধ বিএনপি নেতৃত্বে কখনো কাজ করেনি। একটি প্রজন্মকে মূর্খ করার মধ্যে যে বর্বরতা আছে এই বোধ বিএনপি নেতৃত্বে নেই। সেজন্য খালেদা জিয়ার অবিস্মরণীয় উক্তি ঃ বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার জন্য ছাত্রদলই যথেষ্ট; নাজমূল হুদার ঐতিহাসিক উক্তি ঃ ছাত্রদলের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছি, ছাত্রনেতা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমানের সন্ত্রাসীসহ সচিবালয়ে প্রবেশ এবং কর্মচারীকে প্রহার এবং ছাত্রদলের সিগনেচার টিউন ঃ হৈ হৈ রৈ রৈ বিএনপির মানসিকতার পরিচায়ক। বিএনপি কোনকিছু মানে না, কোন শালীনতা নয়, কোন শোভনতা নয় হৈ হৈ রৈ রৈ করে কি, সন্ত্রাস করে কি সরকার পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপরিচালনা করা যায় ? একটা দক্ষতাহীন সশস্ত্র সমাজ, একটা দক্ষতাহীন লুণ্ঠনকারীদের সমাজ, একটা দক্ষতাহীন অনুৎপাদক সমাজ বিএনপি তৈরী করতে চেয়েছে। এই সমাজ নিয়ে গৌরব করার কিছু নেই, এই সমাজ সম্বল করে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। পড়াশোনা নষ্ট করলে এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় জ্ঞানকে স্বীকৃতি না দিলে যা হয়, যা হতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন খালেদা জিয়া ৩১ শে মার্চ বিএনপি কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত জনসভায়। হৈ হৈ রৈ রৈ করে তিনি বলেছেনঃ বাংলাদেশকে সিকিম বা ভুটানের মতো ভারতের করদরাজ্য বানাতে দেয়া হবে না। পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব করে খালেদা জিয়া জানেন না ভারতের সঙ্গে সিকিমের সম্পর্ক কি এবং সার্কের চেয়ারপার্সন হওয়া সত্ত্বেও খালেদা জিয়া জানেন না ভুটানের রাষ্ট্রনৈতিক সত্তা কি! সিকিম ভারতের অন্তর্গত একটি দেশ এবং ভুটান একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। ৩১ শে মার্চ এই স্মরণীয় উক্তি করেছেন খালেদা জিয়া এবং ৫ এপ্রিল একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এই নেতৃত্ব নিয়ে কি



www.pathagar.com

আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালনা করা সম্ভব ? এই নেতৃত্বের পক্ষে কি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব ? জ্ঞানহীন হলে মানুষের ঔদ্ধত্য বাড়ে এবং লজ্জাবোধ খসে যায়। ঔদ্ধতা এবং লজ্জাহীনতাই স্বৈরতন্ত্র; খালেদা জিয়ারা তা-ই; ক্ষমতা সর্বস্বতা, লজ্জাহীন ঔদ্ধত্য এবং অসার দাপট হচ্ছে বিএনপির চরিত্র।

এই বোধ থেকে বিএনপি এবং খালেদা জিয়ারা সরকার এবং সাধারণ মানুষের সংজ্ঞা তৈরী করেছে। সরকার হচ্ছে ক্ষমতা, সরকারী কর্মচারী হচ্ছে ঘরের চাকর-বাকর এবং সাধারণ মানুষ হচ্ছে দাপটের সঙ্গে ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্র। খালেদা জিয়াদের এই সংজ্ঞা সাধারণ মানুষ আস্তকুড়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত খালেদা জিয়া এবং বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং ছাত্রদল নেতারা হুঙ্কার দিয়েছে সেজন্য হত্যার, তহ্যার, এবং হত্যার যারা করতে পারবে তাদের পুরস্কারের। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে টার্গেট করেছেন একজনকে ঃ ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীরকে এবং সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে টার্গেট করেছেন ২০০ ব্যক্তিকে। একজন ডঃ আলমগীর এবং ২০০ ব্যক্তিকে হত্যা করলেই কি হে খালেদা জিয়া, হে বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ প্রজাতন্ত্র থেকে বিদ্রোহের বোধ, সভ্যতার বোধ, মনুষ্যত্বের বোধ উচ্ছেদ করা যাবে ? ইয়াসমিনকে দিনাজপুরে হত্যা করা হলো। খালেদা জিয়া, বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ চুপ। পাঠ্যবই স্কুলের ছাত্রদের হাতে পৌঁছল না। খালেদা জিয়া, বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ চুপ্তারা মুখ খুলেছেন এখন প্রজাতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত একজন সচিব এবং সভ্যতার প্রতি অনুগত ২০০ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য। হায়রে বিএনপি এবং বিএনপির নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব একই সঙ্গে ভারতের সেবাদাস এবং পাকিস্তানের হুকুমবরদার। ক্ষমতায় থাকার জন্য এই নেতৃত্ব ভারতের কাছে বাংলাদেশের বাজার বিকিয়ে দিয়েছে এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য এই নেতৃত্ব পাকিস্তানের গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে দেশের সার্বভৌমত্ব তুলে দিয়েছে। প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত দাপট প্রতিষ্ঠাই খালেদা জিয়াদের মনোবাসনা। মানুষ হত্যা করে কি গণতান্ত্রিক হওয়া যায়, কখনো, কোন কালে ? ক্ষমতার উদগ্র লোভ কি মানুষকে মানবিক করে কখনো, কোন কালে ? মিথ্যাকে মানুষ সত্য বলে কি বিশ্বাস করে কখনো, কোন কালে ? খালেদা জিয়ারা নিজেরাই নিজেদের মুখ থেকে মুখোশ খুলে ধরেছেন। তাদের মুখ নিষ্ঠুর, তাদের মুখোশ প্রতারক। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ এপ্রিল, '৯৬)



www.pathagar.com

# গণ চাকরের রাজনীতি ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

## কাজী রিয়াজুল ইসলাম

রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মীর কর্মক্ষেত্র, কর্মের ধারা এবং দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মীর একই প্লাটফর্মে এসে একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়াটা নিতান্তই অন্যায়। একই সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ। দেশে যখন যে সরকার ক্ষমতায় বসে তখন সেই সরকার দেশ পরিচালনার নিয়মনীতি নির্ধারণ করে সরকারি অফিস-আদালতের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে। আজ যে নিয়মনীতি দেশে প্রচলন আছে কাল অন্য কোনো রাজনৈতিক দল সরকারের ক্ষমতায় বসে তা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করতে পারে। সরকারি কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব, যখন যে সরকার ক্ষমতায় বসবে তার নীতি ও আদেশ মেনে চলা। কোনো সরকারি কর্মী ব্যক্তিগতভাবে সেই নিয়মনীতি পছন্দ করুক বা নাই করুক।

সরকারি কর্মীরা সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কাজকর্ম করতে পারবে না এটা সরকারি সার্ভিস রুলে স্পষ্টই বলা আছে। তথাপি বলবো, সরকারি কর্মীরা তাদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল বা আন্দোলন করলে তা মেনে নেয়া যায়। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারি কর্মীরা যদি সরকারের কোনো নীতি আদর্শ পছন্দ না করে তবে তারা সম্মিলিতভাবে সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদের অভিমত সরকারের কাছে পেশ করতে পারে। সরকার যদি তাদের কথা মূল্যায়ন না করে তবে সেই ক্ষেত্রেও সরকারি কর্মীরা একজোট হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে তাও মেনে নেয়া যায়; তবে কথা হল এক্ষেত্রে সরকারি কর্মীরা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এই আন্দোলন করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ বলবো, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পরই মুজিব সরকার মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের রেডিও-টেলিভিশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত নিষিদ্ধ করেছিল। প্রথমত রেডিও-টেলিভিশনের সরকারি কর্মীরা মুজিব সরকারের এ আদেশ মেনেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর এই সরকারি কর্মীরা যখন বুঝলেন যে, মুজিব সরকার এদেশের মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করবার পদক্ষেপ নিচ্ছে তখন তারা বিবেকের তাগিদে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করলো



www.pathagar.com

স্বতন্ত্রভাবে। এক্ষেত্রে তারা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সাহায্য গ্রহণ করেননি। তাদের এ আন্দোলন করাটা সার্থকও হয়েছিল। তাই রেডিও-টেলিভিশনে পুনরায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুরু হলো।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারের ক্ষমতায় বসে। কিন্তু সরকারি কর্মীরা তাদের স্ব আসনেই বসে থাকেন। এবং যখন যে সরকার, ক্ষমতায় বসে তার হুকুম মেনে চলেন। তাই বলবো-সরকারের হুকুম মেনে চলা মানে সরকারি দলে, যোগদান করা নয়। কেননা কোনো দলে যোগদান করা মানে শুধুমাত্র সেই দলেরই আনুগত্য স্বীকার করা, তাই সেই দল সরকারের ক্ষমতায় থাকুক বা নাই থাকুক। কিন্তু সরকারি কর্মীদের নির্দিষ্ট কোনো দলের প্রতি আনুগত্য করবার সুযোগ নেই। সরকারি কর্মীরা তো আজ যে দল ক্ষমতায় আছে তার হুকুম মেনে চলেন কিন্তু কাল সেই দল ক্ষমতায় না থাকলে তার হুকুম মানেন না। তাই কোনো যুক্তিতেই একথা বলা যাবে না যে, সরকারের হুকুম মেনে চলা মানে সরকারি দলে যোগদান করা। কোনো সরকার যদি সরকারি কর্মীদের সরকারি দলে যোগদান করতে বলে তাহলে সরকারি কর্মীদের উচিত তা মেনে না নেয়া। এমন ঐতিহাসিক নজির বাংলাদেশের সরকারি কর্মীরা স্থাপন করেছেন। মুজিব সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে নির্মমভাবে তহ্যা করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাক্‌শাল কায়েম করেছিল। এই অবৈধ অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল বাকশালে উর্ধ্বতন সরকারি কর্মীদের যোগ দেয়ার জন্য সরকার কর্তৃক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক সরকারি কর্মী জীবনের ঝুঁকি নিলেন কিন্তু তথাকথিত বাকশালে যোগদান করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়াননি। সরকারি কর্মীদের রাজনৈতিক অঙ্গনে নিরপেক্ষ থাকার এই ইতিহাস সোনালী অক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।

প্রতিটি দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে। প্রত্যেক মানুষই অন্তত পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক। সরকারি কর্মীরাও এর উর্ধ্বে নয়, অনেক সময় একই অফিস-আদালতের সহকর্মীরা একে অন্যের সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি কর্মীদের মধ্যে একের সাথে অন্যের মতের অমিল দেখা দেয়। কিন্তু বিবেচক সরকারি কর্মীদের এটা কোনো সমস্যার বিষয় নয়। কারণ তাদের এই আলাপ-আলোচনা একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ের এবং যা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে তাদের এই ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা রাজনৈতিক অঙ্গনে



www.pathagar.com

কিংবা অফিস-আদালতের পরিবেশের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। সরকারি কর্মীদের এই রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার কারণে তাদের মধ্যে হিসংসা-বিদ্বেষ দেখা যায় না। সবাই মিলেমিশে পাশাপাশি বসে কাজ-কর্ম করেন এমনকি একই সাথে চা পান করেন। সরকারি কর্মীদের এই রাজনৈতিক আলোচনা নিতান্তই সময় কাটানোর জন্যে, একঘেয়েমি দূর করার জন্যে। অনেক ক্ষেত্রে স্রেফ আনন্দ উপভোগ করার জন্যেই হয়ে থাকে। আর, তাইতো তারা আলোচনার উপসংহারে একথাই বলেন যে, 'আরে ভাই চলতো যে যার কাজ-কর্ম করি। যে দল পারুক ক্ষমতায় আসুক তাতে আমাদের কি, যে দল ক্ষমতায় যাবে আমরা তার গোলাম'।

সরকারি কর্মীরা যদি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তাহলে হাজারো ঝামেলার সৃষ্টি হয়। কোনো একটা সরকারি দফতরের সব কর্মীই একই রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন। ফলে কোনো সরকারি কর্মী যদি তার প্রিয় দলের পক্ষ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন তাহলে তার মতো অন্যান্য সহকর্মীরাও স্ব স্ব প্রিয় দলের পক্ষ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে জড়িয়ে পড়তে চাইবেন। ফলে সরকারি কর্মীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হবে এবং সরকারি কর্মীরা স্ব স্ব দলের পক্ষে গুণগান গাইতে অফিসের চেয়ার ছেড়ে রাজনৈতিক মঞ্চে এসে দাঁড়াবেন। ফলে অফিস-আদালতে কাজ-কর্মে ভাটা পড়বে। বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মী যদি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন আর তার অধীনস্থ সহকর্মীরা যদি সেই কর্মকর্তার সাথে ঐকমত্য পোষণ না করেন তাহলে তো অবস্থাটা আরো ভয়াবহ হবে। সেই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা চাইবেন তাঁর মতের বিপক্ষে যাওয়া কর্মীদের কিভাবে কারণে-অকারণে নাজেহাল করা যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক অঙ্গনের মতো অফিস পাড়ায়ও উত্তপ্ত পরিবেশ বিরাজ করবে যা দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। এ প্রসঙ্গে আরো একটু বলবোযে, সাধারণ জনগণ স্ব স্ব রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে স্ব স্ব রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলকে আপন ভাবলেও দল মত নির্বিশেষে সব জনগণ যেকোনো সরকারি কর্মী ও সরকারি অফিস-আদালতকে আপনভাবে ও একই দৃষ্টিতে দেখে। তাই দেখা যায়, কোনো সরকারি কর্মীর বিপদ-আপদে কিংবা কোনো সরকারি অফিস দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত হলে দল-মত নির্বিশেষে সব জনগণই যথাসাধ্য চেষ্টা করে আক্রান্ত সরকারি কর্মী বা সরকারি অফিস-আদালতকে রক্ষা করার।



www.pathagar.com

কোনো সরকারি কর্মী কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হলে ভিন্ন দলের সাধারণ জনগণ তাকে অবশ্যই অবমূল্যায়ন করবে, তাকে এড়িয়ে চলবে, বিপদ-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা তো করবেই না বরং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতি করারই চেষ্টা করবে। কোনো সরকারি কর্মী কোনো রাজনৈতিক দলে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়লে সে তারই রাজনৈতিক মতে বিশ্বাসী সাধারণ লোকজনকেই সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করবে এবং অন্যদেরকে দূরে ঠেলে দিবে যা মহা অন্যায়। কারণ সরকারি কর্মীদের উচিত দল-মত নির্বিশেষে সব জনগণকেই সেবা করা। তাই কোনো সরকারি কর্মীর সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই। সরকারি কর্মীরা যাতে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে না পারে সে জন্য কঠোর থেকে কঠোরতম আইন প্রণয়ন করা উচিত। কোনো সরকারি কর্মীর সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে অফিস-আদালতের পরিবেশ নোংরা করে দেশ, জাতি ও সমাজের ক্ষতি করার অধিকার নেই। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সরকারি কর্মীদের সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনৈতিক দলে অবস্থান নেয়াটা হলো দেশ, জাতি ও সমাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর।

পরিশেষে বলবো, ইতহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌলার পতনের একমাত্র কারণ ছিল মীরজাফর-জগতশেঠসহ কতিপয় সরকারি কর্মীর সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করে শত্রু পক্ষকে সহযোগিতা করা। তবে মজার ব্যাপার হলো, যেসব সরকারি কর্মীরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নবাব সিরাজদৌলা তথা সরকারের বিপক্ষে গিয়ে বিরোধী শক্তি তথা বৃটিশ শক্তির পক্ষ নিয়েছিল সেই বৃটিশই তাদের সাহায্যকারী সেই সমস্ত সরকারি কর্মীদের অনেককেই নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এর কারণ হলো বৃটিশ শক্তি ভেবেছিল এসব সরকারি কর্মী যদি একটা বৈধ সরকারের বিপক্ষে গিয়ে পতন ঘটাতে পারে স্বার্থের মোহে তাহলে ভবিষ্যতে অধিক স্বার্থের মোহে যে তারা পুনরায় বৃটিশের বিপক্ষে যাবে না এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। যুক্তির বিচারে বলতে হয় যে, যথার্থই বিবেচকের মতো কাজ করেছিল বেনিয়া বৃটিশ শক্তি। ইতিহাসের এই ঘটনা থেকে সরকারি কর্মীদের অনেক কিছুই শিক্ষার আছে বলে মনে করি।



www.pathagar.com

# প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ন্যায়-অন্যায়
## মুনতাসীর মামুন

গত কয়েকদিনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যতটা না শেখ হাসিনা বা বেগম জিয়া তার চেয়েও বেশি সরকারী কর্মচারীবৃন্দ ও বিএনপি। সরকারী কর্মচারীদের প্রতীক ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর আর বিএনপির প্রতীক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী। বেগম জিয়ার পতনের দিন থেকে জিরো টার্গেট করা হয়েছে ডঃ আলমগীরকে। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির একাংশ প্রায় উন্মত্তের মতো আচরণ করছে। এর কারণটা স্পষ্ট। বিএনপি বা বেগম জিয়া ভেবেছিলেন জনতার মঞ্চ হয়েছে তো কি হয়েছে ? জনতার মঞ্চের লোকজন শহরের একদিকে তাদের কাজ করছে আর শহরের অন্যদিকে আমরা আমাদের কাজ করছি। দেশের অর্থনীতি শেষ তো আমাদের কি ? দেশের মানুষ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে তো আমরা কি করব ? আমরা তো বেঁচে আছি। ভাল আছি। অবস্থা তখন সমান সমান। এরি মধ্যে দুই মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে সরকারী কর্মচারীরা 'দুত্তোর' বলে বেরিয়ে এলেন। বিএনপির মতে, তারা না এলে এসব আন্দোলন ভেস্তে যেত। ব্যাপারটা অবশ্য তেমন নয়। সরকারী কর্মচারীরা বেরিয়ে না এলেও সরকার পতন হতো। তবে হ্যা, আরও রক্তপাত, আরও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো। তাঁরা পতনটা ত্বরান্বিত করেছেন। সাধের লাউয়ের মতো সাধের পার্লামেন্টও তাদের কারণে আর বাজানো গেল না। এই যে ব্যাপারটা এটাই বেগম জিয়া বা তাঁর দল মানতে পারছে না। সে কারণে পত্র-পত্রিকা পড়লে মনে হয়, শেখ হাসিনা নয়, ডঃ মহিউদ্দিন আলমগীরই তাদের প্রধান শত্রু।

সরকারী কর্মচারী বিশেষ করে ডঃ আলমগীরকে এই হুমকি, পত্র পত্রিকার মতে দিয়েছেন ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও পাতি ও মাঝারি কিছু নেতা। যেহেতু ডাঃ চৌধুরী এদের অন্যতম তাই তাঁর নামটাই বার বার আসছে। হ্যা, অন্য কোন চৌধুরী নন, আমাদের প্রিয় সেই ডাক্তার সাহেব। অনেকেই বলতেন, বিএনপিতে সজ্জন যদি কেউ থাকেন তাহলে তিনি হলেন ডাক্তার সাহেব। সংস্কৃতিবান যদি কেউ থাকেন তাহলে তিনিই। গত পাঁচ বছর তিনি প্রায় নিভৃতে থেকেছেন হঠাৎ মাস কয়েক আগে থেকে তিনি এমন সব কথা বলছেন যে, মানুষজন স্তম্ভিত, অতঃপর বীতশ্রদ্ধ। কারণ, আমরা ডাঃ চৌধুরীকে কখনই শাহ মোয়াজ্জেম বা ব্য.না. হুদার ভূমিকায় দেখতে চাইনি। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের



www.pathagar.com

ধারণা, একটা বয়সের পর রাজনীতি কেন, কোন কর্মেই থাকা উচিত নয়। অনেকের মতে, সুখ্যাতি গড়ে তুলতে লাগে এক জীবন, নস্যাতে এক মিনিট। অনেকে আবার ভাবছেন, এটিই হচ্ছে আসল রূপ যা এতদিন লুকানো ছিল হাসির আড়ালে। যাক বিশেষজ্ঞ আলোচনা। ৩০ মার্চ ডাঃ চৌধুরী বিএনপি মঞ্চ থেকে হুংকার দিলেন– "এই মঞ্চ থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে উল্লিখিত সচিবদের পদত্যাগ দাবি করা হচ্ছে। কারণ তারা প্রশাসনে তাকলে আগামী নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না।" [সংবাদ-৩১.৩]

কিশোর বিএনপিদের জোশ আরও বেশি। একজন পিন্টু বলেন, "ফারুক সোবহান, মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সৈয়দ মহিউদ্দিন, ফেরদৌসী মজুমদার প্রমুখের ফাঁসি চাই।" [ঐ]। বিএনপি নেতৃবৃন্দ আরও বলছেন, এরা সরকারী কর্মচারীদের চাকরি বিধি লঙ্ঘন করেছেন। সুতরাং তাদের শাস্তি বাঞ্ছনীয়। বেগম জিয়াও মোটামুটিই একই মত পোষণ করেন বলে পত্র-পত্রিকায় দেখেছি। এর পরই গুলি করা হয় ডঃ আলমগীরকে লক্ষ্য করে।

সরকারী কর্মচারী ও ডঃ আলমগীরের বিরুদ্ধে এই ক্রোধের কারণ– বিএনপি দল ও সরকার এক করে ফেলেছিল। মধ্যযুগে সামন্তবাদরা যেমন মন্ত্রী ও ভৃত্যের মধ্যে তফাৎ করতে পারত না, বিএনপিও ঠিক তাই করেছে। সুতরাং সরকারী কর্মচারীরা বেরিয়ে আসবেন বা অন্য ভাষায়, চাকর সাহেবের কথা শুনবে না– এ কেমন বেয়াদ্দবি! এটিই ক্রোধের কারণ।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা আইন ভঙ্গ করেছেন না বাড়াবাড়ি করেছেন সে বিষয়ে পরে আসছি। সবার আগে পাঠক, একটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রতি প্রযোজ্য বিধি-বিধান সত্যিকারভাবে প্রথম ভেঙ্গে ছিলেন প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি পরে জোর করে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন এবং বিএনপি সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী থাকাকালীন অবস্থায় তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করেছিলেন যা আর্মি এ্যাক্ট ও সংবিধান অনুযায়ী পারেন না। নিজেকে যখন লেঃ জেনারেল পদে উন্নীত করেন তখনও গেজেট নোটিফিকেশনে কারচুপি করা হয়েছিল। ঐ সময়ের কাগজপত্রে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। আবার তাঁকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তার প্রিয় সঙ্গী ডাঃ চৌধুরী নেতার লাশ ফেলে পালিয়েছিলেন। মুশকিল হলো আমরা সব ভুলে যাই। সে কথা বাদ দিই বাংলাদেশে যে এতবার সেনাবাহিনী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে স্রেফ অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করল, চৌধুরী সাহেবরা তখন



www.pathagar.com

হুংকার না দিয়ে বাসায় বসেছিলেন কেন ? কোন বিচারকও তো তখন উচ্চ বাচ্য করেননি। কারণ তারা সশস্ত্র, ডঃ আলমগীররা নিরস্ত্র।

প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র লিখেছে, সরকারী কর্মচারীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে বেরিয়ে এসেছেন। হ্যাঁ, ডঃ আলমগীর নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৯৯০ তেও দিয়েছিলেন। কিন্তু, ৩৪ জন সচিব যে ২৮ মার্চ তখনও নির্বাহী প্রধান, বেগম জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানালেন তার কি হবে ? প্রতিটি জেলায় ডিসি ও বিভাগে কমিশনাররা কমিটি করে মানুষের পক্ষে চলে এলেন তার কি হবে ? সবাই তো একই দোষে দোষী। যদি মুরোদ থাকে, ৯৫ ভাগ সরকারী কর্মচারীর বরখাস্ত দাবি করেন।

অনেকে বলেছেন, সরকারী কর্মচারীদের এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক হয়নি। যাঁরা এসব বলেন, তাঁরা কখনও রাস্তায় নামেননি, কোন আন্দোলনে তাঁদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিও হয়নি আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা তাদের স্পর্শও করে না। একটা কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়, বেরিয়ে আসার আগে, বস্তুত ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের পর থেকে সরকারী কর্মচারীরা বিভিন্নভাবে সরকারকে অনুরোধ উপরোধ-করেছেন। কিছুই হয়নি। আইয়ুবুর রহমান বা সফিউর রহমানের মতো আমলা যারা এত বেশি সরকারী যে, সচিবালয় ছাড়া বাইরে কেউ তাঁদের নামও জানে না, বা ফারুক সোবহান– এরা যে হঠাৎ কেন ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে এলেন, বিএনপি নেতৃবৃন্দ কি কখনও তা খতিয়ে দেখেছেন? ডঃ আলমগীর না হয় চিহ্নিত কিন্তু ডঃ আলমগীরের প্রভাব কি এতই বিশাল যে, বাংলাদেশের সমস্ত কর্মচারী তার কথায় চলেন ? না, তা নয়।

সরকারী কর্মচারীরা ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর থেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। কারণ, সাদেকালি নির্বাচনের ব্যাপারে তাদেরই দোষারোপ করা হচ্ছিল। তারা যখন সরকারী প্রতিকারের আশায় তখনই ঘটে আমানউল্লাহ ঘটনা। ইতিহাসে যেমন পড়েছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল সারায়েজেভোর ঘটনা, তেমনি সরকারী কর্মচারীদের সচিবালয় ত্যাগ তথা বিএনপির পতনের তাৎক্ষণিক কারণ ঐ আমানউল্লাহ ঘটনা। শেষ মুহূর্তেও সরকার আমানউল্লাহ ঘটনার বিহিত না করে ১৪৪ ধারা জারি করে ও কর্মচারীদের বরখাস্তের হুমকি দিতে থাকে। ছাত্রদল ঘোষণা করে, কালো তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের যেখানে যাবে সেখানেই তাদের শায়েস্তা করতে। তা সরকারী কর্মচারীরাও তো মানুষ। তাদের আত্মীয়-স্বজন, রাস্তায়, তারা তো শুধু কর্মস্থল ত্যাগ করে মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে, এর বেশি কিছু নয়। আসলে বিএনপি গত কয়েক বছর, বিশেষ করে শেষ সময়ে যে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে তা বিরল। এখনও যে বিভিন্ন জনকে হুমকি দেয়া হচ্ছে তারও ভিত্তি সেই ঔদ্ধত্য। এর জবাব, আমি বলব ভয়ঙ্কর হতে পারত। কিন্তু, বিরোধী দল ও সরকারী কর্মচারীরা এক্ষেত্রে অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার করেছে। তাছাড়া বেগম



www.pathagar.com

জিয়া কি ১৯৯০ সালে ডঃ আলমগীরকে অভিনন্দন জানাননি ? অবশ্য বেগম জিয়া এখন বলছেন, ঐ সময় এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। তার পর্যায়ের একজন যদি সঠিক তথ্য না দেন তা হলে আর কি বলব, দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া। তবিবুল ইসলাম বাবু দৈনিক সংবাদে এক চিঠিতে লিখেছেন – নব্বই সালে সরকারী কর্মচারীরা অভিনন্দিত হন আর ছিয়ানব্বই সালে নিন্দিত, অপমানিত। "কি বিচিত্র নিয়ম! নব্বইতে .... বেআইনী কার্যকলাপ থেকে সরকারী চাকরিজীবীদের কেন নিবৃত্ত করেননি ? ..... নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগাতে আপনাদের এত ক্রোধ।" মূল কথা – এরশাদ বা শেখ হাসিনার বিরোধিতা করা যেতে পারে, কিন্তু বেগম সাহেবেবার–নৈব নৈব চ। ভাবটা এমন যে, বাংলাদেশ, এর সরকার তো তাদের ইজারা দেয়া হয়েছে।

আমলাদের নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই। আমরাও কখনও তা করিনি। সরকার তারা বহুদিন নিয়ন্ত্রন করেছে। কিন্তু তাঁতে রাষ্ট্রের সম্পদ বাড়েনি, বরং নিজেদের সম্পত্তির বিস্তৃতি ঘটেছে। একান্ত বাধ্য না হলে, একজন সরকারী কর্মচারীর পিতাও তাকে কর্মস্থল থেকে নড়াতে পারে না। গত পাঁচ বছর তারা তো 'অনুগত' থেকেছে। কিন্তু, এমন কিছু ঘটেছে এবং ঘটছিল যে তারাও আর চুপ থাকতে পারেনি। গত ৫ বছর বিএনপি তাঁদের যতটা সম্ভব অপমান করেছে, ব্যবহার করেছে, সমস্ত রীতিনীতি ভেঙ্গে দলীয়করণের চূড়ান্ত করেছে। প্রজাতন্ত্রের সরকার তাদের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর মতো আচরণ করেনি। সুতরাং, ১৯৭১ সালে, ১৯৯০ সালে তারা যেমন দেশের প্রতি অঙ্গীকার মেনে সচিবালয় ত্যাগ করেছিলেন, এবারও তাই করেছেন। মহিউদ্দিন আহমদ যেমনটি লিখেছেন– "এতদিন যাঁরা গণবিরোধী ভূমিকার জন্য নিন্দিত হয়ে আসছেন, তাঁরাই এবার জাতির এক সঙ্কটকালে দেশপ্রেমিকের ভূমিকায়, গনতন্ত্রের সৈনিক হিসাবে সামনে এগিয়ে আসলেন। অনন্য, অসাধারণ ভূমিকায় তাঁরা একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন।" সংবিধানের ২০ ও ২১ ধারায় সরকারী কর্মচারীরা যে এমনটি করতে পারেন তার উল্লেখ আছে। ডঃ আলমগীরও বলেছেন– "প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে আমরা গণতন্ত্র ও সংবিধান সমুন্নত রাকতে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ..... আমরা এমন কোন কাজে জড়িত হতে পারি না, যাতে জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়।"

যদি বলেন সরকারী কর্মচারীরা বিদ্রোহ করেছে– বলব ভাল করেছে। কারণ তা সাধারণ মানুষের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। তাঁরা এরশাদ, বেগম জিয়ার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, যদি আগামীতে শেখ হাসিনা কখনও সরকারে আসেন এবং একই কাজ করেন, তাহলেও তাঁরা মানুষের পক্ষে একইভাবে আচরণ করবেন, এটিই আমরা আশা করব (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ এপ্রিল, '৯৬)।



www.pathagar.com

# ডঃ ম, খা, আলমগীরের সমান্তরাল সরকার
## আনিসুর রহমান

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান, পাট সচিব শফিউর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে যে একটি সমান্তরাল সরকার তৈরী হয়েছে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্যে সে বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিরাজ করছে। এই চক্র সক্রিয় থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেষ পর্যন্ত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফল হবেন কিনা, সে বিষয়ে জনমনে যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে। আমরা জানি না, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই চ্যালেঞ্জের গুরুত্ব কতখানি অনুধাবন করেন। কিন্তু ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাম্প্রতিক কীর্তিকলাপ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে তারা যতদিন প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারী হিসেবে দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাবেন ততদিন প্রশাসন নিরপেক্ষ হবে না এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারও অবাধে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবেন না।

সমান্তরাল সরকার বা সমান্তরাল প্রশাসনের কথা বলছি এই কারণে ডঃ ম, খা, আলমগীর ও তার সঙ্গীসাথীরা প্রমাণ করেছেন যে, তারা নির্বাচিত সরকারকে অবজ্ঞা করে টিকে থাকতে পারেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক মহলের ইঙ্গিতে প্রশাসন অচলও করে দিতে পারেন। বি এন পি সরকারের সহনশীলতার সুযোগ মহিউদ্দিন খান আলমগীর নিপুণ কৌশলে প্রকৃতপক্ষে একটি নির্বাচিত এবং বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে 'বেসামরিক ক্যু'র নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি সরকারী কর্মকর্তাদের ব্যাপারে ১৯৭৯ সালের চাকরিবিধি লংঘন করেছেন এবং প্রকাশ্যে একটি রাজনৈতিক দলের মঞ্চে উঠে তাদের পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি একটি বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে একস্ট্রা জুডিশিয়াল রায় দিয়েছেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছেন ও তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছেন। তিনি সংবিধানের অপব্যাখ্যা দিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমিকা সম্পর্কে উত্তেজক কথাবার্তা বলে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয় পরিষদের নেতা সৈয়দ মহিউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা কিছুদিন অচল করে দিয়েছিলেন। সৈয়দ মহিউদ্দিন পরিচয় হচ্ছে, ১৯৯২ সালেও তিনি বি এন পি সরকারের বিরুদ্ধে সচিবালয়ে গোলমাল সৃষ্টি করেছিলেন। ম,খা আলমগীরের রাজনৈতিক আইডেনটিটি তার বক্তৃতা ও বিবৃতি থেকে সুপরিস্ফুট। ১৯৯১ সালের নির্বাচন



www.pathagar.com

তিনি চাকরিবিধি লংঘন করে তার ভাই আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছেন। বি এন পি সরকারের বিরুদ্ধে তিনি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাজ করছেন তার প্রমাণ, তিনি ডিক্টেটর আইয়ুব খানের আমলে চাকরি করেছেন। তিনি এরশাদের সামরিক শাসনামলে চাকরি করেছেন। এসব সরকার অবৈধ বলে তিনি কখনো অভিযোগ উত্থাপন করেননি। প্রজাতন্ত্রের নিতান্ত বশংবাদ কর্মচারী হিসেবে তিনি আইয়ুব, ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব, এরশাদ পর্যন্ত সকল প্রকার স্বেচ্ছাচারী সরকারের অধীনেই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে সার্ভ করেছেন। তখন তিনি কোন মঞ্চে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। বি এন পি সরকার গণতান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন হওয়ায় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করায় এইজাতীয় কর্মকর্তাদের ভারি সুবিধা হয়েছে। ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের ভাতিজা মুনতাসির মামুন একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি সংবাদপত্রে নিয়মিত চাকরি করে যাচ্ছেন। চাচার পক্ষে ভাতিজার লেখা সংবাদভাষ্য হিসেবে একটি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সে সাথে অন্যান্য লেখাও। ম,খা আলমগীর আওয়ামী লীগের নগর সভাপতি এবং আওয়ামী মেয়র মোহাম্মদ হানিফের তৈরী মঞ্চে উঠে জনসমক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর গঠিত সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদকেও অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের একাংশের সবায় তিনি একটি কথা বলেছেন এবং সেসব তিনি এখন পর্যন্ত ফিরিয়ে নেননি বরং বিজয়ী বেশে ঘুরছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন যদি অবৈধ হয়, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ যদি অবৈধ হয় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারির পরবর্তী সরকার যদি অবৈধ হয় তাহলে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা কি থাকে? কারণ, এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই যে, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পাসকৃত কেয়ারটেকার সরকারের বিলের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে। সংবিধানে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ এবং ঐ ভিত্তিতে গঠিত সরকার বৈধ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ম, খা, আলমগীর গ্রুপ এখনো বলছে যে, ১৫ ফেব্রুয়ারির পরবর্তী সরকার অবৈধ। তাতে কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতাও প্রশ্নসাপেক্ষে দাঁড়ায় না? বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শুধু সাবেক প্রধান বিচারপতি নন, তিনি একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, পরিচ্ছন্ন মানুষ এবং আইন বিশেষজ্ঞ। গত ২ এপ্রিল জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছেন যে, সংবিধান, আইন ও নির্বাচিত সরকারের



www.pathagar.com

বাইরে কর্মচারীদের অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সাথে একাত্মতা প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ম, খা, আলমগীর গ্রুপ যে নির্বাচিত সরকার, আইন ও সংবিধানের সংঘন করে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বসে আছে। বিচারপতি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা জানেন যে, পুরস্কৃত বেআইনী কাজ পরবর্তী আইনসিদ্ধ সরকারের আমলে সিদ্ধ হয়ে যায় না। জনগণ জানতে চায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এইসব বিদ্রোহী আমলার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে নতুন নিয়োগ ঘটেছে। প্রধান উপদেষ্টার অনুরোধে বিচারপতি সাদেক রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে পদত্যাগ করেছেন। জাস্টিস জলিলও পদত্যাগ করেছেন। তারা পদত্যাগ না করলেও পারতো। কারণ, বিচারপতি সাদেক আইনসঙ্গত ভূমিকাটি পালন করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুলিশ প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনেও পরিবর্তন আনছেন। জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানও পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু ম, খা, আলমগীর গ্রুপ দেখছি বহাল তবিয়তে আছে। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্যেই বিদ্রোহী কতিপয় আমলা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবশ্যই বৈধ ও সাংবিধানিক সরকার। তাহলে ম, খা, আলমগীরের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গৃহীত হবে না? যেখানে জানা গেছে, পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাথে একাত্ম, সেখানে তার হাতে দেশের পররাষ্ট্রনীতি কি নিরাপদ? ম, খা, আলমগীর হানিফের মঞ্চকে কোন হিসেবে জনগণের মঞ্চ বললেন? তিনি কি নয়া পল্টনের জনসমুদ্রে দেখেননি? ম,খা আলমগীরের অনুসারীরা ভয়ভীতি দেখিয়ে কিছু কর্মচারীকে হানিফের মঞ্চে সামিল করেছে। ম,খা, আলমগীর ঘোষণা দিয়েছেন যে, মেয়র হানিফই একামাত্র নির্বাচিত ব্যক্তি। অথচ মোহাম্মদ হানিফ বি এন পি সরকারের আমলে নির্বাচন কমিশন পরিচালিত ভোটেই নির্বাচিত হয়েছেন। বি এন পি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন যদি নিরপেক্ষ না হবে তাহলে মোহাম্মদ হানিফ, মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখরা নির্বাচিত হলেন কি করে? আওয়ামী লীগ বলেন না কেন সেই নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। কারণ তারা দুটি কর্পোরেশনে জিতেছে। তারা জিতলেই সব ঠিক। ম, খা, আলমগীর হতোমধ্যে জেলা ও থানা পর্যায়ে তার কর্মকতা ও কর্মচারীর সমন্বয় পরিষদের জাল বিস্তৃত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচনী ফলাফল তার সন্তোষমত অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ফেভারে না হলে তিনি আবার প্রশাসন অচল করে দেবার উদ্যোগ নিতে পারেন।



www.pathagar.com

সচিবালয়ে শুরু হবে নতুন করে পুরনো খেলা। ম, খা, আলমগীর ও তার সহযোগীরা একটি নির্বাচিত ও বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তারা নিয়মনীতি লংঘন করে একটি রাজনৈতিক দলের সাথে একাত্ম হয়েছেন। তারা সরকারী প্রশাসনের সকল শৃঙ্খলা ও চেন অব কামান্ড নষ্ট করেছেন। এবং ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ও নির্বাচিত সরকারকে অবৈধ ঘোষণা দিয়ে প্রকারান্তরে এখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অবৈধ বলে চ্যালেঞ্জ দিয়ে চলেছেন? তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করছেন, আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করছেন.....ভাল কথা। কিন্তু প্রশাসনের কেন্দ্রস্থলে যদি আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হন তাদের জন্যেই সমস্যা দেখা দেবে।

এ কারণেই ম, খা, আলমগীর, ফারুক সোবহান, শফিউর রহমান, আইয়ুবুর রহমান এবং তাদের সহযাত্রীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। ম, খা, আলমগীরের নেতৃত্বাধীন সমান্তরাল প্রশাসন তথা সরকার টিকে থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবেন না। নিজেদের বৈধতাও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন না (সাপ্তাহিক জনতার ডাক, ১লা এপ্রিল, '৯৬)।



www.pathagar.com

# গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র

## সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

ছিয়ানব্বই-এর গণআন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বি এন পি নেতৃবৃন্দ বারবার গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্ত-কর্মচারিদের প্রতি আক্রমণ চালিয়ে থাকে। তাদের প্রকাশ্য জনসভায় ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়। এই হুমকির পরপরই দুস্কৃতকারিরা ডঃ আলমগীরকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালায়। দেশবাসীর দোয়া থাকার কারণেই মহিউদ্দিন খান আলমগীর এখনো জীবিত আছেন। অনেকেই ডঃ আলমগীরসহ গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের গণআন্দোলনের সময় জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করাকে পছন্দ করেননি। তাদের মতে এর ফলে গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার মসনদকে চুরমার করে দিয়েছে। যারা মনে করেন যে ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারির অন্যান্য পেশাজীবীর সঙ্গে তথা আপামর জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করার ফলে বি এন পি সরকারের দ্রুত পতন ঘটেছে, তাদের সঙ্গে আমি একমত। ছিয়নব্বই- এর গণঅভূত্থানকে যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মচারী-কর্মকর্তাসহ পেশাজীবীরা রাস্তায় না নামলে। বি এন পির ক্ষমতা ছাড়ার ইচ্ছে ছিলো বলে মনে হয় না। আমাদের দেখতে হবে যে কোন পরিস্থিতিতে বি এন পি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলো। দিনের পর দিন অসহযোগের ফলে দেশ অচল হয়ে পড়েছিলো। দেশের কোনো স্বাভাবিক কর্মকান্ডই চলছিলো না। দেশে বি এন পি সরকার ক্ষমতাশীন ছিলো ঠিকই, কিন্তু দেশ চলছিলো জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে। অর্থ্যাৎ দেশের শাসন ব্যবস্থায় ছিলো বি এন পি, কিন্তু তারা দেশকে সঠিকভাবে শাসন করার ক্ষমতা সম্পুর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলো। বি এন পি সরকার চট্রগাম বন্দরকে সচল করত পারেনি। সচল করতে পারেনি যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে। অন্যদিকে শেখ হাসিনা এদেশের আপামর জনগণের অবিসংবাদিত নেত্রী হিসেবে দেশের দৈনান্দিন কাজ কর্ম- যেগুলো সরকারি নির্দেশে চলার কথা, সেগুলো চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি যথার্থভাবেই আশংকা প্রকাশ করলেন যে, এই রাজনৈতিক



www.pathagar.com

অচলাবস্থা দ্রুত সমাধান না হলে দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হবে। আমরা সকলেই জানি যে, একবার গৃহযুদ্ধ শুরু হলে দেশের কোনো লোকেরই জানমাল নিরাপদ থাকে না। এমন কি তখন কোনো নেতা-নেত্রীও নিজেকে আর নিরাপদ মনে করতে পারবেন না। এমতাবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই দেশের মানুষ নানাভাবে বিভক্তি হয়ে পড়ে একে অপরের ধ্বংস করার খেলায় মেতে ওঠে। এমন অস্বাভবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে শত শত বা হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ মানুষের জীবনহানি থেকে শুরু করে দেশের যে কোনো ধরনের ক্ষতির আশংকা থাকে। গৃহযুদ্ধের সময়কার সবচেয়ে ভয়ের কারণটি হলো যে, একটি ঘোলাটে পরিবেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত দুরহ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ঘোলা পানিতে কারো কারো মাছ শিকার চলে, কিন্তু সমাজ বা সভ্যতাকে রক্ষা করা যায় না। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, দেশকে একট গৃহযুদ্ধের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরসহ গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা প্রকাশ্যে জনগনের পক্ষে। অবস্থান নিয়েছিলো। তাদের এই ভূমিকার ফলে দেশে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ দ্রুত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। ক্ষমাতার মোহে অন্ধ তখকার গণবিরোধী সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয় এবং জনগণের আকাঙ্খা অনুযায়ী দেশে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সরকারের অধীনে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতাসীন করবে। কাজেই সেই সকল ব্যক্তির কাছে জাতি ঋণী থাকবে, যারা গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো। এখনো অনেকেই ব্যাপারটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বংশধর এক সময় সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করবে যে, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরসহ গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা জাতির এক যুগসন্ধিক্ষণে কতো বড় মহৎ ভূমিকা পালন করেছেন।

ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, ডাঃ কাজী শহিদুল আলম, কৃষিবিদ ডঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রকৌশলী আবুল কাসেমসহ গণপ্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারির সাম্প্রতিক অবদানকে জাতি কোনোদিন ভূলতে পারবে না। একই ভাবে এ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধূরীসহ যে সকল পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ জাতিকে অনেক রক্তপাতের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, তাদের ভূমিকাকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অন্যায় করা হবে। হতে পারে তারা সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক। কিন্তু



www.pathagar.com

গণআন্দোলনের সময় তাদের যে ভূমিকা ছিলো সে ভূমিকাকে কোনো অবস্থাতেই কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। গণআন্দোলনের সময় রাজনীতিকে পরিচালিত করেছেন রাজনীতিবিদরা। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং জনগণ আন্দোলন করেছে। জনগণের অধিকার আদায় করার আন্দোলন আপামর জনসাধারণ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। গণআন্দোলনের একটি পর্যায়ে দেশের মানুষের অধিকার রক্ষা এবং আদায় করার জন্য দেশে যাতে রক্তপাত না হয়, সেজন্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনরত জনগণের পক্ষাবলম্বন করার জন্যে গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রতি আহ্বান জানান। মনে রাখতে হবে, শেখ হাসিনা তার দলীয় কর্মসূচি সমর্থন করার জন্যে এ আহ্বান জানান নি। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন জনগণের দাবি আদায়ের জন্যে জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলেয়ে নিজেদের সঠিক দায়িত্ব পালন করার। যেহেতু প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণই। একারণেই প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্ত-কর্মচারিসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আন্দোলনের সময়কার ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করার অবকাশ নেই।

আমরা দেখতে পেলাম, যে মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো সেই মুহূর্ত থেকে দেশে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়ে গেলো। সেই মুহূর্ত থেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করা শুরু করলেন। এর ফলে দেখা গেলো যে, সীমিত সংখ্যক প্রকৃত অবৈধ অস্ত্রধারিরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারিদের হাতে ধরা পড়তে শুরু করেছে। মোট কথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা তাদের যে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করে তার মূল্যায়ন করলেই স্পষ্ট হবে যে কর্মকর্তা-কর্মচারিরা সত্যিকার অর্থে কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেনি। সাধারণ জনগণের প্রতি দেশের প্রতি দেশের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব, কোনো একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে তারা সেই দায়িত্বই পালন করেছে মাত্র। এই দায়িত্ব পালনকে যদি কোন দলীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে ষড়যন্ত্র করে গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের খতম করার চেষ্টা চলছে। এ চেষ্টা সফল হলে দেশের ক্ষতি হবে। গণআন্দোলনের বিজয়কে ধরে রাখার স্বার্থেই প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জোর করে কোনো দলের দিকে ঠেলে দিতে পারি না। এটি উচিতও নয় (দৈনিক আজকের কাগজ, ২৫ এপ্রিল, '৯৬)।



www.pathagar.com

# ৬০ জন অবঃ, একটি বিবৃতি ও কতিপয় প্রশ্ন

## লেঃ আবু রুশদ্ (অবঃ)

জেনারেল ম্যাক আর্থার। নিঃসন্দেহে 'শ্রেষ্ঠ দশ' মার্কিন জেনারেলের একজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানী আগ্রাসনে বিপর্যস্ত এশিয়ায় অপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তিনি। ফিলিপাইন ও জাপানের পার্শ্ববর্তী দ্বীপাঞ্চল হতে জাপানী বাহিনীকে হটিয়ে দেয়ার পাশাপাশি সম্পুর্ণ নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি হয় তাঁকে ঘিরে। তবে এবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নয়। পঞ্চাশ দশকের দুনিয়া কাঁপানো কোরিয়া যুদ্ধে ঘটে যায় সামরিক ইতিহাসের সেই স্মরনীয় ঘটনা। নিতান্ত যুদ্ধকৌশল সংক্রান্ত ব্যাপার নির্বাচিত সিভিল সরকারের গৃহীহ নীতি মেনে চলতে অস্বীকার করেন জেনারেল ম্যাক আর্থার। বলতে গেলে ব্যক্তিগত পর্যায়ের মতবিরোধের মত তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু প্রচলিত সামরিক আইনের ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা হতে তাঁকে রেহাই দেননি প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার। পুরো মার্কিন জাতির স্তুতি, হৃদয় নিঙড়ানো ভালবাসাকে উপেক্ষা করে কঠোর বাস্তবকে অনুসরণ করেছিলেন আইজেন হাওয়ার। অথচ ইনিও একজন প্রাক্তন জেনারেল- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মিত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

জেনারেল ম্যাক আর্থারের অপসারণ দুঃখজনক, ক্ষেত্রবিশেষে বিতর্কের। কিন্তু কখনো একটিবারের জন্যও ম্যাক আর্থার বা আইজেন হাওয়ারের রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেনি, সৃষ্টি করেনি ঈর্ষাকাতর বিতর্কের।

অথচ, বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দেশ। এখানে আইন থাকলেও (কতিপয় ব্যক্তির) আইন মানার বালাই নেই, নেই নষ্টামি-ভন্ডামি-শঠতাকে এড়িয়ে চলার সৎসাহস। বরং রাজনীতির নামে হঠাৎ এসে যাওয়া সুযোগের ছলে প্রকাশ পায় ব্যক্তিস্বার্থ। না পাওয়ার বেদনা ফুঠে উঠে শৃগালের চাতুর্য নিয়ে। আড়ালে আবডালে দেখা যায় হায়েনার ক্রুর হাসি। এগুলো ঘটছে অহরহ। সময়-অসময়ের মিল-অমিলের সমীকরণে এসেছিল দীর্ঘ ২২ দিনের অসহযোগ- একটি নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে অনৈতিকতার যুদ্ধ। এরই এক পর্যায় মুখোশ খুলে বেরিয়ে আসে ৬০ ব্যক্তিত্ব। সশস্ত্র বাহিনীর ৬০ জন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। গত ১ এপ্রিল দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক বিবৃতি হতে জানা যায়, উক্ত অবসর প্রাপ্ত অফিসারগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী



www.pathagar.com

দলের সাম্প্রতিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন এবং আন্দোলনের বিজয়ে জনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমাজের অন্যান্য অংশের সাথে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারাও নিঃসন্দেহে নিজ নিজ রাজনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে পারেন- এতে কারো কোনো মাথা ব্যাথা থাকার কথা নয়। কিন্তু ঐ তারাই যখন নিছক ব্যক্তি ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য নির্লজ্জের মতো সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন আশ্চর্য না হয়ে উপায় থাকে না। উল্লেখ্য, উক্ত বিবৃতিতে অবসরপ্রাপ্ত ৬০জন সামরিক কর্মকর্তা বলেন, "বি এন পি সরকারের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের অংশ হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীকে দলীয়করণের লক্ষ্যে গত ৫ বছর পর্যায়ক্রমে প্রায় একশ' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ অফিসারকে বিনা কারণে বা অনেক সময় কল্পিত কারণে অবসর দেয়া হয়। বিবৃতিতে তারা সরকারের এই অন্যায় এবং নির্মম কাজের প্রতিবাদ জানান এবং ন্যায় বিচারের দাবি জানান।"

একটি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনো নাগরিকের ন্যায় বিচার পাবার অধিকার রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারাও এর ব্যতিক্রম কিছু নন। তবে তারা যেভাবে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার মানসে উড়ো বিবৃতির মাধ্যমে ন্যায় বিচার দাবি করেছেন তা কখনো দৃঢ়চেতা ব্যক্তির পক্ষে কাম্য হতে পারে না। কারণ, বিচার প্রার্থনার স্থান বা মাধ্যম 'জনতার মঞ্চ' নয়, নয় কাগুজে বিবৃতি। ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার ক্ষমতা একামাত্র আদালতের এবং দেশের প্রচলিত আইন-আদালত অনুযায়ীই যে কারো বিরুদ্ধে লেজিটিমেন্ট অভিযোগ উঠানো যায়। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন বিবৃতির মাধ্যমে যা স্পষ্টতই সাধারণ জনগণের চোখকে ধুলো দিয়া বৈ কিছুই নয়।

আমরা এ পর্যন্ত জেনে আসছি একজন সামরিক অফিসারের সবচেয়ে বড় গুণ হলো- ডিগনিটি-আত্মসম্মানবোধ। যে কোনো পরিস্তিতিতে জীবন গেলেও এরা আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দিতে পারেন না: প্রচলিত আইন হাজার রুঢ় মতো হলেও সামরিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে নীরবে মেনে নেন সামরিক আদালতের রায়। তাইতো আমরা সামরিক ইতিহাসে দেখতে পাই মার্কিন জেনারেল প্যাটন যোগ্যতম অফিসার হওয়ার পরও একজন আহত সৈনিককে (রেগে গিয়ে) টুপি দিয়ে আঘাত করায় তাঁকে কমান্ড তেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এ নিয়ে তাঁর মনে ক্ষোভ থাকলেও বিবৃতি ঝাড়ার বাসনা হয়নি। অথচ, '৬০জন



www.pathagar.com

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রত্ন' সামরিক জীবনের আত্মসম্মানেবোধ বিসর্জন দিয়ে যা হবার নয় তাই আশা করে বসলেন প্রত্যক্ষে। এটা নিশ্চয়ই তাদের অজানা নয় যে, সামরিক বাহিনী হতে অবসর পাওয়ার পর (তা যে কোনো কারণে, যে কোন সরকারের আমলেই হোক না কেন) অবসর গ্রহণ আদেশকে কোর্ট ছাড়া ভিন্ন কোথাও চ্যালেঞ্জ করা যায় না এবং যতই অপছন্দ, অপ্রিয়ই হোক, কোর্ট যদি এরপর কারো রীট আবেদন নাকচ করে দেন, তাহলে তারপর আর হাজারো বিবৃতি, দেয়ালে মাথা ঠোকা এমনকি রাজনৈতিক মঞ্চে 'হাউ কাউ' করেও কোনো লাভ নেই। উল্লেখ্য, সম্প্রতি যে '৬০ জন' বিবৃতি দিয়েছেন সেই '৬০ জনের' অন্যতম এয়ার ভাইস মার্শাল মোমতাজ উদ্দিন ও রিয়ার এডমিরাল মুস্তফা তাদের চাকরিচ্যুতি নিয়ে হাইকোর্টে রীট পেশ করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তাদের রীট আবেদন নাকচ হয়ে যায়। অথচ, এর পরও কিভাবে এরা পত্রিকায় বিবৃতি দিতে পারেন তা বোধগম্য নয়।

বি এন পি সরকার ভাল ছিল কি মন্দ ছিল সে প্রসঙ্গ ভিন্ন, তবে বি এন পি যে অন্ততঃপক্ষে দলীয়করণের পক্ষপাতী ছিল না তা বলাই বাহুল্য। আর আমলাদের প্রকাশ্যে পক্ষাবলম্বন করাতে তো স্পষ্ট বোঝা যায় আ'লীগ তার শাসনকালে দলীয়করণের পক্ষপাতীই কেবল ছিল না, এ কাজেই যেথেষ্ট পারঙ্গমতারও পরিচয় দিয়েছিল।

যা হোক, অবসরপ্রাপ্ত যে সব কর্মকর্তা সুবিচার দাবী করেছেন তাদের কাছে সবিনয় ক'টি প্রশ্ন করতে চাই। প্রথমতঃ সেনাবানীতে ঢোকার সময় বা কমিশনের সময় যে শপথবাক্য পাঠ করতে হয়, সেখানে রক্তের বিনিময়ে হলেও সংবিধান রক্ষার কথা বলা হয়। এ সাথে সামরিক আইনের প্রতিটি ধারা-উপধারা মেনে চলারও বাধ্যবাধকতা থাকে। সামরিক আইন এমনি যে এটি সিভিল আইন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অনেকটা কঠোর, যাকে সিভিলিয়ান নর্মস অনুযায়ী মানবাধিকারের ঘোষণা পরিপন্থীও মনে হতে পারে। এমনও অনেক ঘটনা ঘটে যেখানে হয়তো দোষ করে একজন কিন্তু সামরিক আইনের মারপ্যাঁচ সাজা পায় দশজন। মিউটিনি বা বিদ্রোহ সম্পর্কিত ধারাটি অনেকটা এরূপ। এখানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে সিনিয়রের আদেশ মানা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু যদি মিউটিনি সফল না হয়, তাহলে সকলকেই কঠোর সাজা পেতে হয়। অনেক নির্দোষ অফিসার, সৈনিকও এতে চাকরি হারান। এক্ষেত্রে অন্তর্জ্বালা থাকতে পারে। তবে তাই বলে সাজা এড়াবার উপায় থাকে না। আজ



www.pathagar.com

যে সব অফিসার চাকরিচ্যুতির জন্য বি এন পি সরকারের সমালোচনা করছেন, আশা করি তারাও এক সময় মিলিটারী ল'র অধীনে চাকরি করেছেন এবং এজন্যেই তারা সামরিক আইন, নির্বাচিত সরকারের সিদ্ধান্ত বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে বাধ্য। এখানে প্রসঙ্গক্রমে দু'একটি উদাহরণ উপস্থাপন কর যা।। '৯১ এর প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড়ে চট্টগ্রামস্থ নৌঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তদানীন্তন নৌ-প্রধান রিয়ার এডমিরাল মুস্তফা ও বিমান প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মোমতাজকে চাকরি হতে অবসর দেয়া হয়। উক্ত ঘটনা ছিল অনেকটা প্রাকৃতিক যা হয়তো কিছুটা নিয়ন্ত্রণের বাইরেও ছিল। কিন্তু দু'বাহিনীর সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে তাদের সামরিক আইনের জটিল ধারা অনুযায়ী অবসর দেয়া হয়েছিলো। অবশ্য বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে এদু'জনের নাম দেখে অনেকের ধারণা হবে যে, বি এন পি সরকার হয়তো এদের অবসর গ্রহণে বাধ্য করেন। কিন্তু সত্য হচ্ছে, এদের অবসর প্রদান করেছিলেন তদানীন্তন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ।

দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে '৯৪ এর ডিসেম্বরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ আনসার বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়। সেবার কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে আনসারের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সৈয়দ বদরুজ্জামানসহ অনেক অফিসারকেই বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। অথচ তিনি বিবৃতিতে সই করেননি হয়তো আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন বলেই। পক্ষন্তরে আনসারের পরিচালক কর্নেল তফসীর যিনি জেনারেল বদরুজ্জামানের সাথে চাকরি হারান তিনি কিন্তু মনের যাবতীয় সস্তা 'ঝাল' ঝেড়েছেন বি এন পি সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন? হতে পারে নিছক 'আত্মমর্যাদা' সংক্রান্ত প্রশ্নটিই এখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই।

দ্বিতীয়তঃ বিবৃতিদাতা অফিসাররা এমন সময়ে মুখোশ খুলে বেরিয়েছেন যখন তারা ভেবেছিলেন তথাকথিত আন্দোলনে হয়তো বি এন পি খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে। যাহোক, যে বিবৃতি দিয়ে তারা ন্যায় বিচার কামনা করেছেন, সেখানে প্রশ্ন হলো- তারা কেন গত ৩/৪ বছর যাবৎ (যখন চাকরিচ্যুত হন) অবসর জীবন কাটাচ্ছেন তখন আদালতের আশ্রয় নেননি বা বিবৃতিও দেননি? তাহলে কি আমাদের একথাই বিশ্বাস করতে হবে যে, তারা সুযোগসন্ধানী বা নির্বাচিত সরকার সিদ্ধান্তে 'সঠিক' ছিল বলে সে সময় প্রতিবাদ করার মানসিক



www.pathagar.com

জোর পাচ্ছিলেন না? অর্থাৎ তারা সব ভীরু, কাপুরুষ? যখন মনে করেছেন বি এন পি বিপদে তখন চেয়েছেন 'ল্যাং' মারতে?

তৃতীয়তঃ এমন সব অফিসারের নাম বিবৃতিতে এসেছে যাদের সুস্পষ্ট দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে চাকরি থেকে অবসর দেয়া হয়। আবার জেনারেল আশরাফের মতো অনেক কর্মকর্তাই জেনারেল এরশাদের ব্যক্তিগত লাম্পট্য ও দুর্নীতিতে সহায়তা করার জন্য রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালকের পদটি ব্যবহার করেছিলেন। এখনো তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বিচারাধীন। এরূপ আরো অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা 'বহু কিছু'র ঘটনা জানি। যদি তারা তাদের অবসর গ্রহণ নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় ভোগেন, তাহলে আমরা তাদের অবসর গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে তাদের সহায়তা(!) করতে পারি। কারণ, তখন তাদের কথামতো তাদের 'সুফি-দরবেশ' টাইপের চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ায় নিঃসন্দেহে জনগণের বুঝতে সুবিধা হবে। 'উহারা' কতইনা নির্দোষ ছিলেন!! যেহেতু 'তাহারা' নির্দোষ ও বিনাকারণে চাকরিচ্যুত হয়েছেন তাই চাকরিচ্যুতির বিবরণ প্রকাশে 'তাহাদের' সুবিধে হবারই কথা।

জেনারেল ওসমানী তাঁর অপূর্ব যোগ্যতাবলে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সর্বকনিষ্ঠ মেজর হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতেও বহু কোর্সে বিশেষ ভাল ফলাফল তাঁর উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কিন্তু 'অজ্ঞাত' কারণে তাঁকেও কর্ণেল পদ হতেই অবসর নিতে হয়। ঐ 'অজ্ঞাত' কারণ সবাই জানতেন। ওসমানীও জানতেন। কিন্তু জেঃ ওসমানী কোনদিন পাক আর্মিতে ফিরে যাবার জন্য কান্নার আশ্রয় নেননি।

আমরা আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকে অন্যতম যোগ্য বাহিনী হিসেবে সম্মান করি। এও জানি বিশ্বের ৭০টি দেশ যারা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে। এমনকি প্রফেশনালিজমের সর্বোচ্চ উদাহরণ তারা স্থাপন করেছেন দীর্ঘ দু'বছর যাবত পরিচালিত তথাকথিত ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সময় ক্ষমতা গ্রহণ না করে। এ জন্য তারা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিতও হয়েছেন। কিন্তু এরূপ কখনোই সম্ভব হতো না যদি না 'আবর্জনা' জাতীয় 'কতিপয়' কে অবসর দেয়া না হতো। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর বিশ্বে যে সুনাম তাও হয়েতো ঐসব 'বিপ্লবী বিবৃতিবাজ' এই সশস্ত্রবাহিনীতে না থাকার জন্যই (দৈনিক দিনকাল, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল, '৯৬)।



www.pathagar.com

# সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সংবিধানকে সমুন্নত রেখেছেন

**বজলুর রহমান**

বেগম খালেদা জিয়াসহ বদরুদ্দোজা ও আরো অনেকে দাবি তুলেছেন যে ৩৫ জন সচিব জনতারমঞ্চে একাত্মতা ঘোষণা করে নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। তাই তারা সচিবদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য ছাড় দিয়ে মাত্র ৬ জনের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি এবং হুমকি বহাল রেখেছেন। ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরসহ অনেকের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আতংক সৃষ্টি করেছেন। ডঃ মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা জনতার মঞ্চে একাত্মতা ঘোষণার পরের দিন বেগম খালেদা জিয়া এবং বি এন পি দল বিজয় মিছিল করেছেন। এখনো করেন। তা হলে একজন অশিক্ষিত মানুষও বুঝবে যে, সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারিরা ও পেশাজীবীরা জনতার মঞ্চে একাত্মতা ঘোষণা করে প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন বলেই বি এন পির পক্ষে বিজয় মিছিল করার সুযোগ হয়েছে। তার ১ঘণ্টা আগেও তারা বিজয় মিছিল করতে পারেনি। তাহলে বি এন পির উচিত ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের গলায় বিজয়ের মালা দেয়া এবং তাকে শান্তির পদক দেয়া। অবশ্য ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর সাহেব তাদের পুরস্কার নেবেন কি-না সন্দেহ আছে। কারণ শুনা যাচ্ছে দুর্নীতি করে বি এন পি দল টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে। তবুও তাদের কর্তব্য তাকে পুরস্কারে ভূষিত করার ঘোষণা দেয়া। বি এন পির হুমকি শুধু অকৃতজ্ঞতার প্রকাশই নয় কৃতঘ্নতাও বটে। ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর '৯০ সালেও তার সঙ্গীদের নিয়ে প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। পরে বি এন পি ক্ষমতায় এসে তাকে কোনো পুরস্কার দেননি। এবারও বি এন পি বিজয় মিছিল করলেন ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নেতৃত্বে জনতার মঞ্চে একাত্মতা ঘোষণার ফলেই। আমি যদি সংসদ সদস্য নিবাচিত হওয়ার সুযোগ পাই তবে তাকে শান্তির পদক প্রদান করার জন্যে প্রস্তাব রাখার চেষ্টা করবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, অন্যান্য বিটিভি'র শিল্পিরাও বি এন পিকে বিজয় মিছিলের সুযোগ কম করে দেননি। তাদেরকেও ধন্যবাদ জানানো বেগম জিয়ার একান্ত কর্তব্য। তবে বি এন পির বিজয়ের আনন্দ এতো বেশী



www.pathagar.com

হয়ে গেছে, যেমন মনে হয় বেগম জিয়া, বদরুদ্দোজা এবং আরো কয়েকজন নেতা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। জনগণও একই আশংকা করেছেন। তাই বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে, আবার কেউ কেউ না-কি প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। তারা ভারসাম্য হারিয়েছেন মনে করে জনগণ আরো বেশী উদ্বিগ্ন। তাই আজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবৈধ অস্ত্র উদ্বারের দৃঢ় সংকল্পকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কোনো ব্যক্তি ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে তার বৈধ অস্ত্রের ভয়ে জনগন আতংকিত থাকে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা অবস্থায় অবৈধ অস্ত্র পরিচালনা আরো ভয়ংকর। তাই আজ আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি তরা যেন ভারসাম্য খুব শিগগিরই ফিরে পান। ডঃ বদরুদ্দোজা সাহেবের প্রতি আহবান জানাচ্ছি তিনি যেন সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদটি ভালভাবে পড়েন, প্রয়োজনে তাদের দলের মির্জা গোলাম হাফিজ সাহেবের সাহায্য নেন। তাহলে আর কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এবারের প্রহসণমুলক নির্বাচনের মুলতঃ দুটো মেন্ডেট ছিলো। সাবেক সরকারি দলের আহবান ছিলো স্বতঃস্ফুর্তভাবে জনগণ যেন ভোট দিতে আসে এবং নিরাপত্তাবাহিনীরা সাহায্যও করবে। অপরদিকে বিরোধী দলগুলোর জননেত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান ছিলো নির্বাচন বর্জন করা এবং প্রতিহত করা। দেখা গিয়েছে শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ ভোটররা ভোটকেন্দ্রে এসেছে আর ৯৫% ভোটাররা বিরোধী দলের কথামত নির্বাচন বর্জন করেছে। এই ৯৫% লোকের পক্ষেই এ জনতা মঞ্চ তৈরী হয়েছিলো। জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে। আর এই মঞ্চেই ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিরা ৯৫% লোকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদকে সমুন্নত রেখেছেন। এ কথাগুলো মিলিয়ে মাত্র ৭ম অনুচ্ছেদটি ব্যাখ্যা করুন সব অর্থ খুঁজে পাবেন। সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্ব কার্যকর হইবে।' এই অনুচ্ছেদটিকে প্রাধান্যও দেয়া হয়েছে (আজকের কাগজ, ১০ এপ্রিল, '৯৬)।



www.pathagar.com

# সাম্প্রতিক আমলা চরিত্র

সাকিব আদনান

আপাদমস্তক সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের চাল-চরিত্র নাকি ওঁদের স্ত্রীরাও বুঝে না। অনেকটা সেই পুরনোো গল্পের মত। অসীমের সংগে মহিম সারা রাত এক সংগে কাটিয়ে দিল। কিন্তু অসীম যে পরের সকালেই মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছে তা মহিম জানতেই পারলো না। সাম্প্রতিক আমলা চরিত্রে (আমাদের আলোচনা আপাতত বেসামরিক আমলা প্রসংগে) এরূপ ঘটনাই ঘটেছে। এখন পর্যন্ত এদেশে আমলাদের যারা নেতৃস্থানীয় তারা মুলত তদানীন্তন সি এস পি গোত্রের অভিজাত সরকারী চাকুরে এবং স্বাধীনতাউত্তর একীভূত বি সি এস প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান কিংবা ব্যাংকের ম্যানেজার যিনি দু'তিন জন কর্মচারী রেখে মুদি দোকান চালাচ্ছেন-তারাও যে আমলা তা আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। (এ প্রসংগে ভিন্নভাবে লেখার ইচ্ছা থাকলো) তবে প্রসংগত বলে নেয়া দরকার যে, মাজেদুল হকের দুর্নীতি তদন্তের জন্য যে কমিটি টার্মস এন্ড রেফরেন্স ঠিক করতে পারেনে বা করেনি তাদের মধ্যে আমলা ছিল না অথবা কোন সংসদীয় কমিটিতে আমলা নেই। ৩০জন ছাত্রের পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষকবৃন্দ এক বছরেও ব্যর্থ হন তারাও আমলাদের দীর্ঘসূত্রিতার সমালোচনা করেন।

যাহোক, আমলা এবং ব্লু ব্লাডের আমলারা এবার যে কাজটি করলেন তা অনেকটা সাংবাদিক কর্তৃক তার পত্রিকার প্রচার সংখ্যা স্বীয় স্ত্রীকে না বলার মতই। প্রশাসন সার্ভিস এসোসিয়েশনের সচিব বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে, তিনি বা তার সমিতি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের দেয়া বিবৃতি বা সরকারবিরোধী আন্দোলন অথবা বিরোধী দলের আন্দোলনের সংগে ঘোষিত একাত্মতার সংগে সম্পৃক্ত নয়। অথচ এই গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন তার সমিতিরই সহ-সভাপতি। এতে কেউ কেউ প্রশাসন সমিতির দুই কুল রক্ষার কথাও বলেছেন। হয়ত হতে পারে। প্রশাসন সার্ভিস এসোসিয়েশনের সচিবের এই বিবৃতি প্রকাশের পরের দিনই সচিবরা রাষ্ট্রপতির সংগে দেখা করে বিরাজমান পরিস্থিতির ব্যাপারে উদ্বেগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারগঠনের দাবী জানালেন। এই দলে প্রাগুক্ত সমিতির সভাপতিও ছিলেন। জানতে পারলেন না সমিতির



www.pathagar.com

সচিব। তাকে জানানো হয়নি। উল্লেখ্য যে, সচিবদের সয়েকজন বাদে সবাই ব্লু ব্লাডের অর্থাৎ সি এস পি। তারা প্রশাসন সমিতিরও লোক বটে।

সচিব তথা আমলাদের এই দ্রুত পরিবর্তন তথা বিদ্রোহের কারণ কি? এ কি হাতি কাদায় পড়লে তাকে ফেলে চলে আসা কিংবা চামচিকার আঁচড় কাটার মতই কি কিছু? আমলাদের বিদ্রোহী হওয়া মানায় না। তারাতো পানির মতই আকারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যিনি ক্ষমতায় থাকবেন বা আসবেন তাদের সংগে কাজ করাই আমলাদের কাজ। বি এন পি ক্ষমতায় থাকাকালে আমলাদের এই বিদ্রোহ ভবিষ্যতে একটি উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেবল তাই নয় ঢাকাস্থ সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সরকার পতনের আন্দোলনের সংগে একাত্মতা ঘোষণায় পূর্বেই জেলা বা থানা পর্যায়ে অনেক সরকারী কর্মচারী অফিস বন্ধ রেখে অসহযোগ আন্দোলনে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে। এদের অনেকেই নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নটি অবান্তর। সতরাং এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হলে ভবিষ্যতে সমস্যা হতে বাধ্য। এমন কি বিভিন্ন স্থানে অফিস ভাংচুরের ঘটনারও পুলিশ নির্বিকার ছিল। জানা গেছে, তাদের হাইকমান্ড থেকে নাকি এরূপই নির্দেশনা ছিল। এ বড়ই উৎকণ্ঠার ব্যাপার। অভ্যন্তরীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীও যদি কোন আন্দোলনের সংগে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে লীন হয়ে যায় তবে আগামী দিনে দেশ কিভাবে চলবে তার একটি চিত্র সচেতন ব্যক্তিমাত্রই কল্পনা করে নিতে পারেন। সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনে উৎসাহিত করাও বিরোধী দলসমুহের সঠিক পদক্ষেপ ছিল না। এটা সুস্থ রাজনীতি নয়। এর ফলাফল শুভ হবে না নিশ্চয়ই। আমলাদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বেশী মাত্রায় এগিয়ে গেছেন। একটি দলের গঠিত মঞ্চ-তার নাম যাই হোক না কেন, সেই মঞ্চে গিয়ে একাত্মতা ঘোষণা কিংবা বক্তৃতা দেয়া কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য সর্বশেষ বাড়াবাড়ি। বর্তমান কাঠামোর একজন সরকারী কর্মচারী রাজনীতি করতে পারেন না, এমন কি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে পারেন না। চাকরি করতে হলে এই বিধান মেনেই করতে হবে। সরকারী চাকুরেদের কারো রাজনীতি করার ইচ্ছে থাকলে কিংবা মন্ত্রী হবার বিশেষ খায়েশ থাকলে তা চাকরি ছেড়ে দিয়েই করা প্রয়োজন। বর্তমান নিয়মে এর কোন বিকল্প নেই। কাজেই কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি বি এন পি, আওয়ামী



www.pathagar.com

লীগ, জাপা বা জামায়াতের মঞ্চে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন তাহলে এই রাজনীতির কারণে কেউ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তা যথাযথই বটে।

আমলারা দু'দিন পূর্বেও ছিলেন ক্ষমতাসীন সরকারের অনুগত। অথচ ক্ষমতাচ্যুতির পূর্বেই তারা আনুগত্যের বাঁধ ভেঙে ফেললো। সচিবরা সরকার পতনের আন্দোলনকে অতিমাত্রায় তরান্বিত করেছেন। সচিবদের বিদ্রোহের কারণে বি এন পি সরকারের ভিত কেঁপে উঠেছিল। পক্ষান্তরে সচিব ও অধস্তন চেলা-চামুণ্ডারাই ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন করে দিয়েছে। আবার সচিবরাই ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন যথার্থ হয়নি বলে দাবী করেছে। প্রশ্ন হচ্ছেঃ এই নির্বাচন কেন করে দেয়া হল। তখন সচিব এবং মধ্য পর্যায়ের আমলা অর্থাৎ রিটার্নিং বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের মধ্যে কেউ কেন তখন কোনরূপ প্রতিবাদ জানাল না। এমন কি ১৫ ফেব্রুয়ারীতে যে সকল নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়নি সেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও কোন আমলা অপারগতা প্রকাশ করেনি। বিগত ৫ বছরে আমলাদের দ্বারা অনেক অপকর্ম করিয়েছে সরকার। প্রশাসনকে দলীয়করণ করা হয়েছে স্পষ্টত। মন্ত্রী, সংসদের রিকুইজিশন ছাড়া টি এন ও এবং ওসির পোষ্টিং হয়নি। অযোগ্যদের ডিসি করা হয়েছে। পোষ্টিং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ধারাবহিকতা রক্ষা করা হয়নি। এর সবটাই আমলাদের মাধ্যমে হয়েছে। মন্ত্রীর সংগে সম্পর্কের কারণে ঘন ঘন সচিব বদল হয়েছে। কিন্তু এই পাঁচ বছরে কোন সচিব বা অন্য কোন আমলা তো প্রতিবাদ করল না। হঠাৎ তাদের চরিত্র বদলের ঘটনা কি তাহলে বি এন পি সরকারের পতন আসন্ন ভেবেই মাথাচাড়া দিল? যদি তাই হয় তবে প্রশ্ন এসে যায়ঃ আগামী দিনেও তারা এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে না এই নিশ্চয়তা কোথায়।

ক্ষমতাত্যাগী প্রধানমন্ত্রী দলীয় মঞ্চে বক্তৃতার কারণে দেয়া সচিবদের বিচার দাবী করেছেন, ভাল কথা। কোন কোন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কেন ব্যবস্থা নিলেন না। জবাব ছিল, নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সচিবরা মানেননি। আরো স্পষ্ট করে বললে যা হয় তার মানে এই যে, তখন সময় ও সুযোগ ছিলনা ঔষধ খাওয়ার মত। এ নিয়েই সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ও স্বীয় সচিবের বচসার খবর কাগজে বেরিয়েছে। কেন? এই সচিবকে নিজেদের লোক ভেবেই তো দু'বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কোন এক জেলার ডিসিকে বলতে শোন গেছে যে, তিনি সেই জেলার বি এন পি সভাপতি এবং তার এসপি, বি এন পির জেলা সেক্রেটারী। যারা সরকারী কর্মচারীসুলভ আচরণ



www.pathagar.com

না করে ক্ষমতায় থাকা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে কিংবা সরকার পতনের জন্য গঠিত সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত মঞ্চে বক্তৃতা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী তোলার নৈতিক অধিকার বি এন পির আছে কি? তাদের পাঁচ বছরের শাসনামলে প্রকৃচির ব্যানারে বি সি এস সমন্বয় পরিষদের আমলারা রাজনীতি করার সুযোগ নিয়েছে। ঘোষনা দিয়ে অফিসের কাজে যোগদান করেনি। কর্মবিরতি এবং কালোব্যাজ ধারণের ঘটনা কতটি ঘটেছে তা পত্রিকা ঘেঁটে বের করতে হবে।

মজার কথা এই যে, বি এন পি বিগত পাঁচ বছরে এ সকল আমলার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি, বরং বি এন পির কোন কোন মন্ত্রী প্রকৃচির আন্দোলনে মদদ দিয়েছে। বস্তুত প্রকৃচির বক্তৃতা-বিবৃতি থেকেই প্রতীয়মান হয়যে, তারা পেশাগত সুযোগ-সুবিধার জন্য আন্দোলন করেনি। তাদের আন্দোলনে সরকার বিরোধী চেতনা ছিল, আচরণ বিধির পরিপন্থী কার্যক্রম ছিল। একটি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে তার কর্মচারীর ঘোষণা দিয়ে কর্ম-বিরতি পালন করে, সেই সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের পর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বটে। যারাই আগামী দিনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে তাদেরই এসব থেকে সুশিক্ষার প্রয়োজন আছে বৈকি।

সচিবরা যে কাজটি করেছে তা গর্হিত অপরাধ বটে। কিন্তু বিগত ৫ বছরে ক্ষমতাসীনরাও আমলাদের উপরে কম যায়নি। দলীয় কর্মীদের কারণে কেউ সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেনি। দুঃসময়ের মুখোমুখি আমলাদের হঠাৎ বিদ্রোহী হবার এটি একটি কারণ হতে পারে। স্বৈরাচারের আমলেও সরকারী কর্মচারীদের এতটা যন্ত্রণা হয় না বলে এখনও অনেক কর্মচারীকে বলতে শোনা যায়। যাহোক, কেবল গণেশ উল্টালে নয় কিংবা হাতি কাদায় পড়লে নয়, বরং সরকারী কর্মচারীদের আইনানুগ কাজটি করতে গিয়ে বাঁধাগ্রস্ত হলে সর্বদাই প্রতিবাদ করা দরকার। এটি করা গেলে দেশটি অনিয়মে ভরে যেত না। রাজনীতিকরা সহস্র অনিয়মের সুযোগ পেত না। অধিকন্তু আইন স্বীয়গতিতে চলতে পারতো। ভাল একটি পোষ্টিং এর লোভে আমলারা এটা পারছিল না। সাম্প্রতিক আমলা বিদ্রোহের ধারাটি আগামী দিনেও সকল রাষ্ট্রীয় অনাচার ও অনিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান; এই প্রত্যাশা আজ সকলের (বিক্রম, ২২ এপ্রিল, '৯৬)।



www.pathagar.com

# Bureaucrats seem to tighten grip

**BY HEMAYETUDDIN AHMED**

As the country slowly returns to normalcy under the caretaker government, now in its third week, the bureaucrats seem to have tightened their grip on administration. The failure of the political parties to work in harmony with one another in a parliamentary framework has reinstalled bureaucracy in postition of power. Politicians who kept the bureaucrats on tenterhooks during the last five years are now obliged to take directives from the top bureaucrats as to how to conduct themselves in the coming election.

The scene is comic, but the comedy is the creation of the politicians themselves. Little did the politicians realise that the caretaker government of non party persons in a multiparty democracy was a temporary abrogation of their right to govern simply because they were proved to be incapable. If the caretaker government run by bureaucrats and professionals can accomplish what the politicians failed to do, for whatever reasons, it will enhance the prestige of bureaucracy.

The June election is not likely to radically change the situation. The voting pattern may slightly vary and instead of a single party government, there may a coalition. But unless the politicians correct themselves and stop behaving like two nations in a single country, the interparty feuds may continue. It might further erode the credibility of the politicians whose control



www.pathagar.com

on the bureaucrats would certainly diminish. This will be a dangerous situation for representative government.

The sudden upsurge of bureaucracy and its joining the bandwagon of protest against the past government is indicative of their readiness to meddle in political affairs at times of crises. This was not seen before when a nameless, faceless bureaucracy, considered to be the steel frame of administration worked quietly with honesty, efficiency and impartiality. With the creation of Pakistan, honesty had disappeared. With the independence of Bangladesh, efficiency had gone, and now the principle of impartiality seems to be in jeopardy.

Howsover noble may be the urge to save the republic, and howsoever true the claim that the bureaucrats are the servants to the republic, their open support to a political cause has raised a controversy as to whether or not it is in conformity with the code of conduct and discipline incumbent of them. The BNP leaders are furious on them and have demanded immediate removal of some of their leaders. While the Awami League has staunchly defended them. The controversy goes on, but nothing is likely to happen at the moment. The care-taker government may find it expedient to leave the issue to be decided by the elected government.

There is a fallacy in both of these party view-points which none of them seems to notice which is the failings of the parties themselves. It had created an



www.pathagar.com

untenable situation in which norms of governance were impossible to maintain. Had the majority and the opposition parties elected to the fifth parliament performed their respective tasks there would have been no political stalemate. Neither the bureaucrats would have an opportunity to indulge in politics nor would the parties lose face.

In a multi-party democratic system of representative government. The functions and powers of the people's representatives and bureaucracy are clearly defined and well-understood by each other. If the rules of procedure and conduct are followed scrupulously, there can be no ground for confusion. The system functions well in all advanced countries. Even in India, except for a brief period during Indira Gandhi's time, there has been no transgression of each other's power.

Contrarily, in Pakistan, political bunglings, from the beginning, had led to usurpation of power first by Ghulam Mohammad, then by Iskander Mirza and finally by Ayub Khan and Yahiya Khan-all civil or military bureaucrats. In Bangladesh, after a long-drawn struggle culmination in a full-scale war, the supremacy of the people's representatives was established to drift shortly to democratic authoritarianism that has continued ever since. The tragedy is that even a universally acclaimed free and fair election could not ensure a stable and truly democratic government.



www.pathagar.com

In the turbulent course of our history, bureaucracy did never play a mean part. When the founder of the republic, being weary of rampant corruption and constant squabblings of his own party-men, had set up Baksal, many of the senior bureaucrats became its willing and active members. Many more lined up to go in procession to join the coteries of political bigwigs. This was a rare demonstration of power-sharing between the politicians and the bureaucrats. Bureaucrats' active support to successive martial law regimes and military rule in civilian garb was crucial for them. At that time they had no moral compunction to rise in protest.

Likewise, bureaucrats never raised their little finger when the BNP was increasingly politicising the government, reducing the parliament to a single party show, adopting a contemptuous attitude towards the opposition and holding a farcical election in February. On the other hand, it is they who made all arrangements for holding the February polls, installing a new government, convening the Sixth Parliament and drafting and enacting the care-taker government bill. They came to act only when they were sure that their action would hasten the induction of the care-taker government.

The care-taker government to hold a free and fair election is certainly an innovation but it is also a stark pointer to an abysmal weakness of our weird political system that despite its democratic facade revolves round personalities who are allowed by their



www.pathagar.com

respective parties to take all powers in their own hands. This breeds a kind of authoritarianism not only in party affairs but also in statecraft whenever an opportunity is afforded. It is here that the interests of politicians and bureaucracy coincide, because bureaucracy, by tradition, training and aptitude lusts for power.

The task of the care-taker government is limited, to be accomplished in a limited period of time and with limited powers as underlined by the Chief Advisor in his Bengali New Year Day message. It this interim government can accomplish its task, it will be a step forward. But this is one step only. More enduring administrative, economic and political reforms are necessary to let democracy have firm roots on our soil. One such step may be to shake up bureaucracy to make it an enlightened, efficient and impartial work machine under the elected political executive. Another may be a large-scale devolution of administrative powers and resources to the districts, thana and union levels.

But the most important step is the strengthening of the local self-government institutions allowing them to stand on their own feet rather than spoon feeding them by the local government ministry. Once these local governments can start functioning with elected bodies at the top and a compliant local bureaucracy under them, the complexion of our whole political system will change. With empowerment of the people at the grassroots level, democracy will find a new meaning (Hollyday, 19 April, '96).



www.pathagar.com

# প্রশাসন ক্যাডারে অসন্তোষ
# অতীত অনুসন্ধান ও বর্তমান লাভ-ক্ষতির হিসেব

ডঃ মাহবুবুর রহমান মোরশেদ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অন্যতম অংশ প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারী ব্যর্থতার কারণে সম্প্রতি এই ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসন ক্যাডার সমিতি সরকারের কাছে দাবীনামা পেশ করেছে। যতদূর জানা গেছে বিষয়টি নিয়ে সরকারও চিন্তা-ভাবনা করছেন- কিভাবে বর্তমান সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা যায়।

যারা বাংলাদেশের প্রশাসন ও বিভিন্ন সার্ভিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা জানেন যে এ সঙ্কট নতুন নয় এবং একদিনে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক বিভিন্ন উপাদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সমস্যাটি পুঞ্জিভূত হয়েছে। বহু পুরোনো এ রোগ না সারিয়ে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা অথবা 'ফায়ার ফাইটিং' এপ্রোচ নিয়ে সাময়িকভাবে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে সমস্যাটি জটিল রোগের মত ফাঁক পেলে এবং পরিবেশ বা অনুকূল পরিস্থিতি পেলে আবারো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বর্তমান সমস্যা অনেকটা সেরকম। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্যে একটু অতীতে ফিরে তাকানো যেতে পারে।

## বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস

প্রকৃতপক্ষে কাগজে কলমে ও সরকারী ঘোষনায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বা বিসিএস-এর বর্তমান কাঠামোর জন্ম হয় ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিঅর্গানাইজেশন অর্ডার গ্রহণের মাধ্যমে। তখন ১৪টি মুল ক্যাডার এবং ১৪টি উপ-ক্যাডার সার্ভিস চালু করা হয়। তাহলে কি এর আগে সিভিল সার্ভিস ছিল না ? অবশ্যই ছিল। সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন থেকেই সম্মানিত কেরানী সাহেবরা আমলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকেন। সেই থেকেই এই উপমহাদেশে সরকারী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মানসিক গঠন ও আচার-আচরণে স্বতন্ত্র ও জনবিচ্ছিন্ন ভাব লক্ষ্য করা যায়। যার উত্তরাধিকার এখনো সমভাবে ক্রিয়াশীল। ভরতীয় সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস, সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান এবং তৎকালীন অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সার্ভিসের পরবর্তী ধারাবাহিকতার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হলেও আমলাতন্ত্রের মানসিক



www.pathagar.com

পরিবর্তন তেমন একটা ঘটেনি। তারও কারণ রয়েছে অনেকে। এজন্যে অতীত সরকারগুলো যেমন দায়ী তেমনি আমলারাও কিছুটা দায়ী।

স্বাধীনতার প্রায় আড়াই যুগ অতিবাহিত হলেও সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের উন্নয়ন উপযোগী একটা সিভিল সার্ভিস গড়ে ওঠেনি। সাবেক কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সদস্য, প্রবাসী সরকারের অধীনে নিযুক্ত কর্মকর্তা এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার, নিয়োগপ্রাপ্ত বহুসংখ্যক কর্মকর্তা নিয়ে বর্তমান সিভিল সার্ভিস গঠিত হয়। এদের মধ্যে প্রজ্ঞা-প্রতিভা, চিন্তা-চেতনা এবং সময়ের পরিবর্তনের ফলে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি আজো বাংলাদেশ আমলে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। কতিপয় উপসচিব বা জেলা প্রশাসক সম্প্রতি নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করলেও এগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ নয়। ১৯৭৯ সাল থেকে প্রকৃতপক্ষে মেধাভিত্তিক নিয়োগের সীমিত পদক্ষেপ নেয়া হলেও দীর্ঘদিন চাকরি সত্যেও বিশেষ করে প্রশাসন ক্যাডারের (সাবেক সচিবালয় ক্যাডারসহ) সদস্যরা কোন পদোন্নতি পাননি। মাঠ পর্যায়ে সোপান অতিক্রম করলেও বা বেতনের সামান্য পরিবর্তন হলেও এটাকে সত্যিকার পদোন্নতি বলা যায় না। অতীতেও অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে পরিস্থিতি এমনটি ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭৯ সালে যিনি সেকশন অফিসার হিসেবে যোগদান করেন তিনি বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব। সে সময় সাবেক সিএসপি বা ইপিএস-এর যে কর্মকর্তা উপসচিব ছিলেন তিনি বর্তমানে সচিব বা অতিরিক্ত সচিব। তাহলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সিভিল সার্ভিসের মর্যাদা কোথায় রক্ষিত হল ? অথচ এই একই সময়ে অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের সদস্যরা অনেকগুলো পদোন্নতি পেয়েছেন। কেউ তাড়াতাড়ি আবার কেউবা বিলম্বে। কেউ আগের অবস্থানে নেই।

## প্রশাসন ক্যাডারের সমস্যা কোথায় ?

বৃটিশ আমলের সেই 'ইস্পাত কাঠামো' এবং পাকিস্তান আমলের 'প্রচন্ড দাপট' হচ্ছে প্রশাসন ক্যাডারের পূর্ব ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের ভালো দিকগুলো এখন নেই, আছে শুধু বদনাম আর সমালোচনা। অতীতের প্রবীন ও দিকপাল আমলাদের বিরুদ্ধে কারণে-অকারণে উচ্চারিত বিষোদগারের দায়দায়িত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করছে আজকের কনিষ্ঠ আমলা ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী কমিশনার। স্বাধীনতার পরপরই রাজনৈতিকভাবে প্রবল চাপের মুখে কোণঠাসা



www.pathagar.com

হয়ে পড়েছিলেন এমনকি প্রতিভাধর আমলারাও। প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের খবর না পড়ে অফিসে যেতে সাহস হতো না তাদের। কার চাকরি আছে আর কারটা গেছে সে চিন্তায় তাদের ঘুম আসতো না। প্রশাসনে ছিল রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ছিল সার্ভিসে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল অনেকে। ন্যায়নিষ্ঠ কর্মকর্তা পরিণত হন নিরীহ অপদার্থে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে প্রশাসন ক্যাডারের ক্ষমতারও পরিবর্তন হলো। পুনর্বাসিত হলেন অনেকে। দেশের অগ্রগতির জন্য ভূমিকা পালনের সুযোগ পেলেন তারা। সামরিক প্রশাসন বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের ব্যবহার করলেন। প্রতিষ্ঠিত হলো আমলা-রাজনীতিবিদদের সহযোগিতার সম্পর্ক। যদিও ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে অনিয়ম তখনও চলছিল। বস্তুতঃ প্রশাসন ক্যাডারের ক্ষমতা ও দাপট পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই মুহূর্তটি সম্মুখীন হলো তীব্র বিরোধীতার। বিরোধীতার মূল শক্তি রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নয়, পেশাজীবীরা- আজকে যাদের প্রকৃচি বলা হয়। প্রকৃচির অব্যাহত বিরোধীতার মুখেও প্রশাসন ক্যাডার সরকারের সাথে সুসম্পর্কের কারণে (বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে) তেমন কোণ্ঠাসা হয়ে যায়নি এখানে একটা কথা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন- প্রশাসন ক্যাডারের সঙ্গে সরকারের সুসম্পর্ক থাকলেও এ সম্পর্কের ফলে জুনিয়র কর্মকর্তাদের কোন উন্নতি হয়নি। অন্যদিকে প্রশাসন ক্যাডারের জুনিয়র সদস্যরা (সাবেক সচিবালয় ক্যাডারসহ) অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় আরো পিছিয়ে পড়েন। প্রকৃচির বিরোধিতা এবং সরকারের সাথে মাঝে মাঝে দেন দরবারে জুনিয়ররা যথেষ্ট শক্তি যোগালেও তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। ক্যাডার সমিতির নেতৃবৃন্দ জুনিয়রদের ব্যাপারে কখনো সিরিয়াস ছিলেন না। যেহেতু বিভিন্ন সার্ভিসের আত্মীকরণ ও বিলুপ্তির মাধ্যমে বর্তমান প্রশাসন ক্যাডার সম্প্রসারিত হয়েছে, সেহেতু, তাদের মধ্যে সহজেই বিভক্তি বা বিভেদ সৃষ্টি সম্ভব। অতীতে তাই হয়েছে। কথিত আছে, ১৯৭৯ সালের পর দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় নিয়মিতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত জুনিয়র কর্মকর্তারা কখনো আন্দোলনের চিন্তা করলে- তাদেরকে এই বলে থামানো হতো যে, -"তোমরা হলে সিএসপি'র উত্তরাধিকার -বাংলাদেশী সিএসপি- চিন্তা নেই, পরিস্থিতি বদলে যাবে"। এত লোভনীয় আশ্বাসে কার না হৃদয় জুড়ায়! আরো এলো চমৎকার পরিভাষা-"সুশীল সেবক"। আমলা শব্দটা সেকেলে। সে অসহ্য শব্দটা এতই খারাপ যে শুনলে বমি আসে। তাই সুশীল সেবক। জুনিয়র কর্মকর্তারা মনে মনে মহাখুশী। সুশীল সেবকের আর পদোন্নতির দরকার কী ? কিন্তু তারা বোঝেনা- 'পশু পশুই-



www.pathagar.com

গৃহপালিত হোক আর বন বাদাড়ের হোক'। সেরকম সরকারি কর্মচারীকে যত আদর করেই আর মোলায়েম ভাষায়ই ডাকা হোক না কেন-সরকারি কর্মচারীর মন ভরবেনা এবং বদলাবেও না। একজন সরকারি কর্মচারীর পরিচয় সরকারী কর্মচারী হিসেবে। দলীয় কর্মচারী নয়। তাই সরকারি কর্মচারী বলে পরিচয় দিতে মোটেও লজ্জা থাকা উচিত নয়। একজন সরকারি কর্মচারীর অধিকার পদোন্নতির- মর্যাদার আত্মসম্মানের ও নিরাপত্তার। তার সুশীল সেবক হবার প্রয়োজন নেই। শুধু সেবক হলেই চলে।

## গণ পদোন্নতি-কোথায় ক্ষতি

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক সঙ্গে প্রশাসন ক্যাডারের বিভিন্ন স্তরে শত শত কর্মকর্তার পদোন্নতি হল। উপরেও নীচেও। সংখ্যায় বেশী হলো উপসচিব পদে। স্বাভাবিক। কেননা সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের বাংলাদেশ আমলের সদস্যরা এই প্রথম একটি সত্যিকার পদোন্নতির সুযোগ পেলেন। পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, ভুল তথ্য ইত্যাদির কারণে কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত অন্যায় সাধিত হয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে। বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। কিন্তু পদোন্নতি দানের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা বা নিন্দা করা মারাত্মক অন্যায়। স্বার্থান্বেষী মহল একে 'গণ পদোন্নতি' বলে অভিযোগ করেছেন। কেন ? অন্য সময় এরকম প্রতিবাদ হয় না। অস্থায়ী সরকারের আমলে (১৯৯১) পদস্থ অনেক কর্মকর্তার পদোন্নতি হয়েছিল- পদোন্নতি পাওনা ছিল তাদের। তখন কেউ কিছু বলেননি। প্রকৃচি প্রতিবাদ করলেও স্বার্থের কারণে করেছে।

এদেশে কোথায় পদোন্নতি থেমে আছে ? বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষক ১৯৭৯ সালে শিক্ষকতা ছেড়ে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন তিনি এখনো উপসচিব, ডিসি হননি অথচ তারই সহকর্মী প্রভাষক থেকে পুরোপুরি অধ্যাপক হয়েছেন অনেক আগেই। তাদের নিয়মে তারা পদোন্নতি পেয়ে থাকলে অন্যের কিছু বলার থাকতে পারে না। তেমনিভাবে ব্যাংক, সরকারি কলেজ এবং অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা একাধিক পদোন্নতি পেয়েছেন একই সময়ে কিন্তু কেউ তাতে মাথা ঘামায় না। কারণ তাঁদের সবারই শক্ত সমিতি আছে। তারা 'প্রেসার' সৃষ্টি করাতে পারেন। 'প্রকৃচি' সমিতি দাবী আদায় করতে পারেন হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়ে বা জরুরী সার্ভিসে বিঘ্ন ঘটিয়ে। প্রশাসন সমিতি তা করেনি শোভনীয় নয়। আইন সিদ্ধ নয়। তার খেসারত দিতে হচ্ছে জুনিয়র সদস্যদের। এদের



www.pathagar.com

কারো 'কারোর সন্তান হয়ত দু'একবছর পর বিসিএস উত্তীর্ণ হয়ে পিতারই সহকর্মী হবে। তারুণ্যের প্রতি, মেধার প্রতি, দক্ষতার প্রতি কি অবিচার!

**বর্তমান অসন্তোষ প্রসঙ্গে**

বর্তমানে সিভিল সার্ভিস প্রশাসন সমিতি বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করছেন। তাঁরা ক্ষুব্ধ এবং ভবিষ্যতে কর্মসূচী দেবেন বলেও কেউ কেউ বলেছেন। সংঘবদ্ধভাবে এই সমিতি এরশাদ আমলেও আন্দোলন করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ১৯৮৫ সালের ২২ ডিসেম্বর যখন পেশাজীবী ক্যাডারগুলো সরকারি নিষেধ অমান্য করে ধর্মঘটে যায় তখনই বিবিএস প্রশাসন সমিতি নিজেদেরও "পেশাজীবী ও বিশেষজ্ঞ" হিসেবে দাবী করে ২৭ দফা দাবী ও সুপারিশ পেশ করেন। তখন প্রশাসন সমিতির অভ্যন্তরেও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ছিল তীব্র। তারপর বিষয়টি সুরাহা না হলেও বেশ কজন সিনিয়র সচিব সরকারের সঙ্গে "অতীব সুসম্পর্ক" গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাদের অনেকে ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা আদায়ে সক্ষম হন। "জি-১০" নামে দশ সচিবের একটি গ্রুপকে রাষ্ট্রপতি এরশাদের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার জন্য অনেকে অভিযুক্ত করেন। এগুলো কতখানি সত্যি তা কেউ প্রমাণ করেনি। পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে প্রায় তারা সবাই দেশে বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন।

সাম্প্রতিক অসন্তোষ সূচিত হয় একজন প্রভাবশালী সচিব এবং সমিতি কর্মকর্তার অপমানজনক বদলীজনিত কারণে। বলাবাহুল্য সরকারের এই আদেশ প্রশাসনিক অসুস্থতার লক্ষণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ। এটি শুধু যে একজন কর্মকর্তার প্রতি অবিচার তা নয়- মৌলিক মানব অধিকারেরও পরিপন্থী। ইতিমধ্যে আরেকজন ডিসিকে একজন মন্ত্রী কর্তৃক অপমান করার অনভিপ্রেত ঘটনারও সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসন ক্যাডার সমিতি সরকারের কাছে ছয় দফা দাবী পেশ করেছেন। শুধু প্রশাসন ক্যাডার সমিতি নয় সচিব কমিটিও এই দাবীতে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে। অতীতে বিভিন্ন ক্যাডারের বহু কর্মকর্তা হয়রানি, অপমান ও প্রতিহিংসামূলক কারণে অন্যায়ের শিকার হয়েছিলেন যেমনটি বর্তমানে আরো অনেকে হচ্ছেন। ডঃ শেখ মকসুদ আলী, মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, ডঃ তৌফিক-ই এলাহী চৌধুরী, শহিদুল আলম, আব্দুল মু'য়ীদ চৌধুরী, খালেদ শামস্, আনিসুল হক চৌধুরী প্রমুখের ক্ষেত্রে অনেক



www.pathagar.com

অনিয়ম হয়েছে। সাবেক ই পি এস এস ক্যাডারের একজন সদস্য আলতাফ হোসেন তালুকদার প্রায় ২৫ বছর চাকুরী করেও পদোন্নতি পাননি। তিনি অবশেষে গত বছর ইন্তেকাল করেছেন। জুনিয়র কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এরশাদ আমলে অনেক অবিচার হয়েছে। সে সময় সচিবালয়ে ক'জন জুনিয়র কর্মকর্তাকে এম-এল-৯ এর অধীনে চাকুরীচ্যুত করা হয়। সম্ভবতঃ এদের একজন এই সরকারের আমলে চাকরি ফিরে পেয়েছেন। অন্যদিকে সে সময় অনেক বহিরাগতকে প্রশাসনের উচ্চ পদে নিয়োগ করা হয় (যেমন, যাদুঘর এনামুল হক)। কিন্তু প্রশাসন সমিতি কখনোই জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করেনি, প্রতিবাদ করেনি। সাবেক সচিবালয় ক্যাডার, তথ্য ক্যাডার, ট্রেড ক্যাডার ছিল অন্যায় আচরণের শিকার। এদের পক্ষেও কেউ কথা বলেনি কখনো)।

বর্তমানে প্রশাসন ক্যাডার সমিতি যে, ছয়দফা দাবী পেশ করেছেন তার প্রথম এবং প্রধান তিনটি দাবীই ব্যক্তি কেন্দ্রিক ও সাময়িক। উপসচিব পদোন্নতির দাবীটি থাকলেও আলোচনার সময় এটি কোন গুরুত্ব পাবেন যদি না সমিতির নেতৃবৃন্দ বিষয়টিতে আন্তরিক না হন। সরকার চাইবেন আপাততঃ প্রধান ইস্যু অর্থাৎ একজন সচিবের বদলী সংক্রান্ত বিষয়টি সমাধান করে অন্যগুলো এড়িয়ে যেতে। এবারও প্রশাসন ক্যাডারের জুনিয়র সদস্যরা হতাশ হবেন- এ আশংকা কী করে দূর হবে ? এখানে আরেকটি সাধারণ অথচ ঐতিহাসিক সমস্যা হল- জুনিয়ররা কখনোই সিনিয়রদের বিপক্ষে যেতে পারেন না। সিনিয়ররা ভেতরে যেমনি বস্-দন্ডমুন্ডের কর্তা-বাইরেও তেমনি বস্। জুনিয়রদের বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করার মতো অনেক সুযোগই এ সিস্টেমে আছে। অতএব সিনিয়রদের পেছনে না থেকে উপায় নেই। জুনিয়ররা ইহকাল ওপরকালের জন্য 'ইওর ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট'। একজন জাঁদরেল সচিবের সামনে তাঁরই অধীনে কর্মরত একজন সহকারী সচিব সহজ হতে পারেন না। প্রতিবাদ করতে পারেন না। সব সময় 'হাঁ' বলতে হয়। বার্ষিক গোপণীয় প্রতিবেদনের খড়গ সর্বদাই ঝুলে। অন্যদিকে- বিদেশ প্রশিক্ষণ, গাড়ি, ছোটখাট সুবিধা হারাবার ঝুকিতো থেকেই যায়। একজন সচিব, অতিরিক্ত সচিবের একান্ত সচিব হন একজন সহকারী সচিব বা সিনিয়র সহকারী সচিব অর্থাৎ দু'জনই প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা। একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা কেন অন্য একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার একান্ত সচিব হবেন। সেজন্য তো দক্ষ সাঁটলিপিকার-স্টেনো এবং সহায়ক কর্মচারী অনেকে আছেন। এটা অশোভন এবং দক্ষজনশক্তি ও মেধার অপব্যবহার বই কিছু নয়। বিষয়টি চলে আসছে অতীতকাল থেকে এখনো



www.pathagar.com

চলছে। কেউ এটি পরিবর্তনের চিন্তা করছেন না। কারণ একটাই 'সুশীল সেবক'।

তবে কি প্রশাসন ক্যাডারের সমস্যা জুনিয়র, সিনিয়র সমস্যা ? না, মোটেও নয়। সমস্যাটি সার্বিক। যেহেতু সচিবসহ অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদের কোন সমস্যা'পজিশনের' কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'কানেকশনের' কারণে ইস্যুতে পরিণত হতে পারে- দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সরকার ও প্রচার মাধ্যমের সেহেতু এটি আলোচিত হয় বেশী। জুনিয়ররা পদ মর্যাদার কারণে সে ধরণের গুরুত্ব পান না। সহায়তা বা সহানুভূতিও পাননা। কিন্তু কল্যাণমুখী একটি প্রশাসন ক্যাডার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উভয়েরই সমান ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে। সিনিয়রদের মর্যাদা সুরক্ষার দায়িত্ব জুনিয়রদের আবার জুনিয়রদের টেনে তুলবার দায়িত্ব সিনিয়রদের।

**অন্যরা এত উৎসাহী কেন**

প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তার অন্যায়মূলক বদলীর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বাইরেও কথা হচ্ছে। হবে স্বাভাবিকভাবে। সাংবাদিকরা লিখবেন। কারণ তাঁদের কাছে আমলা বিষয়ক যে কোন ঘটনাই সুস্বাদু খাবার। আমলারাই সচিবালয়ের ভেতরে বাইরে তাদের সংবাদ সংগ্রহের উৎস। বন্ধুত্বের কানেকশনকে পুঁজি করে তারা ঘুর ঘুর করেন। তথ্যের সন্ধানে ঘরে বেড়ান এ ডেস্ক থেকে এ ডেস্ক থেকে ঐ ডেস্কে। তাঁরা সমালোচনা একটু বেশী করলেও মাঝে মাঝে সরকারি কর্মকর্তাদের সমস্যাও তাঁদের রিপোর্টে তুলে ধরেন। এ জন্যে তাদের প্রতি আমলাদের কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

রাজনৈতিক দলগুলো সুযোগ সন্ধান করেন। সরকারি কর্মচারী বিশেষ করে প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া তাদের রাজনীতিরই অংশ। বিরোধীদল এখন উল্টো কাজটাই করছেন। তারা প্রশাসন ক্যাডার সমিতির দাবীর সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছেন। এতে তাদের লাভ হবে। কিন্তু ক্যাডার সমিতির লাভ হবে না। এতে করে প্রশাসনিক ইস্যু রাজনৈতিক চরিত্র পাবারই আশংকা থেকে যায়।

বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ নাকি বিবৃতি দিয়েছেন। এটা তাঁদের গরজ। মুস্কিল হল তারাও সবকিছু বোঝার ভান করেন, না বুঝেও। তাদের স্বার্থ কি ? বুদ্ধিজীবী হবার অনেকগুলো পূর্বশর্তের একটি হলো-আমলা ও প্রশাসন যন্ত্রের দোষত্রুটি খুঁজে বিবৃতি দানের সুযোগ কাজে লাগানোর দক্ষতা। তাঁরাও এবার আমলাদের



www.pathagar.com

সমর্থনে বিবৃতি, দিয়েছেন। ব্যাপারটি কী ? রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ? না অন্যকিছু ? একজন আমলার একটি কবিতা পত্রিকায় ছাপা হলে একজন কবি বুদ্ধিজীবী ক্ষেপে যান "আমলারা আবার কবিতা লিখতে পারে নাকি ?" অথচ দেখা যাবে আরেকজন কবি বুদ্ধিজীবী সেই আমলা কবিকে তোয়াজ করছেন- কারণ তাঁর হাতে আছে সম্পদ, বিজ্ঞাপন, তদবীর ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও বিবৃতি দিয়েছেন একজন সচিবের বদলী এবং আমলাদের হয়রানির বিরুদ্ধে।কী চমৎকার! যাঁরা আমলাদের সমালোচনায় সদা তৎপর, দেশের যাবতীয় দুর্দশার কারণ বলে প্রশাসন ও আমলাদের দায়ীকরেন তাঁরা এই প্রথমবার আমলাদের প্রধান সমিতির পক্ষ অবলম্বন করে বিবৃতি দিলেন। কেন তাঁরা এ সময় এত উদার হলেন ? সেটিও কী রাজনৈতিক স্বার্থে ? নাকি অন্য কোন কারণে ? অতীতে প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কত অন্যায় আচরণ হয়েছে- কই কোনদিন তো তাঁরা মুখ খোলেননি। তবে এখন কেন ? এতে প্রশাসন ক্যাডারের কী লাভ হবে ? বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির করার মত আরো অনেক কিছু আছে। তাঁরা আমাদের ছেলেমেয়েদের দয়া করে নিয়মিত সুশিক্ষা দান করলেই আমরাখুশী। আমলাদের কল্যাণ চিন্তা তাঁদের না করাই ভালো। কি দরকার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর ?

## রাজনীতি-প্রশাসন সম্পর্ক

আমলারা প্রজাতন্ত্রের ভৃত্য। কোন সরকারের নয়। কথাটা সত্যি। কিন্তু এতে কথা আছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত যে কোন সরকার স্বাভাবিকভাবেই সংগত কারণেই তাদের দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনকেই ব্যবহার করবেন। প্রশাসন ক্যাডার অতীতে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে। ভবিষ্যতেও করবে। তাহলেই গণতন্ত্রের প্রতি তথা জনগণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ পাবে। কিন্তু নিছক দলীয় ও রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থে কোন অন্যায় হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার একটা বিহিত হতে হবে। প্রশাসন ক্যাডার সমিতি একটা ট্রেড ইউনিয়ন নয়। তবে সমিতির দায়িত্ব হবে সমিতির সকল সদস্যের উন্নয়ন। কোন সাময়িক ইস্যুতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়ানো উচিত হবে না তাদের। অন্যদিকে সরকারও আমলাদের মান-মর্যাদা রক্ষা করবেন। কারণ প্রশাসনের মান মর্যাদার উপর তাদেরও মান মর্যাদা নির্ভরশীল।



www.pathagar.com

## সংকট কার সরকার না প্রশাসন সমিতির

কেউ কেউ বলছেন-বর্তমান সরকার বড় অসময়ে প্রশাসনিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন কেননা সামনেই নির্বাচন। এ ধরনের মন্তব্য সেই অতীতে প্রশাসনকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার মানসিকতা থেকে সৃষ্ট। সবাই ধরে নিয়েছেন যে, ক্ষমতাসীন দলের নির্ভরশীলতা আমলাদের উপর-জনগণের উপর নয়। বস্তুতঃ এ সমীকরণ ভুল। প্রশাসন-আমলারা কখনো স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে কোন অন্যায়কে গ্রহণ করেনি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ রাজনীতির স্বার্থে কাজ করলেও ব্যাপকভাবে এটা হয়নি। একটা সত্যি কথা কেউ কোনদিন উচ্চারণ করেননি- তাহলো ১৯৯১ সালে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সরকারি কর্মকর্তাদের অবদান। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন এই সরকারি কর্মকর্তাদের দিয়েই নির্বাচন পরিচালনা করেছেন- কোন ফেরেশতা দিয়ে নয়।

বর্তমান অসন্তোষ সরকারের জন্য সংকট সৃষ্টি করেছে কি ? সামান্য ও সাময়িক। আগামী নির্বাচনে সরকার গঠন নির্ভর করছে জনগণের উপর। তখনও এ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তাই সংকট হচ্ছে প্রশাসন ক্যাডারের। ক্যাডার সদস্যরা যদি নিজেদের একটা সংগঠিত, গঠনমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনের মাধ্যমে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করেন তাহলে সংকট কেটে যেতে পারে। অথবা নিজেদের কেউ কেউ যদি প্রশাসনিক মূল্যবোধ জলাঞ্জলী দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধা লাভের জন্য সমিতিকে ব্যবহার করেন বা অন্যের হাতে ব্যবহৃত হন তাহলে সংকট তীব্র হবে। বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে সরকারকেও। কারণ প্রশাসনের কর্মকর্তারা জনগণের বাইরে নন। (সাপ্তাহিক বিক্রম, ১০ জুলাই, ১৯৯৫)।



www.pathagar.com

# আমাদের সরকার ও প্রশাসন দুই মুখো দানব

## নাজীমউদ্দিন মোস্তান

১৯৪৭-এর আগে কলকাতাকেন্দ্রিক ভারতীয় স্বার্থ ও সম্প্রদায় শোষণ করেছে এদেশকে। ৭১-এর পূর্বে পিন্ডি-ইসলামাবাদ কেন্দ্রিক পাকিস্তানী স্বার্থ ও সম্প্রদায় শোষণ করেছে বাংলাদেশকে। আজ ১৯৯১ সনে বাংলাদেশকে শোষণ, পীড়ন ও বঞ্চনায় পর্যুদস্ত করছে কে ? শিল্পপতি এ কে খানের পুত্র সরকারী মন্ত্রী এ এম জহিরুদ্দিন খান বলেছেন, আজ এদেশ ১৯৪৭ সনের চাইতে দরিদ্র- এদেশের ৮০ ভাগের মত মানুষ বিবর্ণ, তেনাসর্বস্ব, দুঃস্থ হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে আর কোন দিন এদেশের মানুষ এমন নির্লজ্জ শোষণের কবলে পড়েনি। এ শোষণে কোটি কোটি মানুষ আদিম জীবন অবস্থায় পৌঁছে গেছে। প্রতিবাদ জানানোর ভাষা পর্যন্ত নেই। নির্মম শোষণ, বেআব্রু পীড়ন, সংহার হয়ে উঠেছে এমনি ভয়ঙ্কর, আজ বাংলাদেশের নারী-পুরুষ-শিশু ক্রীতদাস ও পশুর মত পাচার হচ্ছে। আশে পাশের দেশে নিয়ে অঙ্গ-প্রতঙ্গ কিডনীর জন্য হত্যা করা হচ্ছে তাদের। এদেশের মেয়েরা হাজারে হাজারে বিক্রি হচ্ছে পাকিস্তানের পতিতাপল্লীতে। এদেশের পাট শিল্প মরে গেছে। বস্ত্র শিল্প নিশ্চিহ্ন হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প পীড়ন ও শ্রম নিঙড়ানোর কুঠিতে পরিণত হয়েছে। অসহ্য শোষণে বাংলাদেশের বুক, ব্রহ্মতালু, সমগ্র অস্তিত্ব কেটে যাচ্ছে। রাষ্ট্র, রাজনীতি, সরকার, সমাজ, অর্থনীতি এ শোষণ দূর করার বদলে এ শোষণকে উদাসীনভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ফলে সমগ্র রাষ্ট্রও শোষিত হচ্ছে তার কাঠামো ও জনগণের সাথে। শোষণের তাণ্ডবে বলহীন শক্তিহীন হয়ে উঠেছে দেশে। প্রতিবেশীর হাতে, হৃতবঞ্চিত ব্যবহৃত এ দেশটিতে শোষণ প্রতারণার সাথে যুক্ত হয়েছে ভদ্র সমাজ। শোষণের কল যারা ঘোরাচ্ছে, শোষণের রস যারা পান করছে, তারা পাষাণপুরীর পাগলা মেহেরের মত কিছুক্ষণ পরপর আধিভৌতিক আওয়াজ তুলছে, সব ঝুটা হ্যায়। কিন্তু আরও বেশীভাবে শোষণের যন্ত্রকে আঁকড়ে ধরছে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। বাংলাদেশে উৎপাদন ও সৃষ্টিশীল কর্মধারা ক্ষীয়মান হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রতিদিন আগের চাইতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে শোষণের শক্তি ও মূর্তি। প্রতিদিন আরও নিষ্ঠুরতা কদর্যপদ্ধতি ও দৃষ্টিহীনতা নিয়ে শোষণের সাথে যুক্ত হচ্ছে নব আকাঙ্খার জাতক। শোষক শোষকের মাথা ফটিয়ে ঘিলু খাচ্ছে কিন্তু এ তাণ্ডবত্তা আরও অবার্চীন শোষণের পথ খুলে দিচ্ছে। এসময় বিক্রম স্থির করেছে, শোষণের প্রতিকৃতি ও অবয়বটা একবার তুলে ধরবে



www.pathagar.com

পাঠকদের সামনে। কানাডা কেন্দ্রিক Like minded group-এর রিপোর্টএ দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও শিক্ষা সাধারণ মানুষকে অধিকারে শক্তিমান করেনি। বাংলাদেশের শক্তিমান গোষ্ঠীটি হচ্ছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত সামরিক বাহিনী, শিল্পপতি চক্র, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা ও আমলা চক্র। এদের সাথে জড়িত মহলই আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শোষণলীলার হোতা ও বাহন। এখানে গণঅভ্যুত্থান ও নির্বাচনের কথা বারবার উচ্চারিত হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সাময়িক ঐক্যজোট গড়ে উঠলে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ক্যু-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটে। নূতন নেতৃত্বের ক্ষমতা অর্জনকালে জনগণ শোষণমুক্ত হবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু প্রতিটি রাজনৈতিক ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত অশ্বডিম প্রসব করে একারণে যে, সামরিক, রাজনৈতিক আমলা, শিল্পপতি ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলই জনগণকে বঞ্চিত করে নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সরকারকে তাদের ইচ্ছাপূরণে বাধ্য করে। এমন পরিস্থিতিতে সমপদের দিক দিয়ে দরিদ্র ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় অনুপস্থিত মানুষেরা আরও অসহায় হয়ে পড়ে। দুর্বল , দুঃস্থ, ক্ষমতাহীন নারী-পুরুষের উপর শোষণ আরও তীব্র আকার ধারণ করে-কারণ দুর্বল রাষ্ট্র ও দুর্বল সরকারকে একপাশে ফেলে রাষ্ট্রের পিয়ন, চাপরাশী, কেরানী, কোতওয়াল, ম্যাজিষ্ট্রেটসহ সবাই অর্থের বিনিময়ে ক্ষমতা বিক্রি করে এবং প্রশাসনকে করে তুলে দেশের বৃহত্তম শোষণ-যন্ত্র। বাংলাদেশে সরকার তার নির্বাচিত মণ্ডলী, স্থায়ী মেধাবী আমলা এবং সিনিয়র স্কেলের নামে পদোন্নতি প্রাপ্ত অপদার্থ আমলাচক্রের সাথে ছা-পোষা কেরানী, ফেরীর টালি ক্লার্ক পর্যন্ত যা কিছু গড়েছে সবাই ক্ষমতা অনুযায়ী জনগণকে শোষণের অধিকার প্রাপ্ত মহাজন। নির্বিঘ্নে শোষণ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করলে এরা বিপত্তি সৃষ্টির মাধ্যমে শোষণকে তীব্রতর করে। সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রের পিছনে বৎসরে ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় বাজেটের। তার চাইতে বেশী অর্থবিত্ত স্বার্থ আদায় হয় জনজীবন থেকে। খালেদা জিয়া হতে গ্রামের চৌকিদার পর্যন্ত সুব্যবস্থিত শোষণ যন্ত্রটি প্রতিদিন সংবিধান, সংবিধি, প্রশাসনিক বিধান, ম্যানুয়েলের সীমা ডিঙ্গিয়ে জনগণকে দাস সমাজে পরিণত করেছে। রাজনৈতিক চক্র, আমলাচক্র ও সামরিক চক্র, সংসদ, জেলা, উপজেলা-এর মধ্যে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধ স্থায়ী হবার পেছনে নিরীহ জনগোষ্ঠীকে শোষণ এবং প্রকৃতির কাঠ সম্পদ হরণের স্বার্থ জঘন্য ভূমিকা পালন করেছিল। সারাদেশে রাজস্ব আদায়, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্মসাতের মাত্রা এত প্রবল আর কোনদিন ছিল না। এ রাষ্ট্রের কাছে



www.pathagar.com

অধিকারহীন ও ক্ষমতাহীন মানুষের প্রতিকার দাবী অরণ্যেরোদন হয়ে ওঠায় বাংলাদেশের সংসদ বাহিনী অংশীদার রাজনীতি ও আমলাতন্ত্র পরিবেষ্টিত সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে বর্গীতন্ত্রের তুল্য শোষণ, পীড়ন ও উৎপাটনের সর্ববৃহৎ ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ক্ষমতাবহির্ভূত থাকাকালে যে সব দল তিনজোটের ঘোষণায় এ রাষ্ট্রযন্ত্রের এ চরিত্র বদলের অঙ্গীকার দিয়েছিল-তারা যখন সংসদে ও ক্ষমতায় তখন প্রশাসনের অফিসার, কর্মচারীদের অত্যাচারে ও শোষণে দেশের সাধারণ মানুষ আরও দিশেহারা হয়ে উঠেছে। এ প্রশাসনযন্ত্রের নীচের দিককার স্বল্পভুক কর্মচারীরা নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য আজকাল আন্দোলনের বদলে উর্ধ্বতন অফিসারদের ঘুষ প্রদান, কালার টিভি-ভিসিআর দেওয়ার পথ গ্রহণ করেছে। এ রাষ্ট্রযন্ত্রের অফিসারদের মধ্যে স্বাধীনতার সময় মুসলমানদের সংখ্যাছিল ৯৫ ভাগ, অন্যান্য ধর্মের লোক ছিল ৫ ভাগ। আজ অফিসারদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৭২ ভাগ, অন্যান্য ধর্ম ২৮ ভাগ, প্রশাসনিক কাঠামো ক্রমেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' হয়ে উঠছে। কিন্তু জনগণকে শোষণ ও প্রতারণার ক্ষেত্রে একের চাইতে অন্যের খাই আরেক মাত্রা বেশী। অফিসারদের মধ্যে খুব সামান্য ঘরের সন্তান, সমাজবাদ, মার্কসবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন-সব রাজনীতির লোক আছে। কিন্তু শোষণ ও প্রতারণায় কারু অবস্থান এতটুকু দুর্বল নয়। খুব প্রগতিশীল যে ছাত্রনেতা আমলাতন্ত্রে ঢুকেছে সেও ভালুকার খাসজমি আপন বাবার নামে লিখে নিয়েছে শত শত ভূমীহীন কৃষক উচ্ছেদ করে-উক্ত এলাকার ইউএনও ইত্যাদির দায়িত্ব পেয়ে। প্রশাসনের মধ্যে শাহ আব্দুল হান্নান কিংবা মমিনুল্লাহ পাটোয়ারীর সংখ্যা লাখে ১ জন। তাঁরা জনবিচ্ছিন্ন ভাল মানুষ, নিজেরাই অত্যাচার পীড়নের মধ্যে কাজ করেন। রাজস্ব বোর্ডের যে কর্মকর্তা দুর্নীতিবাজ-যার ফাইলে অর্থমন্ত্রী কোন সুপারিশ করেননি, আমলাদের চক্রান্তে, তাকে এক্সটেনশন দিয়ে ফাইলে সই করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু যিনি আসলেই লুটেরা চক্রের বিরুদ্ধে লড়েছেন, রাজস্ব আদায়ের জন্য, তাকে এক্সটেনশন দেবার ফাইলে সাইফুর রহমানের একপৃষ্ঠা নোট থাকলেও আমলারা এক চিরকুট দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া যায়নি। আসলে শিল্পপতি নামের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রক রাঘবরা জি-১০ ও আমলাদের মাধ্যমে যে অপছন্দের "লোকসেবক"দের বিনাশ করে "ফ্রেন্ডলি-ব্যুরোক্রেট" গড়ে তোলেন, সরকারী বেতনের সাথে বেসরকারী খাতের নিয়মিত সরবরাহ দেওয়া উপাচার ভোগের মাধ্যমে। আমলাদের কোটিপতিরা কী দেন, তা পড়ুন Richest people of Dhaka city অধ্যায়ে ডঃ



www.pathagar.com

কামাল সিদ্দিকীর গ্রন্থে (যিনি এখন প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ে আমলাদের পুরোহিত) : Bribing politicians, bankers, high bureaucratic power holders, at different levels etc, through various methods supplying prostitutes, presents, cash money, drinks, trips abroad, parties, heavy donations to the ruling parties, providing transports for carrying political supporters to public meetings and welcoming ceremonies etc quite rampant for evading income tax, custom duties, defaulting loans, even strategic project information from relevant agencies etc, অর্থাৎ কোটিপতি শিল্পপতিরা আমলা ও রাজনৈতিক শাসকদের জন্য সরবরাহ করে বারবণিতা, দেয় উপঢৌকন, নগদ অর্থ, মদ, বিদেশ ভ্রমণ, উৎসব আসর, দলের মোটা চাঁদা, জনসভা ও সম্বর্ধনা সভায় লোন, যোগাযোগের গাড়ী। এ ভাবে আয়কর, শুল্ক ঋণ এড়িয়ে, টেন্ডার বাগিয়ে, পারমিট লাইসেন্স বের করে, খাস জমি খতিয়ে, প্রকল্পের সূত্র জেনে নিয়ে উপার্জন করে কোটি পতিরা। চোরাচালান, মাদক চালান, মজুদ, কালোবাজারী, আত্মসাৎ, চুরি জবরদখল, সরকারী জমি, বাড়ী, শিল্প, দোকান দখলের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কিছুটা 'neutralise' করতে হয় তখন তারা একপাশে কাত হয়ে থাকে আপনি নিরাপদে বমাল পার হয়ে যান।

ব্রাহ্মন বাড়িয়ার সীমান্ত এলাকায় রিপোর্টিং শেষ করে ফিরে আসা সাংবাদিক আমিনুর রশীদের কাছ থেকে বেশ ভয়াবহ তথ্য জানা গেছে। সমগ্র গ্রামাঞ্চলে জুড়ে সুদের কারবার। সুদ আর চোরাচালান একাকার হয়ে উঠেছে। চোরাচালান এবং মহাজনী কারবারের গ্রন্থি একই স্থানে, একই হোটেলে। শতকরা প্রতিমাসে ১০/১২ টাকা নিয়ে চোরাচালান, ব্যবসা, অনটন মোকাবেলা যা খুশী করুন। সুদ-আসলে যথাসময়ে পরিশোধ করতে না পারলে জমি ভিটি ছেড়ে আশুগঞ্জের রেল ইয়র্ডে আশ্রয় নিতে হবে। নিদারাবাদ হত্যাকান্ডের এলাকাগুলোতে সুদের তাণ্ডবে স্বজাতির কাছে ভূইভিটি হারা মানুষ দেশান্তরীও হচ্ছে। কোন বিচার আচার নেই। কারণ এসব কার্যক্রম চোরাচালানী, সুদখোর মহাজন ও তাদের প্রহরীদের সমাজপতি করে তোলে জেলা কমিটি, আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে তারাই সম্মানিত সদস্য। দক্ষিনাঞ্চলে বরিশালে চোরাচালান, সর্বহারা, লোকপাচার, সুদের কারবার, মাস্তানী একাকার হয়ে 'নতুন সমাজ' সৃষ্টি করছে। শ্রম ও উৎপাদনে নিয়োজিত মানুষেরা বেওকুফ হিসাবে চিহ্নিত এবং



www.pathagar.com

অর্থনৈতিকভাবে অধঃপতিত সত্তায় পরিণত হচ্ছে। সন্ত্রাস, ভীতিসৃষ্টি, সুবিধা আদায়, লাভজনক সম্পত্তি দখল ও আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়ে উঠেছে সবচাইতে নব্য সাহসীদের কিছু করে নেবার ভৌ দৌড়ের রাস্তা। বাংলাদেশের শাসনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে পুরোপুরি নৈরাজ্যের যুগটিতে স্বাভাবিক উৎপাদনে, শ্রমের ও মেধা বিনিয়োগ, বিপণন হয়ে উঠেছে ক্ষীণ স্রোতের কর্মধারা। এখানে সামন্তবাদী, ধনবাদী শোষন ও স্বাভাবিক মুনাফার কারবারও হয়ে উঠেছে বিপন্ন। কারণ, প্রণালীবদ্ধ উৎপাদন ও শোষণের চাইতে নৈরাজ্যকর তাণ্ডব আমলাতন্ত্র প্রশাসন এবং কোন কোন রাজনীতির কাছে প্রশ্রয় পাচ্ছে। কারণ, বেহিসেবী আয়ের লোকেরা ভাণ্ডার ভাগ বসানো যায় বেশী।

শোষণের জন্য গঠিত পুনর্গঠিত ও ব্যবহৃত এদেশে আদিম কৌম সমাজের সর্দার রীতির শোষণ প্রথা হতে শুরু করে বহুজাতিকের সর্বাধুনিক শোষণ বঞ্চনাও পুঞ্জীভূত হয়েছে। কোন শোষণই এদেশে পরবর্তী উন্নততর শোষণ দ্বারা অপসারিত (replaced) হয়নি।

ভক্তিবাদী আনুগত্য, পারিবারিক অনুসৃতি, সামাজিক সংগঠন, সেবামূলক উদ্যম, সমবায়, ব্যক্তি মালিকানা, কেউই শোষণের বাইরে নয়। এদেশে শোষণ থেকে মুক্তির ব্যক্তিগত পথ হলো, শোষণ যন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে সুবিধাগ্রহণ। কিন্তু এ শক্তি ও সাধ্য যাদের নেই, তারা প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির অসহায় শিকার।

উপকুলের ঝড়ে শোষক প্রাণ হারায় না, প্রাণ হারায় শোষণের জন্য সেখানে প্রেরিত মনুষ্যকুল। দরিদ্র, শিশু ও নারী-দুর্বল জনশ্রেনী হচ্ছে অজস্যধারার শোষণে লণ্ডভণ্ড জীবনের বাহক। রাজনীতি গণঅভ্যুত্থানের আগেও যাদের ব্যবহার করেছে, তারা এখন হতাশ। এর উপরে বিদেশী লগ্নি পুঁজি, জাতীয় ব্যাংকের শোষণ, মহাজনী শোষণে প্রতিদিন মানুষ মরছে ক্ষুধা, জরা ও অসহায়ত্ব নিয়ে। বাংলাদেশে শোষণ ও বঞ্চনার চাইতে উপেক্ষা বড় নির্মম। এখানে জন্ম, মৃত্যু বিকাশের প্রতি কারো দায়িত্ব, দায়, ও দরদ নেই। এক ধ্বংসোন্মুখ জনপদের মানস জেগে উঠেছে এদেশে শোষণ,পীড়ন, বঞ্চনায়। শোষনের প্রনালী ভেঙ্গে লুণ্ঠন প্রবল হচ্ছে, বহুজাতিকগুলো ব্যবসার নামে লুট করতে গিয়েও ধুঁকছে। যক্ষ্মাক্রান্ত দেশে মদের উৎপাদন বেড়েছে ৪গুণ। সাংস্কৃতিক exploitation চলছে নানা দিকে।



www.pathagar.com

পরতের পর পরতের খণ্ড খণ্ড শোষণকে লাঘবের ধারণা প্রচার করছে এনজিও। রাজনীতিকেরা শোষণ দানবের দেহে অঙ্গীভূত হবার আগেই কেবল শোষণ মুক্তির কথা বলেন। কিন্তু উন্নততর উৎপাদন ও প্রযুক্তির ফসল প্রদানের শোষণকে সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে এনে জনগণকে উৎপাদন ও প্রযুক্তির ফসল প্রদানের মাধ্যমে কোন ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার যোগ্যতাও রাজনীতিকদের নেই। আমলাতন্ত্র শোষণযন্ত্র বদলানোর পক্ষপাতি কখনোই নয়। আন্তর্জাতিক শোষণের শক্তিগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে জাতীয় অস্তিত্বকে এর মধ্যে বিকশিত করার মত নেতৃত্ব ও সংগঠক অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এখনও দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাপক নগরায়ণ, বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ, ইনফর্মাল খাতের অভাবিত প্রসারে শ্রমশক্তি অকৃষি-অশিল্প খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। কৃষিপণ্যের অবস্থা থেকে দেখা যায়, ধান ও সব্জী ছাড়া কোন উৎপাদনই নিবিড় নয়। নোয়াখলীর গ্রামাঞ্চলে কৃষি মজুরের অভাব তীব্র। এখানকার আধুনিক কৃষি মজুররা চুক্তিতে কাজ করেন দ্রুত, রোজ মিলিয়ে কাজ করলে গেরস্থের মাথায় বাজ পড়ে। শ্রমবিক্রি, বর্গাচাষ, ইনফর্মাল খাতের সম্মিলিত আয় দিয়ে গ্রামাঞ্চলে অলস ভদ্র জনশ্রেনীর অলাভজনক জমিজমা কিনে নিচ্ছে পরিশ্রমী চালাক চতুর শ্রেণী। কিন্তু উত্তরাঞ্চলে এমন উদ্যোগী কৃষি মজদুর নেই। ফরিদপুর ও জামালপুরের বন্যার্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ "হাটার জন্য" (ভিক্ষা) ও বাসাবাড়ীতে থাকার জন্য শহরে চলে আসে। গ্রামাঞ্চলে মওসুমে কৃষি শ্রমিকের অভাব ও অন্যসময় কৃষি মজুরের বেকারত্বে প্রতীয়মান হয়, কৃষি খাতের উপর ভাগ্য সমর্পণ করে কৃষক ও মজুর কেউই বাঁচতে পারে না। সার, পানি, বীজের সরবরাহ এবং ধানের নিশ্চত বাজার তিনচার মাসে একটি ফসল তোলার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে। সংগঠিত কৃষি খাতে এখন আসলে ধান আবাদ ছাড়া সব কিছুতে নৈরাজ্য। সংগঠিত শিল্প খাতে এখন প্রকৃত উৎপাদন সামান্য, শিল্প হচ্ছে ইজ্জতের পতাকা। ৬০ ভাগ শিল্প-কারখানা বন্ধ। বাংলাদেশের উপর এটা হচ্ছে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শোষণ-হরণের ছায়া। ৪৭- এর আগে বাংলাদেশ ছিল কলকাতার কাঁচামাল যোগানোর ভূখণ্ড। এখন বাংলাদেশ ভারতের কৃষি ও শিল্পপণ্যের বিরাট বাজার। জাপান বৃহত্তম সাহায্যদাতা হয়ে যেটুকু বাজার পায়, ভারত তার একদশমাংশ সহায়তা না দিয়েও পায় জাপানের চাইতে অনেক বড় বাজার। বাংলাদেশ বিদেশী সাহায্য আনে ও আমদানী করে-তার ষাট ভাগ চলে যায় ভারতে। বাংলাদেশের



www.pathagar.com

বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ভেঙ্গে ভারতের জন্য আমদানীর ব্যবসা বন্ধ করলে খাতুনগঞ্জ হতে শুরু করে ঢাকা চেম্বার পর্যন্ত ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ৭১-এ যে পরিমাণ পণ্য আসতো এখন ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে তার ১০গুণ। তখন বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে যে পরিমাণ পণ্য যেতো, তার একপঞ্চমাংশও ভারতে যায় না। ভারতীয় পণ্যের বাকী দাম বাংলাদেশকে দিতে হয়–সোনা, জ্যান্ত মানুষ, বৈদেশিক মুদ্রা ও আমদানীকৃত পণ্য দিয়ে। দক্ষিনপূর্ব এশিয়া থেকে ইলেক্ট্রনিক্সসহ নানা শিল্প ভারতে সরে আসছে। ফলে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে ভারতের বন্দীবাজার। বাংলার মসলিনকে নিশ্চিহ্ন করে একদা এখানে সূতীবস্ত্র ছড়িয়ে গড়ে উঠেছিল ম্যানচেষ্টার, তারপর বাংলাদেশের বাজার ও কাঁচামাল দিয়ে গড়ে উঠেছিল আদমজী-ইস্পাহানী সেগুলো যদি ঔপনিবেশিক ও নব্য ঔপনিবেশিক শোষণের মডেল হয়ে থাকে, তাহলে মাড়োয়ারী পুঁজির চোরাচালানকে সামনে রেখে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটা শিল্পায়ন ও নগরায়ণ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের কর্ম, অর্থ, পুঁজি, সঞ্চয় হরণ করে। ইংরাজ শোষণের ক্ষেত্র তৈরির জন্য এদেশে ছিল কুঠিয়াল। লালপাগড়ী এবং প্রশাসন, পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানীদের বাণিজ্য হাউস ও প্রশাসন সে কাজ করতো, আজ ভারতীয় স্বার্থের অনুকুলে রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণের আড়ালে ঢাকা শহরে উচ্চতম ভাড়ার আধুনিকতম ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ডিজিট্যাল টিলিফোনসহ নানা সংযোগ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বিদেশ থেকে-মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তান থেকে পাটের চাহিদা জানিয়ে মতিঝিলে একটি ব্যাংকে আসা তথ্যাদি আমাদের পাট মন্ত্রণালয়কে জানাতে পাঠাতে একশ্রেণীর কর্মকর্তার সময় লাগে একমাস, কিন্তু তখন যোগাযোগ করে জানা যায়, ইতিমধ্যে ভারতীয়রা ঢাকা চ্যানেলে ঐসব তথ্য অবহিত হয়ে সে ক্রয় চাহিদা ভারতের দিকে ডাইভার্ট করে নিয়েছে। বাংলাদেশের পাট নিঃশেষ হবার পিছনে ভারতের ক্ষিপ্রতার সাথে আমাদের কিছু লোকের আলাদা প্রেম এমন মাত্রায় জড়িত হয়েছে যে, বন্ধুদেশটির সাথে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হবার সুযোগও কমে আসছে আমাদের।

বাংলাদেশে জাপান, জার্মান বাণিজ্য স্বার্থের নেটওয়ার্ক আছে, আছে মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থের অফিস, কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে অর্থনীতির ভারতীয়করণের মধ্যে বিম্বিত হচ্ছে প্রতিবেশীর নেটওয়ার্কিং-এর পরিধি। ভারতীয় প্রতিরক্ষার ভিতর পাকিস্তানী এজেন্ট ধরা পড়ে, পাকিস্তানে ভারতীয় এজেন্ট ধরা পড়ে। বাংলাদেশে ভারতীয় এজেন্ট নেই-এটা দু'দেশের বন্ধুত্বের অবাক গরীমা। কিন্তু



www.pathagar.com

বন্ধুত্ব এমনি গাঢ় বাংলাদেশের অর্থনীতি তাতে পুরোটা তলিয়ে যাচ্ছে। চোরাচালান হতে তথ্য চালান পর্যন্ত ব্যবস্থাদি বাংলাদেশের পাটচাষী, পাটকল শ্রমিক, পরিবহন শিল্প, রপ্তানী খাত, বস্ত্রবয়ন শিল্প, তাঁতী, ব্যাপারী., শ্রমিক পিয়াজ ও টমেটো চাষী সবাইকে এক নিষ্ঠুর শোষণের মধ্যে ফেলেছে। বার্ষিক কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ বাংলাদেশ থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে ভারতে। ভারতীয় পণ্যের দাম শোধ করতে না পেরে প্রাণ দিতে, কিডনি ও প্রত্যঙ্গ দিতে ভারতে যাচ্ছে এদেশের নারী ও শিশু। তার বদলে ট্রাকভর্তি সাদা-গরু চলে যাচ্ছে আমাদের এমন সব ছাউনীতে, খাদ্য, হিসাবে, ভারতীয় চোরাচালান রোধ যাদের দায়িত্ব। এ সাথে যুক্ত হচ্ছে ভারতের দিকে মূলধন পাচারের বেসাতি। কেউ দেশান্তরী হতে গিয়ে, কেউ বিভক্ত পরিবারের একাংশকে ওপারে রেখে এখান থেকে নিয়মিত স্থানান্তর করছে অর্থ সম্পদ। নিরীহ, অনিরীহ, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, নাট্যজীবীরা "হেইপারে" ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন বলে তাদের স্বজন পরিজনরা স্বীকার করেন। বাংলাদেশের উপর শোষণ চলছে লগ্নি পুঁজির ও প্রযুক্তির। বাংলাদেশের যেসব প্রযুক্তির দরকার নেই তা চাপিয়ে দিয়ে এদেশের ঘাড়ে-গর্দানে ৪৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ লিখেছে উদারনৈতিক পাশ্চাত্য। বাংলাদেশের দরকার ছিল বলিষ্ঠ নৌপরিবহন ব্যবস্থা, সারফেস ওয়াটার সেচ, কৃষি মুখী ও কৃষি নির্ভর শিল্প-কিন্তু কী দিয়েছেন আমাদের পশ্চাত্য ও দুরপ্রাচ্যের বন্ধুরা। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশে পৃথিবীর সরচাইতে দামী কলকব্জা সরবরাহ করতে গিয়ে শাসক ও আমলাদের সাথে বখরা ভাগাভাগি করেছেন তারা। এসব কলকব্জার নামে দেশীয় ঋণ লুট করে 'প্রগতিশীল' ছাত্রকে পরিণত করেছেন তার দুঃসাহসী লুটেরা ধনীকে। তার এদেশের সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য ঋণের ভেলা ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছেন তাদের স্বার্থের কিছু বৈঠাদার। এদেশে ৭০ভাগ প্রযুক্তি পাশ্চাত্য ও জাপানী, ৩০ ভাগ প্রযুক্তি ভারতীয়। কিন্তু সবমিলিয়ে ৬০ ভাগ কলকারখানা অচল। তারা চাহিদার স্থানে ছোট ছোট বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণ করে আন্তঃদেশীয় সরবরাহ লাইন নির্মাণে ব্যয় করেছেন ২৬ হাজার কোটি টাকা। এই দরিদ্র ও অসহায় দেশটির সাথে মহাদেশীয় আকারের প্রতারণাটি না করলেও পারতো পাশ্চাত্য ও দুরপ্রাচ্যের বন্ধুরা। এ নিষ্ঠুর অবিবেচক প্রতারণা ও লুণ্ঠনের সাথে ভাগীদার হয়ে কিছু সামরিক কর্তা, কিছু আমলা, কিছু রাজনীতিক, কিছু বুদ্ধিজীবি বেজায় রকম ওয়েস্টার্ন ডিমোক্র্যাসি ও ফ্রি ইকনমির সমর্থক হয়ে উঠেছেন। ওটার অর্থ হলো, লুটপাটের গণতন্ত্র ও লুটপাটের অর্থনীতিটা তার চান।


www.pathagar.com

বাংলাদেশ ভারতপ্রেমী ও ভারতবন্ধুদের স্মাগলিং, নাশকতা ও তথ্য পাচারের চিতায় যখন জ্বলছে, তখন পাশ্চাত্য ও দূরপ্রাচ্যের অতিবুদ্ধিমান প্রজেক্ট ব্যবসায়ীদের মরা প্রজেক্টের স্তুপে পড়ে আছে দায়বদ্ধ কংকালের মত। এই দুই বন্ধুমহলের "এদেশীয়বন্ধুদের" ২০ বৎসরের লীলায় বাংলাদেশ যখন মরণচিৎকারে ধুঁকছে, তখন ভারতপ্রেমী ও পাশ্চাত্যপ্রেমিরা দুর্দিতে মূল্যবান, সম্পদ সরাচ্ছে, আর নাকসিটকে বলছেঃ কী জঘন্য অবস্থা এদেশে। এদেশে কোন মনুষ্যি বাস করতে পারে। আত্মসম্মান নিয়ে যেখানে বাঁচতে পারবো, সেখানেই চলে যাবো। এ্যাই আধমরা দেশটার থলি ও পকেট মারার আগে এদের সহায়-সম্বল কী ছিল, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এরা সবাই এখন আন্তর্জাতিক মানের জীবনের অধিকারী হলেও বিশ বছর আগে তাদের দু'জোড়া জুতোও ছিল না। লুট করার মত একটা দেশ এবং এদেশ শেষ করে চলে যাবার মত তাদের Mother country -মুলদেশ আছে, এটা তাদের পরম সৌভাগ্য। তাদের সন্তানেরা ইতোমধ্যে সেসব দেশে পাড়ি দিয়ে সেসব দেশের হাতে জিম্মি হয়েছে।

সরকার, রাষ্ট্র, রাজনীতি, বাহিনীও 'শিল্পপতি' চক্র মিলে যে শোষণ যন্ত্র তৈরী হয়েছে বাংলাদেশে তা আসলে বিদেশী শক্তির শোষণের বাহন। তারা প্রভূর জন্য ও নিজের জন্য, নিজের জন্য ও প্রভূর জন্য কামাই করে। এত প্রভূ, এত বাহনের এই বিশাল শোষণ যন্ত্রটির বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ আছে কিন্তু ভারতীয় শোষণ পাশ্চাত্য শোষণকে, পাশ্চাত্য শোষণ জনগণ নেংটি পরে এই মজমার পেছনে পেছনে নাচে এবং সরল বিশ্বাসে ভাবে শেখ মুজিব লাশ হয়ে যায়। তারপর ভাবে জিয়া ক্ষমতায় গেলে হবো। কিন্তু জিয়াকে লাশ বানায় অন্যপক্ষ। দু'পক্ষের সুতোতে নিজেকে জড়িয়ে এরশাদ ক্ষমতায় আসে অবাধে দেশ লুট করতে দেয়-তারপরও প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ উঠলে তা তিনশতাংশের ঠেলে নামানোর তাণ্ডব শুরু হয়। বাংলাদেশকে নেতৃত্বহীন করেছে ভিতরের শোষণ ও বাইরের শোষকেরা। এই রাষ্ট্রীয়, ভারতীয়, পাশ্চাত্য শোষণের ত্রিশূলে বিদ্ধ বাংলাদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শোষণ করছে অনু উৎপাদন মধ্যবিত্ত। তার শ্রম, ঘাম, বেদনার, প্রান্তর ছেড়ে হাঙ্গামা তৈরী ও সবচাইতে উপাদেয় ও আহর্য ভোগের একটা জীবনাচার বেছে নিয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনকে নিস্পন্ধ করে। নিশ্চল অর্থনীতিতে দশলক্ষ রত্নাকর ডাকাতের মত নেমেছে এরা, নিজেদের সন্তানদের মানুষ করার জন্য। কিন্তু নিজেদের সন্তান রেখে যাবার মত দেশের অবস্থা নির্মান করেনি কঠিন সংকল্পে। একটা অধঃপতিত মানসিকতা, দূরদৃষ্টিশূন্য লালসা, সম্পদ লালসা এই জনভারাক্রান্ত দেশে সম্পদ তৈরীর ভিত্তি কাঠামো ভেঙ্গে লোহাকাঠ স্ব স্ব ঘরে শুমার করার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।



www.pathagar.com

জনগণকে সেবার কাজটাও বিদেশী সাহায্য নির্ভর এনজিও কোম্পানী গঠন-গাড়ী-বাড়ী করার দিকে ধাবিত হচ্ছে। যে শিক্ষিত জনশ্রেণী এদেশের মুক্তির জন্য ধ্বনি দিয়েছিল-যে শিক্ষিত জনশ্রেণী সাত্ত্বিক সাধনার সংকল্প ব্যক্ত করেছিল তাদের ক্রিয়াকলাপে আজ দেশ ধ্বংসোন্মুখ। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যারা ধ্বংস করেছেন তাঁরা শিক্ষক। তাঁরা রাজনীতিক। এদেশের শিল্পকে ধ্বংস করেছে যে চোরাচালান তার প্রভূরা ক্ষমতার ছত্রছায়ায় ঢাকার বাসিন্দা চোরাচালান যারা বয়ে আনে ও ব্যবহার করে তাদের অনেকেই শিক্ষিত। শ্রমবিমুখ, প্রযুক্তিবিমুখ, ভোগলিপ্সাপরায়ণ, অসম্ভব রকম তার্কিক। দায়িত্ব পালনে বিমুখ মানুষেরা এদেশের ব্যাংক, বীমা, গবেষণা সব ধ্বংস করেছে। এদেশে সমাজতন্ত্রের নামে, ধনবাদের নামে, বাজার অর্থনীতির নামে, জাতীয়তাবাদের নামে, সামরিক শাসনের নামে চলেছে শোষণ। এ শোষণ শ্রমের উপর, উৎপাদনের উপর, বাজারের উপর, দেশের উপর, ভবিষ্যতির উপর। বহু প্রভূর কাছে হাত ঠ্যাং ঝুলানো, শোষণবাদী, অঙ্গীকারশূন্য, সুবিধাবাদী, লুটেরা প্রশাসনসহ সমগ্র শোষণের কাণ্ডকারখানাকে ধ্বংস করে স্বাবলম্বী, কল্যাণবাদী, শান্তিপ্রিয় শক্তিশালী দেশ গড়ার স্বপ্নে জনগণ অধীর। তিতুমীর হতে মাওলানা ভাসানী পর্যন্ত জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে মজলুমের যে অকুতোভয় সংগ্রাম-তার একটা বলিষ্ঠ আধুনিক উপস্থাপনা ছাড়া এই লুটতন্ত্রের সামনে 'খামোশ' উচ্চারণ করা যাবে না। বুকে আধমরা শিশু নিয়ে ক্ষুধার্ত মা কাঁদছে। লাখ লাখ বনিআদম মানুষের অস্তিত্ব হারিয়ে ক্ষুধায় ও জরায় হয়ে উঠছে অসহায়। এদশে নীরব গণহত্যায় কোটি কোটি মানুষকে নীরবে মরতে দিয়ে পাশ্চাত্য ধনবাদের এদেশীয় ধনিকেরা নিজেদের জন্য এদেশে রচনা করতে চাইছে রংবাজ সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক। এদেশের আত্মপরিচয় হতাশায় ও দুর্দশায় নিশ্চিহ্ন করে পদানত ভৃত্য হিসাবে পেতে চায় উদীয়মান শক্তি ভারত। আমাদের শাসকরা লম্বা ধ্বনি দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে কায়েমী স্বার্থের অংকে আসীন হচ্ছে। শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়নে পর্যুদস্ত বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলতে বসেছে তার বিশ্বাস। বাংলাদেশ টেকসই নয়- একথা উচ্চারণ করছে শোষণের শক্তিগুলো। হালের ফলায় দু'বিঘা করে জমি ধরে ধরে যে মহীয়ান কৃষক সমাজ শ্রমে ঘামে বেদনায় এদেশের জন্ম দিয়েছে রক্তাপুত ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে- সে দেশের আধুনিক মানুষেরা দেশ হারাতে চায়। এ সংকট দেশের নয় জনগণের নয়- পরদেশী শোষণযন্ত্রের সেবক পরগাছাদের। উৎপাদন বিমুখ, শ্রম বিমুখ, সাধনা বিমুখ সব অস্তিত্ব পরদেশী স্বার্থের পায়রবী করে খাচ্ছে। বাংলাদেশের শোষকের দল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত খুবই সামান্য। এরা পরগাছা, আদর্শহীন। বিশ্বাসহীন। যে প্রশাসন, যে অর্থনীতি, যে রাজনীতি, যে প্রতিষ্ঠান এদেশের আদি পিতা, এদেশের আত্মবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল মাটির



www.pathagar.com

মানুষের দিকে অহংকারশূন্য সেবকের মত এগিয়ে যাবে না, তাদের বিদেশী স্বার্থের সেবাদাস ও শোষণের বাহন হিসাবে চিহ্নিত করার এটাই উপযুক্ত সময়।

পরগাছা শোষন শ্রেণী, জনপীড়কগোষ্ঠী, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শোষণ-হরণ লীলার বিরদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার পাশাপাশি শোষণমুক্তির পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্র নির্মাণ ছাড়া নুতন সংগ্রাম আবারও হতাশা ডেকে আনবে। এদেশ ছেড়ে যারা চলে যেতে পারবে না, এদেশে যাদের সন্তানেরা থাকলে-তাদের শক্তিকে সম্মিলিত করলে আবার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে-জনআকাংখার। অর্জিত স্বাধীনতাকে ব্যক্তি স্বার্থে যারা বিকিয়ে দিয়েছে তাদের পরাস্ত করার এ সংগ্রাম নুতন জনযুদ্ধের ডাক।

এদেশে চিংড়ি হতে গার্মেন্টস পর্যন্ত শ্রমবহুল যে শিল্পের প্রসার ঘটছে ইদানিং তার পরতে পরতে অসহনীয় নিপীড়নে কাতরাচ্ছে নারী-পুরুষ শ্রমজীবী। এদেশের যে কোটিপতিদের সদর দফতর পরিদর্শন করেন পাশ্চাত্য দেশের কুটনীতিক, সে কারখানা মালিকের নির্যাতনে ভিক্ষায় নেমেছে গার্মেন্টস কামিন ও শ্রমিকেরা। নির্যাতিত শ্রমিকেরা যখন মিছিল করে অগ্রসর হয় তাদের সদর দফতরের দিকে তখন হামলা চালায় গুণ্ডাবাহিনী। আশ্রয়দান দুরে থাকুক, প্রধানমন্ত্রীর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রান্ত শ্রমিকদের উপরে। যে বুধবারের অভিশপ্ত বিকালে পাশ্চাত্য শক্তি, কোটিপতি শিল্প-মালিক, পুলিশ, আমলাতন্ত্র ও সরার এক ও অভিন্ন চেহারায় দাঁড়ায় অসহায় নিপীড়িত শ্রমিক নারীদের সামনে। টিয়ারগ্যাসের প্রয়োজন ছাড়াই যারা আন্তঃকান্নার জীবনে বন্দী তাঁদের উপর জুলুমে নেমে আসে খালেদা জিয়ার শাসন। মজলুমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র, ধর্ম ও পররাষ্ট্র যখন একাকার, তখন ইনসাফের ধ্বনি আকাশ কাপিয়ে তোলে না। দুঃখটা এখানেই। কিন্তু সে জাগরণ আসন্ন।

বাংলাদেশকে শোষণ পীড়নে পর্যুদস্ত করছে দুই মাথা বিশিষ্ট এক বিকট দানব। তার এক মাথা ভারতীয়–অন্যমাথা পাশ্চ্যত্য– এ দানবের দেহটি আমাদের সরকার, প্রশাসনে, কোটিপতি ও শক্তিধর দিয়ে গড়া। এ দানব তার পায়ের নীচে দাবিয়ে রেখেছে। শোষণমুক্ত হবার আকাংখায় অধীর কোটি কোটি মানূষ। উৎপাদনের সব শক্তি ধ্বংস করে, একটা লুটেরা তাণ্ডবে বাংলাদেশ থেকে দুইমুখ দিয়ে বিদেশে সম্পদ পাচার করছে এ দানব। এ দানব তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাচিয়ে একটা লড়াই এর ভাব দেখাচ্ছে। জনগণ এতদিন ভিবেছিল তার মুক্তি আসবে। কিন্তু না, এ দানব ক্রমেই অস্তিত্ব গুড়িয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশের। (সাপ্তাহিক বিক্রম, ২৫ নভেম্বর, ১৯৯১)।



www.pathagar.com

# আমলা বিদ্রোহ ১৯৯৬
# ক্ষমতা দ্বন্দ্বের একটি ঐতিহাসিক বাঁক

সাজ্জাদ পারভেজ

গণতন্ত্র আমাদের ঘোষিত দর্শন। কিন্তু ঐতিহাসিক সুত্রে আমরা ঔপনিবেশিক সামন্ত মূল্যবোধের উত্তরাধিকার। এতদুভয়ের মধ্যে যে টানাপোড়েন সেই সীমাবদ্ধতা আমাদের সমাজের সকল দিক ও বিভাগেই বিস্তৃত। প্রশাসনও সেই দায় অস্বীকার করতে পারে না। ক্ষমতার ভারকেন্দ্রে অস্থিতিশীলতা, অনিশ্চয়তা, ভারসাম্যহীনতা, রাজনৈতিক দিকশূন্যতা, সামরিক অনাচার প্রভৃতি কারণ চিহ্নিত হয়তো করা যাবে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হিসাবে প্রশাসনের ভূমিকা সবসময়ই সবিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। দুনিয়ার অনেক দেশেই সরকার ও রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা সত্বেও আমলাতন্ত্রের বিচক্ষণতা ও দূরদুর্শিতা উন্নয়নের পথে জাতিকে অক্ষুন্ন ধারাবাহিকতা সহকারে এগিয়ে যেতে বিপুলভাবে প্রেরণা ও প্রণোদনা যুগিয়েছে। অবশ্য আমাদের ব্যুরোক্র্যাসীর সামগ্রিক ঐতিহ্য এবং যোগ্যতাও সেরকম একটি প্রত্যাশার অনুকূলে ভূমিকা রাখার মত সক্ষম বলেই ধারণা করা হত। কিন্তু প্রশাসন আজ বহুবিধ প্রাতিষ্ঠানিক এবং মনস্তাত্বিক সংকটে নিপতিত। প্রশাসনকে ঘিরে বহুমাত্রিক বিতর্ক এবং তত্ব নিগ্রহ শুরু হয়েছে। প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র, পেশাগত সম্মান ও মর্যাদা, প্রশাসনের দক্ষতা, প্রশাসনের কর্মপরিধির প্রশাসনের দায়ভাগ, প্রশাসনের নেতৃত্ব, প্রশাসনের সাথে গণনেতৃত্বের সম্পর্ক, প্রশাসনের জবাবদিহিতা, প্রশাসনের নৈতিকমান, প্রভৃতি হরেক প্রসংগ নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও মূল্যায়ন হাজির হয়েছে। এসব আলোচনা সমালোচনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো দিকই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আজকের সমাজে জাতিগত সমৃদ্ধি, সংহতি, উন্নতি, নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় যে সব প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির উপর প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত তার হলঃ

১। সরকার ও রাজনৈতিক দল সমুহ

২। প্রশাসন

৩। সামরিক বাহিনী

৪। ব্যবসায়ী মহল



www.pathagar.com

৫। ধর্মীয় নেতৃত্ব

৬। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেনী

৭। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা

৮। গণমাধ্যম

৯। এনজিও

দারিদ্র, অনুন্নয়ন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামরিক শাসন, একনায়কতন্ত্র, বহিঃশক্তির আগ্রাসন প্রভৃতি কারণে ক্ষমতার ভারকেন্দ্র এসব প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ও প্রতিযোগীতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর একটি সাধারণ চিত্র। দ্বন্দ্ব যে কেবল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তা নয়। উন্নত দেশগুলোর বেলাতেও তা বাস্তব। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পশ্চাদপদতা দ্বন্দ্বকে ভারসাম্যহীনতা কাটিয়ে উঠতে চরম ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উন্নত বিশ্বের বাস্তবতা হল দ্বন্দ্ব থাকলেও সেখানে ভারসাম্য বিরাজ করে বিধায় সামগ্রিক গতিশীলতা ক্ষুন্ন হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই দ্বন্দ্ব চরম অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের কারণ হয়। কখনও সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। কখনও বহিঃশক্তির মদদপুষ্ট সুবিধাবাদী রাজনৈতিক গ্রুপ ক্ষমতা দখল করে। কখনও ব্যবসায়ী মহল কখনও বা ধর্মীয় নেতৃত্ব রাজনৈতিক কর্তৃত্বে ব্যপক প্রভাব খাটায়। আমলাতন্ত্রও কর্তৃত্বের চাবি এদিক ওদিক করে। সাংবাদিক মহল এবং গণমাধ্যমকে ভিত্তি করে বুদ্ধিজীবীরা নীতি নির্দ্ধারণী মহলে নাক গলায়, জনমতকে প্রভাবিত করে। ছাত্র ও শ্রমিক শক্তি সন্ত্রাসের কৌশলে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করে ফেলতে উদ্যোগী হয়।

এরকমটি কেন হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন স্বীয় যোগ্যতা, মেধা ও বিচক্ষণতা দিয়ে সামগ্রিক নেতৃত্বকে শক্ত হাতে পরিচালনা করতে ব্যর্থতার পরিচয় প্রদান করে তখন ক্ষমতার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। বিভিন্ন গোষ্ঠী ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদনে প্রলুব্ধ হয়। ক্ষমতার শরীক হতে উদ্যোগী হয়। অবসর প্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদের আমলা, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের বিশেষ বিশেষ সময়ে চমকপ্রদ কায়দায় ব্যাপকহারে রাজনীতিতে যোগদান, দেশ সেবার অঙ্গীকার ঘোষণা, সুবচন সাক্ষাৎকার, রাজনৈতিক দল গঠন, পত্রিকাপ্রকাশ বা এনজিও প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি তৎপরতা ক্ষমতার লোভাতুর আকর্ষণকে ঘিরে আবর্তিত এবং ঘনীভূত।



www.pathagar.com

সাম্প্রতিক অতীতে বিএনপি সরকারের পতন ত্বরান্বিত করণে রাজপথের রাজনৈতিক আন্দোলন গুলোর সাথে সচিবালয় ও মাঠ প্রশাসনের আমলাদের একাত্মতা আলোচ্য ক্ষেত্রে একটি প্রণিধান যোগ্য দৃষ্টান্ত। অতীতে এদেশে ক্ষমতার হাত বদলে কখনও ভুমিকা রেখেছে সেনাবাহিনী। কখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা, কখনও টঙ্গী ও আদমজীর শ্রমিক শক্তি ক্ষমতাসনিদের জন্যে বিপুল হুমকির কারণ হয়েছে। সাংবদিক গোষ্ঠী বা বুদ্ধিজীবীদের মর্টিভেশনও অসামান্য ভুমিকা রেখেছে। আমলারা বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাচর্চা করলেও সাম্প্রতিক ঘটনায় আমলাদের প্রত্যক্ষ ভুমিকা ছিল নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। দেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা একসময় এতোটা চরমে পৌঁছেছিল যে দেশে সামরিক শাসনের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু সামরিক আইন এবং ঘোরতর সন্ত্রাস সহিংসতার আশংকা একসময় আড়াল হয়ে যায়। আমলাতন্ত্র ক্ষমতার মসনদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে সরকার স্পর্শতঃ পরাজয় বরণ করে। আমলাতন্ত্র সিভিল প্রশাসনের মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ধারণ করে। কঠোর বিধি বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়ে ক্ষমতার জন্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। বিষয়টি অনেক প্রশ্ন এবং অনেক গুঞ্জরণের জন্ম দিয়েছে।

প্রথমতঃ একটি বাস্তবতা নতুন ভাবে অনুভূত হয়েছে যে, আমলাতন্ত্রকে যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, বিদ্যমান সংস্কার পদ্ধতি ও প্রশাসন কাঠামোতে আমলারা গোষ্ঠীগত ভাবে একটি বিপুল প্রভাবশালী অবস্থানে রয়েছে। জনগন যে দলকেই সরকারে পাঠাক না কেন আমলাতন্ত্রের হাতে ক্ষমতার একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েই গেছে। ফলে কোন কারণে আমলাতন্ত্র বেঁকে বসলে বা যথাযথ সক্রিয়তায় সহযোগী না হলে সরকার তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বেকায়দায় পড়তে বাধ্য। আমলাতন্ত্রের গোষ্ঠীগত এই প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান যে কোন সরকারের জন্যই একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ এবং সতর্কতার দাবী সম্পন্ন দিক।

বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া ও কাঠামো খুবই দুর্বল বিধায় আমলাতন্ত্র পরোক্ষভাবে হলেও বিপুল ক্ষমতাচর্চ্চার সুযোগ আত্মস্থ করেছে।

আমলাতন্ত্রের ক্ষমতালিপ্সা এবং ক্ষমতাচর্চ্চার পেছনে কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতাও রয়েছে। প্রথমতঃ ঔপনিবেশিক আমল থেকেই ধারণা ছিল যে, দক্ষ ও



www.pathagar.com

শক্তিশালী ব্যুরোক্র্যাসী থাকলে রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও দেশ এগিয়ে যাবে। সেই প্রত্যাশা থেকেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আমলে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলা হয়। সে সময় পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস এবং প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস নামে দুটো সার্ভিস গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হবার পর এই দুই সার্ভিসকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নামে এক সার্ভিসে পরিণত করা হয়। তখন স্বাভাবিক কারণেই সাবেক কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সদস্যরা প্রাদেশিক সার্ভিসের চাইতে বেশী মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সদস্যরা পরিচিত সিএসপি হিসেবে। এর প্রাদেশিক সার্ভিসের লোকেরা পরিচিত ইপিসিএস হিসেবে। পাশাপাশি সেন্ট্রাল সেক্রেটারীয়েট সার্ভিস বা সিএসএস সহ আরও কয়েকটি কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সদস্যরাও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বলাবাহুল্য, জ্যেষ্ঠতা সহ বিভিন্ন সুবিধার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হন সিএসপিরা। সিএসপি এবং ইপিসিএস দের মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা এতোটা বেশী ছিল যে, সুস্থ প্রতিযোগিতার সুযোগ রদ্ হয়ে যায়। অন্যান্য সার্ভিসের সদস্যরাও সিএসপিদের সংখ্যাধিক্য গোষ্ঠী সংহতি, ক্ষমতার পদসমুহে অবস্থান ইত্যাদি কারণে ব্যাপক ভাবে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হন।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের মান, যোগ্যতা ও দক্ষতার অবক্ষয় শুরু হয় ১৯৭৩ সনে তদানীন্তন সরকারের ঢালাও নিয়োগ প্রক্রিয়ার দ্বারা। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথমবারে নাম মাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগ প্রাপ্ত এই ব্যাচের কর্মকর্তারা মুক্তিযোদ্ধা ব্যাচ নামে বহুল পরিচিত। মুক্তিযোদ্ধা ব্যাচ নামে আখ্যায়িত হলেও এই ব্যাচের কর্মকর্তাদেরকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বলে ধারণা করা হয়। এই নিয়োগের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে দলীয়করণের সংক্রমণ সূচিত হয় বলে মহল বিশেষের অভিযোগ রয়েছে। প্রচারণা আকারে এই ব্যাচটিকে প্রায়শই মৌখিক ভাবে তোফায়েল ক্যাডার বলা হয়ে থাকে। অবশ্য মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদেরকে প্রজাতন্ত্রের কৃত্যকর্মে অগ্রাধিকার দেয়া খুবই সংগত এবং কেবল এতটুকু করেই জাতি তাদের ঋণ শোধ করতে পারার কথা নয়। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাপক জাতীয়করণ কর্মকাণ্ডের সময় প্রশাসনের ভেতরে বাইরে এই বিপুল দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই সময়ের প্রশাসন তাঁর ঐতিহাসিক দায়



www.pathagar.com

এড়াতে পারার কথা নয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আইএমএস) নামে যে সার্ভিসকে জাতীয়করণকৃত কলকারখানা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সেটাকে পরবতীকালে অবলুপ্ত করে সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের সাথে একীভূত করা হয়। এই আইএমএস ক্যাডারের সদস্যদের সম্পর্কেও সাধারণ ভাবে সুনামের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। জানা যায় যে, ১৯৭৩ সনে নিয়োগ প্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক সদস্যের এই ব্যাচটি বর্তমানে মাঠ ও সচিবালয় প্রশাসনের মধ্য পর্যায়ে সর্বত্র ব্যপক কর্তৃত্ব সহ অবস্থান করছে। এই ব্যাচের কর্মকর্তাদের চাপের কারণে উচ্চপর্যায়ের সুপারিশ সত্ত্বেও সার্ভিসে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয় নাই বলে বিভিন্ন মহল সুত্রে জানা যায়।

এরপর জিয়া আমলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর কর্মপরিবেশ, এবং কর্মদক্ষতা বিনষ্ট হয় আকস্মিক ভাবে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বে পরিচালিত প্রশাসনিক সংস্কার দ্বারা, এক সাথে দেশে কলেজ শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী সহ বহু সার্ভিসকে ক্যাডার সার্ভিস করা হয়। সিনিয়র সার্ভিস পুল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রশাসনিক আইন, বিধান, কার্যবিধিমালা, সচিবালয় কার্যক্রম ইত্যাদিতে দ্রুত ব্যাপক সংস্কারের সূচনা করা হয়। সিভিল সার্ভিসকে মিলিটারী সার্ভিসের অভিজ্ঞতা দিয়ে সংস্কার করবার উদ্যোগ ছিল খুবই ভ্রান্তিপূর্ণ এবং এই উদ্যোগ সিভিল সার্ভিসে গতিশীলতা আনয়নের পরিবর্তে প্রশাসনকে ব্যাপক অসন্তোষ, অসহযোগিতা, সমন্বয়হীনতা এবং কেন্দ্রীয় খবরদারীর আওতায় পর্যবসিত করে। সর্বোপরি এই সংস্কার ভারসাম্য বজায় রেখে এগুতে ব্যর্থ হয়। জরুরী অনেক বিষয়কে উপেক্ষা করে আংশিক ও বিক্ষিপ্ত সংস্কারের কারণে তা থেকে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। অধিকন্ত পার্শ্ব নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সিভিল সার্ভিসে সামরিক কর্মকর্তাদের প্রবেশ ও অবস্থান সামগ্রিকভাবে একটি বিরক্তি ও বিক্ষুব্ধতার সূচনা ঘটায়।

এরশাদ আমলে রাতারাতি উপজেলা প্রশাসন গড়ে তোলার সময় যথযথ পরিকল্পনা ছাড়াই একেক বারে ৬৫০,৪৫০ প্রভৃতি বিপুল সংখ্যার নিয়োগের কারণে সিভিল সার্ভিসের মান ও দক্ষতা নতুন করে বিড়ম্বনায় পতিত হয়। এই সময়ে বিপুল সংখ্যক দ্বিতীয় শ্রেনীর কর্মকর্তাকে ক্যাডারভুক্ত প্রথম শ্রেনীর সার্ভিসে একীভূত করা হয়। সব মিলিয়ে বিশেষ করে মাঠ প্রশাসন বহুবিধ



www.pathagar.com

দুর্বলতা ও অব্যবস্থায় প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ইত্যবসরে সিভিল সার্ভিসে জেনারেলিস্টদের সাথে টেকনোক্র্যাট বা পেশাজীবীদের পেশাগত বৈরিতার প্রসার ঘটে। ক্ষমতা চর্চ্চার বৈষম্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই বৈরিতা সমগ্র আমলাতন্ত্রকে আরও মাথাভারী করে তোলে। সরকার কৌশলগত কারণে আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ এই দুর্বলতাকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে এগুতে আগ্রহী হয়। কেননা তাতে করে, আমলাতন্ত্রের উপরিকাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের পরিবর্তে গোষ্ঠি ও ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা সহজ হয়। এই সময়ে দ্বিতীয়বারের মত সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ আমলাতন্ত্রের কৃত্যধারায় ব্যপক রদবদল আনে। অবশ্য এ সব রদবদল সুদৃঢ় প্রসারী কল্যাণের চিন্তা প্রসূত না হয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন এবং পেশাগত শ্রেনীবৈরিতা থেকে উদ্ভুত ছিল বিধায় তা সময়ের ব্যস্ত পরিসরে তেমন কোন দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক সংস্কারের পথ নির্দেশ হিসেবে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। দুর্নীতি, সুবিধাবাদ, প্রভৃতি প্রশাসনের ভাবমূর্তিকে দারুণভাবে আঘাত করতে থাকে। সচিবালয় সহ সমগ্র প্রশাসনে অস্থবিরতা বিপুলায়তনে বেড়ে যায়। এ সময়ে প্রশাসনে ট্রেড ইউনিয়নিজম অনুপ্রবেশ শুরু করে। প্রশাসনের আকার ও আয়তন অহেতুক সম্প্রসারিত হতে থাকে। অথচ প্রশাসনের দক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে। গণ ভোগান্তি বাড়তে থাকে। সিস্টেম লস্ এবং রাষ্টীয় খাতে লোকসান বিপুল আকারে বেড়ে যায়। ক্ষমতা বেশী করে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। সাহায্য দাতা বিদেশী গোষ্ঠী তাদের দেয়া অর্থ ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের প্রত্যাশায় সংস্কারের পরিবর্তে বেসরকারী খাতকে পছন্দ করতে শুরু করে। সামরিক আমলা ও সিভিল আমলাদের একটি আপোষমূলক সহাবস্থান সৃষ্টির চেষ্টা চলে। কুটনৈতিক পদ, বিভিন্ন কর্পোরেশন ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার উচ্চপদে সামরিক আমলাদের নিয়োগহার বেড়ে যায়। এরশাদ শীর্ষস্থানীয় ১০জন আমলাকে নিয়ে একটি পরামর্শ সেল গঠন করেন যার নাম ছিল G-10, এরই সুবাদে গণ সমর্থন বিবর্জিত সরকারের নেপথ্যে আমলাদের ক্ষমতাচর্চ্চার একটি ব্যতিক্রমী স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়। প্রায় সকল সিনিয়র আমলা দেশে বিদেশে সম্পদ জমা করেন। গুলশান, বনানী, ধানমন্ডী, বারিধারায়,বাড়ী আর ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশোনা সিনিয়র আমলাদের একটি সাধারণ বিষয়ে পরিগণিত হয়। এ সময়ে আড়ালে বিপুলায়তন ব্যুরোক্র্যাসী সরকার ও জনগন উভয়ের কাছেই অপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

এরশাদের পতনের পর বিএনপি ক্ষমতায় এসে সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে সর্বপর্যায়ে প্রশাসনের স্থবিরতার কারণে প্রচন্ড সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়।



www.pathagar.com

দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিবর্তে হঠকারিতা ও দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে চরম মাশুল দিতে শুরু করে। একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনে সুচিন্তিত প্রশাসনিক সংস্কার ছিল আবশ্যক। এরশাদ আমলের সুবিধাভোগী আমলা নেতৃত্বকে প্রশাসন থেকে বাদ দেবার পরিবর্তে অজ্ঞাত কারণে সেটাকেই করা হয় পুনর্বাসিত। সংস্কারের বলিষ্ঠ কোন উদ্যোগ নিতে বিএনপি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। একাধিক কমিটি আর বহু হাঁক ডাক সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। রুল্‌স অব বিজনেস সংশোধনের উদ্যোগ শুনা গেলেও সেটার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। নির্বাহী কর্তৃত্ব নিয়ে সচিব ও মন্ত্রীদের মধ্যে অঘোষিত লড়াই চলে। এক সাথে বিপুল সংখ্যায় পদোন্নতি দিতে গিয়ে ব্যাপক নিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ইত্যাদির কারণে প্রশংসাযোগ্য উদ্যোগও শেষ পর্যন্ত নিন্দার ঝড় তোলে। মন্ত্রী নূরুল হুদা বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও সব কিছু লেজে গোবরে দশা করে ফেলার দায়ে মন্ত্রীত্ব হারান। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়াতে বাধ্য হয়। ১৯৭৩ সালের ব্যাচের বহু সংখ্যক কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে ১৯৭৭ সনে বিএনপি আমলে নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে উপরে তুলে আনার চেষ্টা প্রচন্ড বিরোধীতা ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। একইসাথে ৫/৭টি ব্যাচের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুরাহা করতে গিয়ে ব্যাপক এক বিশৃংখল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। প্রশাসন প্রশ্নে সিদ্দান্তহীনতা ও লক্ষ্যহীনতা বিএনপির সরকারকে সম্পূর্ণ অগোছালো করে ফেলে। মন্ত্রীরা প্রশাসনকে সচল করার ইতিবাচক উদ্যোগ না নিয়ে নেতিবাচক পন্থায় অগ্রসর হয়ে গোটা প্রশাসনে অসন্তোষের বৃদ্ধি ঘটান। মাঠ পর্যায়ে ও তাৎপর্য্যপূর্ণ নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণের পরিবর্তে মন্ত্রীও এমপিদের আনুকুল্য ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে প্রশাসনের ঐতিহ্যবাহী শৃংখলা প্রচন্ড ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। 'আমলাতন্ত্র গতিশীলতার পরিবর্তে জটিলতা সৃষ্টি এবং প্রতিবন্ধকতার প্রতিভূ' এমন একটি পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে কর্মকর্তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন অসৌজন্যমূলক আচরণ, অহেতুক চাপ প্রয়োগ ব্যুরোক্র্যাসীতে হতাশাকে বাড়িয়ে তোলে। নিয়োগ, ত্রাণ বন্টন, প্রোকৌশল সেবা, গম বরাদ্দ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দলীয় পছন্দ প্রতিপালনে প্রশাসন ব্যাপক ভাবে দল মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এসময় সুযোগ সন্ধানীদেরকে বর্ণচোরা সেজে লবিং এর মাধ্যমে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যকার আঞ্চলিকতা, গ্রুপিং, স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি সিনিয়র আমলাদেরকে সুযোগের প্রতি প্রলুব্ধ করে তোলে।

কোন প্রকার বিকল্প ব্যবস্থা না করে উপজেলা ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়ার সমগ্র মাঠ প্রশাসন আকস্মিক ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রশাসন এমপি ও স্থানীয় নেতৃত্বে



www.pathagar.com

সরকারী দলের স্থানীয় নেতাদের দলীয় প্রশাসনে পর্যবসিত হয়। উপজেলা পর্যায় থেকে আদালত গুলো উঠে যাওয়ার অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা বিপুল হারে বেড়ে যায়।

প্রশাসনিক সংস্কার সাধন এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বে গতিশীল নেতৃত্ব সংস্থাপনের পরিবর্তে প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার তাৎক্ষণিক সমাধান হিসাবে বিএনপি দলীয়করণের দুর্বল ও অদক্ষ কৌশলটি অবলম্বন করে। বিচার বিভাগ, সরকারী কর্মকমিশন, সচিবালয়, জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন কর্পোরেশন, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, সংবাদ, ও বিনোদন মাধ্যম সর্বত্রই স্বীয় রাজনৈতিক পছন্দের মাপকাঠিকে প্রচ্ছন্ন ভাবে সামনে রেখে পদায়নের চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এ কাজে বিএনপির সীমাবদ্ধতা ছিল প্রচুর। বিভিন্ন ফ্রন্টে নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে যোগ্য , দক্ষ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজে পেতে বিএনপি হিমশিম খেতে থাকে। বিশেষ করে প্রশাসন এবং পত্র পত্রিকা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রভৃতি সেক্টরে বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন লোকের প্রচন্ড অভাব অনুভূত হয়।

পক্ষান্তরে এ সকল সেক্টরে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রদি সমর্থনপুষ্ট লোক পূর্ব থেকেই যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। এরশাদ আমলে বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় এবং সে কারণে সরকারে গিয়েও সব দিক সামাল দিতে মারাত্মক অপ্রস্তুত অবস্থা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রেও দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও ক্ষিপ্রতার বিরাট ঘাটতি ছিল বিএনপির। সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ে একজন চৌকস মন্ত্রী নিয়োগে মারাত্মক ভুল করে। এরই সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহল। প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিএনপির প্রতি অসন্তোষকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর জন্যে যত্নবান হয় তারা। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে তারা প্রশাসনের অভ্যন্তরে স্বীয় পছন্দের জনশক্তিকে সংগঠিত করতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দ্যায়। সরকার ও প্রশাসনের দুর্বলতাকে সময় ও সুযোগমত কাজে লাগানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সাহস ও সংহতি গড়ে তোলা হয়। ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা যায় যে, বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখে নির্বাচন পরিচালনায় যথাযথ সহযোগিতা করতে প্রশাসন নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। খোদ্ সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে মোবিলাইজ করে প্রকাশ্য সভা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত



www.pathagar.com

হয়। এসব সভা ও বিক্ষোভ সংগঠনে প্রশাসনের অভ্যন্তরে যে সকল কর্মকর্তা প্রো-আওয়ামী বলে পরিচিত তাদের তৎপর ভূমিকা ছিল লক্ষ্যণীয়।

একই ভাবে, তদানীন্তন তিন বিরোধীদলের আহুত অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে রাতারাতি গড়ে উঠে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক গোলযোগের মূহুর্তে রাজনৈতিক পক্ষপাত নিয়ে প্লাটফরম গড়ে তোলা প্রজাতন্ত্রের কর্মনিষ্ঠার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে পারে না।

প্রজাতন্ত্রের কর্মে সরকারী পদে সচিব হিসাবে কর্মরত অবস্থায় রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য প্রদান এবং সরকার বিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাংগঠনিক ভূমিকা পালন নিঃসন্দেহে প্রশ্নবোধক। সরকারী পদে বহাল অবস্থায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দাবী আর সরকার বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান এক মাত্রার কার্যক্রম নয়। ভূমিকা দুটোর মধ্যে মাত্রাগত দূরত্ব ব্যাপক। সমস্যা নিরসনে আন্তরিক হলে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারকে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করতে পারতেন সচিবরা। সময় থাকতে দেশ ও জনগণের কল্যাণে ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজে বের করতে সরকারকে সতর্ক করে দেবার জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পথ বের করতে বিজ্ঞ সচিবদের সামনে অনেক পথই খোলা ছিল। কিন্তু যে পথ তারা বেছে নেন তা কার্যতঃ ছিল একটি বিদ্রোহ।

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের তরুণ সংগঠকদের অন্যতম হলেন শেখ হাসিনার এক সময়ের এপিএস সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ ইব্রাহীম, ১৯৮৬র সংসদে থাকাকালীন এপিএস ৮৩ ব্যাচের সিনিয়র সহকারী সচিব ওবায়দুল মোক্তাদির, ৭৩ ব্যাচের অন্যতম কর্মকর্তা উপসচিব শাজাহান সিদ্দিকী (বীর বিক্রম), সাবেক মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন বাবলুর এক সময়ের একান্ত সচিব আবু আলম মোঃ শহীদ খান, মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা পরিষদ নেতা আবদুল হাই প্রমুখ। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের ঘোষিত নেতৃবৃন্দ হলেন প্রকৌশলী মোঃ ইব্রাহিম, প্রকৌশলী আবুল কাসেম, ডাঃ কাজী শহীদুল আলম, কৃষিবিদ ডঃ আবদুর রাজ্জাক। অবশ্য এই সংগঠনটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেন ডঃ মহিউদ্দিন খাল আলমগীর। এই মহিউদ্দিন খান আলমগীর কেবল প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ গঠন করেই ক্ষান্ত হননি। তার গঠিত সমন্বয় পরিষদ বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রভৃতি ২২-২৩টি সংগঠনের সাথে মিশে পেশাজীবীদের একটি যৌথ প্লাটফরমও গড়ে তোলে। সরকারী প্রজাতন্ত্রের



www.pathagar.com

কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ নেতা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমাবেশে জয়বাংলা শ্লোগান প্রদানের মাধ্যমে প্রকাশ্যে বিশেষ রাজনৈতিক মর্টিভেশনও চালান। মুজিবনগর কর্মকর্তা কর্মচারীদের পৃথক সমাবেশেও তিনি ঘোষণা দেন, যারা জয়বাংলা শ্লোগান দেবে না তাদেরকে এদেশে থাকতে দেয়া হবে ন।। জনতার মঞ্চে গিয়ে তখনকার চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এরই পদাংক অনুসরণ সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটি কমিশনাররাও স্ব স্ব এলাকায় জনতার মঞ্চে গিয়ে বক্তৃতা করেন এবং সরকারের পতন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে খুবই কৌশলে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিএনপি বিরোধী ইস্যুতে ইন্ধন দেয়া শুরু হয়। অসহযোগ চলাকালে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে বোমা ফাটে। মন্ত্রী আমানকে জুতা প্রদর্শনের ষড়যন্ত্র ফাঁদা হয়। ছাত্রদলের দুজন বহিরাগত মাস্তানকে পুলিশের হাতে ন্যস্ত করার বিষয়কে ঘিরে একটি স্পর্শ কাতর জটিলতা সৃষ্টি হয় সচিবালয়ে। কর্মচারীদেরকে নিরাপত্তার দাবী জানাতে এবং বাড়তি যাতায়াত ভাতা আদায়ে প্ররোচিত করা হয়। কর্মচারীদের নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত করার ব্যাপক লবিং চলে। এরকম মারাত্মক সময়ে বিসিএস প্রশাসন এসোসিয়েশনের সভা আহবানের চেষ্টা চলে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তৎপরতার প্রশাসনস্থ পুরোধারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা ভেবে এসোসিয়েশনের সভা আয়োজন থেকে বিরত থাকে। পাট সচিব সফিউর রহমান, পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান, স্থানীয় সরকার সচিব আলমগীর ফারুক চৌধুরী প্রমুখ সচিব সে সময়ে সরকার বিরোধী কর্মকান্ডে প্রকাশ্যে ভূমিকা পালন করেন। আর নেপথ্যে থেকে লবিং, আশীর্বাদ, মটিভেশন, প্রভৃতি বহুমুখী কৌশলে মদদ যোগান আরও ৭/৮ জন সচিব। এক পর্যায়ে সচিবালয়ে নিরাপত্তাহীনতার একটি ভয়াল পরিবেশ তৈরী হয়ে যায়। বিশেষ লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মতৎপরতা তার সাফল্যের পথ খুঁজে পায়। কৌশলে এই নিরাপত্তাহীনতার আবহকে পুঁজি করে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারীর বেপরোয়া প্রচারণা কর্মপরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। কেবিনেট সচিবকে খোলা চিঠি দেয়া হয়। কেবিনেট সচিব সচিব-সভা বাতিল করেন। সেই সুযোগে সচিবরা সিনিয়র সচিব আতাউল হকের কক্ষে মিলিত হয়ে শলা পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতিকে নিজেদের নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা ও কাজ অব্যাহত রাখার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেন। অথচ একই সময়ে সচিবরা মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করতে অস্বিকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং মন্ত্রীদের আলোচনার আহবানকে প্রত্যাখান করেন। ৩৪জন সচিবের যৌথ ভূমিকা



www.pathagar.com

বিএনপি সরকারকে দ্রুত ক্ষমতাশূণ্য (Inoperative) অবস্থানে নিয়ে যায়। বিএনপি সরকারের শেষ দুইদিন সচিবালয় আক্ষরিক অর্থেই সম্পূর্ণ কর্মহীন অচলাবস্থায় নিপতিত হয়। সরকার দ্রুত বিদায় নিতে বাধ্য হয়। বটতলা,আদমজী, টঙ্গী, ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতির তাৎপর্যপূর্ণ অংশিদারীত্ব ছাড়াই প্রশাসনের বিদ্রোহ বিএনপিকে চরম বিচলিত অবস্থার মধ্যে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করে।

বিএনপির সরকারের পতনের পর কেয়ারটেকার সরকার ক্ষমতায় এলে রাজনৈতিক সরকারের অনুপস্থিতিতে কার্যতঃ আমলাতন্ত্র নতুন করে বিপুল ক্ষমতা চর্চ্চার সুযোগ লাভ করে। এই সুযোগকে প্রো-আওয়ামী মহল বেশ কায়দার সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে। সে কারণে বিএনপি সরকারের মন্ত্রীদের একান্ত সচিব ও সহকারী একান্ত সচিবরা ওএসডি হিসেবে বসে বসে বেতন পাচ্ছেন। নামমাত্র ২/৪ জন ছাড়া আর সবাই পদায়নের অপেক্ষায় এবং তাদের ব্যাপারে ঢালাও ধারণা যে তাদের কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বের আশংকা রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে পাল্টা যুক্তি হল, তাহলে যে সব কর্মকর্তা জনতার মঞ্চে গিয়ে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার অংশ নিয়েছিলেন তাদের বেলায় পক্ষপাতিত্বের আশংকা থাকবে না কেন? যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষতার সতর্কতার বিছমিল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ প্রভৃতি পর্যন্ত সযতনে পরিহার করেছেন সেই তত্ত্বাবধায়ক বিতর্কিত পদায়ন কেন পরিহার করতে পারলেন না?শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক, টিভি মহাপরিচালক রিছালত চৌধুরী, আইজি মোঃ শাহজাহান, সংস্থাপন সচিব হাবিবুর রহমান প্রমুখকে বদলী করা হল বিএনপি আমলে তাদের সরকার ঘনিষ্ঠতা ও বিএনপি আনুকূল্যের অঘোষিত দায়ে। কিন্তু মহিউদ্দিন খান আলমগীর, পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান, স্থানীয় সরকার সচিব আলমগীর ফারুক চৌধুরী, পাট সচিব সফিউর রহমান তত্ত্বাবধায়কের বিবেচনায় অবিতর্কিত থেকে গেলেন। স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে, আমলাতন্ত্রের কিংবদন্তীর দিকপালেরাই কার্যতঃ কেয়ারটেকারের টেক কেয়ার করছেন।

বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত আমলা বিদ্রোহের প্রাসংগিক প্রেক্ষাপট আঁচ করতে আরও কয়েকটি উপাদান প্রণিধান যোগ্য। সাবেক সচিব ও আমলাদের একটি বিরাট অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বিদ্রোহকে পুষ্টি জুগিয়েছেন। এম কে রব্বানী, এইচ এফকে সাদেক, এস এম এস কিবরিয়া, এম মহিউদ্দিন, ফারুক আহমদ চৌধুরী, মুজিবুল হক, আসফউদ্দৌলা, শামছুল



www.pathagar.com

হক, প্রমুখ অবসরপ্রাপ্ত আমলার রাজনীতিতে যোগদান, পত্রপত্রিকায় লেখা জোখা, বক্তৃতা, বিবৃতি, সাক্ষাৎকার, প্রভৃতি আমলাতন্ত্রের নতুন প্রজন্মের মধ্যে একটি মটিভেশন হিসেবে কাজ করে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, বিএনপি বিভিন্ন সেক্টরে লোক বাছাই এ স্বীয় রাজনৈতিক দর্শন বা আদর্শের চাইতে ক্ষমতার চারপাশে ঘুর ঘুর করা তোষামুদে সুযোগ সন্ধানীদেরকে অগ্রাধিকারে দিয়ে ফেলে। ফলে চুক্তিভিত্তিক চাকরিতে নিয়োজিতরাও দরকারী সময়ে বিএনপিকে প্রয়োজনীয় সক্রিয়তা দিয়ে সহায়তা করেনি। বিএনপির মন্ত্রীদের সুপারিশে পদায়িত হয়েও বাস্তবে তাদেরকে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের আনুকুল্য প্রদর্শন করতে দেখা গেছে অনেককেই। উপযুক্ত আদর্শিক লোক তৈরী, এবং নিজস্ব জনশক্তির মধ্যে দক্ষতা সৃজনের পরিবর্তে নিছক ক্ষমতা, নেতৃত্বের ক্যারিজমা আর শক্তি চর্চ্চার মাধ্যমে তারা এগুতে চেয়েছে। যেটা তাদের জন্য চূড়ান্ত বিচারে ফলপ্রসু হয়নি।

তৃতীয় বিষয়টি হল, ৭৩ ব্যাচ সহ প্রশাসনের প্রো-আওয়ামী জনবলের বৃহদাংশ সরকারের নীতি নির্দ্ধারণী পর্যায় সহ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগকে স্বীয় পছন্দ জন কাজে লাগাতে মনোযোগী হতে পেরেছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে জনসমর্থের ঘাটতিকে প্রশাসনের অভ্যন্তরের সমর্থন দিয়ে পুষিয়ে নেবার এই কৌশল খুবই ফলপ্রসু হয়েছে।

চতুর্থতঃ এরশাদের দীর্ঘ শাসনামলে জনসমর্থনহীন সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় আমলারা যে বিপুল ক্ষমতা চর্চ্চা করেন তা বিএনপি আমলে এসে খানিকটা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। তখন পূর্বতন সময়ের দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়বদ্ধতা থেকে বাঁচবার জন্য আমলাদের একটি বিরাট অংশ প্রাথমিক পর্যায়ে বিএনপি সরকারের আস্থাভাজন সাজবার চেষ্টা করে। পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে উঠবার প্রাথমিক চেষ্টা সফল হবার পর পরই আমলারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। ক্ষমতার রূপ নিতে দেখা যায়। বিএনপি সরকারের পতনের প্রাক্কালে আমলা বিদ্রোহ সেই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া জাত বললে অত্যুক্তি হয় না।

ক্ষমতা দ্বন্দের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে সচিবালয়ে বিসিএস প্রশাসন এসোসিয়েশনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বিসিএস ফোরাম, উপসচিব ফোরাম, সহকারী সচিব ফোরাম, স্বাধীনতা প্রজন্মের কর্মকর্তা ফোরাম, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফোরাম প্রভৃতি বহু নামের সংগঠন গজিয়ে গেছে। ব্যাচ



www.pathagar.com

ভিত্তিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে বহু আগেই। পলিটিক্যাল লবিং অনেকটা প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। আমলাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়ের এটি প্রামান্য চিত্র।

সিনিয়র আমলাদের অধিকাংশের আয় ও ব্যয়ের মধ্যকার অসংগতি এবং তাদের সন্তানদের বিদেশে পড়াশোনা, অবসরোত্তর কর্মসংস্থান প্রভৃতি নিয়ে জরীপ চালালেও জনপ্রতিনিধি এবং আমলাদের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে। কেননা রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি থেকে অর্জিত অর্থ তাদের কর্মী, এবং সংগঠন পরিচালনায় ব্যয় করতে হয়। ফলে সেই অর্থের এক ধরনের আবর্তন হতে বাধ্য। জনগণের কাছে জনপ্রতিনিধিদের এক ধরনের জবাব দিহিতা থেকেই যায়। কিন্তু আমলাদের বেলায় এই জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ বর্তমান সিস্টেমে প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে।

দৃশ্যতঃ আমলাদের বর্তমান প্রতিরোধ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে হলেও দীর্ঘমেয়াদে এই দ্বন্দ্ব সরকার ও ব্যুরোক্র্যাসীর মধ্যে বিভাজন দূরত্ব বাড়াবে বৈ কমাবে না। আজকের সুবিধাবাদী আমলা নেতৃত্ব আমলাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি ও গতিশীলতার পরিবর্তে সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে যা তুলনামূলক বিচারে রাজনৈতিক নেতা চরিত্রের চাইতে ভিন্ন কিছু নয়। তবে ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্বের আমলাতন্ত্র পরাস্ত হতে বাধ্য এবং সেক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের আমলাদেরকে আগামী ইতিহাসে খুব বেশী বিড়ম্বনার ধকল পোহাতে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

নিকট ভবিষ্যতে প্রশাসনের আমলা নেতৃত্বে সরাসরি রাজনৈতিক নিয়োগ আইনগত ভিত্তি পেলে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু থাকবে না।



www.pathagar.com

# বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের মানসপট

## ডঃ মাহবুবুর রহমান মোরশেদ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে প্রধানতঃ তিনটি পক্ষ। প্রথম পক্ষ রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক পরিচয়ে অথবা প্রয়োজনে বা স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করেন। অর্থাৎ যাদেরকে আমরা বলি সরকার। দ্বিতীয় পক্ষ জনগণ-যাঁরা প্রথম পক্ষকে সর্বোচ্চ অবস্থানে আরোহণ করতে সহায়তা করেন কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। যাঁদের নামে আন্দোলন হয়, শপথ হয় এবং বলা হয় সকল ক্ষমতার উৎস-তাঁরা মানে সে জনগণ প্রায়শঃই দর্শক বা নীরব শ্রোতা। তৃতীয় পক্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের সেতুবন্ধন রচনা করেন, কখনো দায়সারাভাবে আবার কখনো ঠেকায় পড়ে। এই তৃতীয় পক্ষই হচ্ছে সরকারী যন্ত্র-যাকে, আমরা আমলা শ্রেণী বলি। কেউ কেউ আজকাল বাংলায় তরজমা করে বলেন "সুশীল সেবক"। যাঁরা তরজমা করেছেন তাঁরা সেই একই শ্রেনীরই। নিজেদের আমলা বলতে কেমন কেমন মনে হয় অনেকটা গালির পর্যায়ে। তাই নাম পাল্টে নিজেরাই হতে চান সুশীল সেবক। কার সেবক অবশ্যি বলেননি। এই আমলা শ্রেনী নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

ভিকটর থমসন নামে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আমলাদের একটি বিশেষ রোগে আক্রান্ত হবার কথা বলেছেন। এই রোগের নাম ব্যুরোসিস। ব্যুরোসিস রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ হচ্ছেঃ আমলারা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বিরোধী এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তনের প্রতিরোধ প্রয়াসী। তারা নিজেদের সম্পর্কে অসম্ভব উচ্চ ধারণা পোষণকারী এবং অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করে অবহেলার চোখে দেখেন। আমলারা নিজেরা দক্ষ সন্দেহ নেই কিন্তু এই দক্ষতা মূলতঃ নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করেন। সমাজের অন্যান্যদের চাইতে আচরণ ও ব্যবহার প্যাটার্ণের দিক থেকে তারা আলাদা। আমলারা নিজেরা স্মার্ট কিন্তু তাদের কাজকর্মে অসম্ভব শৈথিল্য এবং দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয়। সিনিয়র আমলারা তাদের জুনিয়র সহকর্মীদের উপর খবরদারীর লোভ সম্বরণ করতে পারেন না এবং একটি পদোন্নতি পেলেই ভুলে যান যে, তিনি সিড়ি বেয়েই উপরে উঠেছেন। আমলারা অন্যদের ঘাড়ে



www.pathagar.com

দোষ এবং দায়-দায়িত্ব চাপাতেই অধিকতরো পছন্দ করেন। তারা তাদের পেশা এবং গোষ্ঠীর অতীত ঐতিহ্য এবং কল্পকাহিনী গল্প করতে খুবই পছন্দ করেন।

বাংলাদেশের আমলাদের ক্ষেত্রে ব্যুরোসিস রোগের প্রায় সবগুলো লক্ষণই পুরোমাত্রায় লক্ষ্যণীয়। এই রোগের ইতিহাসও পুরোনো। ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে এই রোগের সংক্রমণ হয়েছে। তবে ব্যুরোসিসের প্রাদুর্ভাব সিনিয়র এবং পদস্থ আমলাদেরই পর্যুদস্ত করেছে। অপেক্ষাকৃত জুনিয়র আমলারা এই রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত না হলেও রোগ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে।

বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী ব্যুরোসিস রোগের সঙ্গ সঙ্গে আরো কতিপয় সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ফ্যাক্টর যুক্ত হয়ে আমলাতন্ত্রকে একটি ভিন্নরূপ দিয়েছে।

বাংলাদেশের ব্যুরোক্রেসীকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে একটি অপরিহার্য শক্তি হিসেবে যেমনি না দেখে উপায় নেই তেমনি দারিদ্রপীড়িত বাংলাদেশের ক্রমাগত অবনতি, অনগ্রসরতা এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থার দায়ভাগ থেকেও এই প্রতিষ্ঠানটি মুক্ত নয়। বাংলাদেশের ব্যুরোসিস আক্রান্ত আমলাতন্ত্র এবং উন্নয়ন কিংবা অনুন্নয়নে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে পারি। প্রথমতঃ বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত একটি বাংলাদেশী আমলাতন্ত্র-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন পদসোপানে এখন যারা কর্মরত তাদের এক শ্রেণী সাবেক পাকিস্তান আমলের উত্তরাধিকার বয়ে চলেছেন। তারা একক পাকিস্তানের প্রশাসনে কাঠামোতে লালিত-পালিত হয়ে একাত্তরের পর ভৌগোলিক পরিবর্তন কাঠামোতে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেননি। এবং সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টাও করেননি। অবশ্য এক্ষেত্রে তাদের অনেকের আন্তরিকতা থাকলেও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অথবা সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে বাংলাদেশ প্রশাসন কাঠামোর সঙ্গে মানসিকভাবে তারা একাত্ম হতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তারা পাকিস্তানী কাঠামোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁদের মনমগজে বা মেজাজে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভাবমূর্তি অনিবার্যভাবে গেঁথে আছে। বৃটিশ যুগের রাজকীয়(?) সার্ভিসের উত্তরাধিকারের অহমিকা নিয়ে পাকিস্তান কাঠামোতে তাদের অবস্থান শক্তিশালী হবার পর হঠাৎ করে বাংলাদেশ কাঠামোতে সংকুচিত হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্রীয় আমলারা মানসিকভাবে স্বস্তিতে



www.pathagar.com

গ্রহণ করেননি। তাদের অহমিকা অনেক সময় অসহ্য রকম দম্ভোক্তিতেও পরিণত হয় আর তাই এদের অনেকে বলেন-"আমরা রিটায়ার করার পর এদেশটি চলবে কিভাবে"? বস্তুতঃ এটিই তাঁদের মারাত্মক ভূল ধারণা। তারা এটি বোঝেন না যে কমিটমেন্ট কোন বংশানুক্রমিক বা উত্তরাধিকারের অবস্থান থেকে সৃষ্টি হয় না এবং কমিটমেন্ট না থাকলে দক্ষতা সৃষ্টি হয় না। বাংলাদেশ প্রশাসন একাত্তর থেকে আজ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে অবস্থানকারী আমলাদের পারফরমেন্সে অবশ্যই প্রমাণ হবে যে 'যত গর্জে তত বর্ষে না'। আমাদের এ বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে গত বিশ/একুশ বছরের ইতহাস পর্যালোচনাই যথেষ্ট। বাংলাদেশের প্রশাসন এমনকি রাজনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রাজনৈতিক এবং সামরিক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আমলারাও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখনও রয়েছেন। কিন্তু গত বিশ বছরে এদেশের প্রশাসন ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় কোন গুণগত পরিবর্তন আসেনি। নিছক একাডেমিক গুণে বা ব্যক্তিগত দক্ষতায় অনেকে ব্যক্তিগতভাবে নাম করেছেন, প্রসিদ্ধ হয়েছেন এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, কিন্তু দেশের উন্নয়নে এমন কোন যুগান্তকারী কৃতিত্ব রাখতে পারেননি বা চেষ্টা করেননি যা দিয়ে দু'একটি উদাহরণ দেয়া যেতো। অপরদিকে এই গরীব দেশের, সীমিত সম্পদের দিকে লক্ষ্য রেখে কৃচ্ছতা করেছেন নিজে বা সকলে এরকম কোন নজীরওতো নেই। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা ভালো যে, আমার পূর্ববর্তী বক্তব্যে এভাবে ভুল বোঝার উপায় নেই যে--আলোচ্য আমলারা পাকিস্তানী ভাবধারায় আক্রান্ত বা বাংলাদেশের প্রতি তাদের মমত্ববোধ নেই। এঁদের অনেকে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং দেশপ্রেমের প্রমাণ দেখিয়েছেন বিভিন্নভাবে। আসলে সমস্যাটি হচ্ছে মানসিক এবং অন্তর্মুখী একটি নেতিবাচক সংস্কৃতির বিষয় যা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে দৃঢ় কমিটমেন্ট এবং ব্যক্তিগত আচরণের ইতিবাচক ওরিয়েন্টেশন।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশমুখী ইতিবাচক পরিবর্তন না আসার আরেকটি কারণ হলো কোথায় কাদের অবস্থান- সে বিষয়টি তলিয়ে না দেখা। স্বাধীনতার বিশ বছরেও বাংলাদেশের প্রশাসনের কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং স্তরে বাংলাদেশ প্রজন্মের কোন কর্মকর্তা এখনো পৌছতে পারেননি। মনে হবে কথাটি মিথ্যে এবং অদ্ভুত। আসলে ষোল



www.pathagar.com

আনা সত্যি। এখন সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারের সংখ্যা আড়াই ডজন। দুঃখজনক হচ্ছে এই, আড়াই ডজন ক্যাডারের যেসব কর্মকর্তা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নিয়োগ পেয়েছেন বিভিন্ন প্রাথমিক পদে তার প্রায় সবাই সেই প্রাথমিক পদেই রয়েছেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে যাওয়া তো দূরের কথা একই পদে অনেকে কর্মরত রয়েছেন গত বিশটি বছর ধরে। বলা বাহুল্য, স্বাধীন বাংলাদেশ কাঠামোতে এদের চাকুরী জীবনের সূচনা বলে তারাই পারেন পরিপূর্ণভাবে দেশটির প্রতি অনুগত হতে। তাদের পেছনের ইতিহাস নিয়ে মাথা ব্যথা বা কৌলিণ্যের অহমিকা নেই বলে ভবিষ্যত গড়ে তুলতে তারা দ্বিধাগ্রস্ত তো হবেনই না, মাথা পেতে নিতে পারবেন সব সমস্যা। এখন প্রয়োজন তাদের সুযোগ প্রদান। জাতির প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে তাদের এগিয়ে যেতে দিতে হবে। তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে পুরোনোদেরকে। স্বীকার করি এদের অনেকের পর্বতপ্রমাণ দক্ষতা নেই। কিন্তু কমিটমেন্ট থাকলে দক্ষতা অর্জন সহজ হবে এবং এদেশটি এদেরকে দিয়েই ভালভাবে চলবে।

ভিক্টর থম্‌সন আমলাদের ক্রনিক রোগ ব্যুরোসিসকে নির্মূল করার উপায় জানাতে পারেননি। তবে চিকিৎসার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ব্যুরোপ্যাথলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট (Bureaupathological treatment) করে আমলাদের এই রোগটি সারানো যায় অনেক ক্ষেত্রেই।

পুরাতন রোগীকে সহজে ঔষধে ধরে না। এলোপ্যাথিতে নাকি নয়ই, হোমিওপ্যাথিতেও দীর্ঘসময় লাগে। পুরাতন আমলাদের ব্যুরোসিস রোগ সহজে সারবে না। নতুন প্রজন্মের আমলাদের-বাংলাদেশ কাঠামোর আমলাদেরও রোগটি আছে এবং দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে। তবে যেহেতু রোগী এখনো নতুন এবং রোগের ভয়াবহতা প্রাথমিক পর্যায়ে, সেহেতু প্রাথমিক চিকিৎসায় অথবা সামান্য চিকিৎসায় রোগটি সেরে যাবে। অবশ্য প্রয়োজন 'ইনটেনসিভ কেয়ারের' -মানসপট সতেজ রাখার। (সাপ্তাহিক বিক্রম, ২৫ নভেম্বর, ১৯৯১)।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

# আমলা বিদ্রোহ ঃ ডক্যুমেন্টস এণ্ড ফ্যাক্টস

গোলাম ফারুক

বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে '৯৬ সালের মার্চ মাসে। আমলাগণ সরাসরি খালেদা জিয়া সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। আমলাদের এ বিদ্রোহী ভূমিকায় সকল আমলা জড়িত ছিলেন তা বলা যাবে না। ৩০ মার্চ '৯৬ খালেদা জিয়া সরকারের ক্ষমতা ত্যাগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এ আমলা বিদ্রোহ। তাদের এ তৎপরতা নিয়ে ইতোমধ্যে পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক পত্র পত্রিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। আমরা সময়ের নিরিখে সুধীজনের পক্ষ বিপক্ষের যুক্তিগুলো পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমরা সময়ের যথাসাধ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেশ ও জাতীয় প্রয়োজনে দেশপ্রেমিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তাগিদে প্রকাশিত ঘটনাবলীর সুস্পষ্ট বিশ্লেষণের স্বার্থে বিভিন্ন সংবাদ, প্রতিবেদন ও বিবৃতির সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরছি।

## অসহযোগ আন্দোলন
## গতকাল সচিবালয়ের অধিকাংশ ছিল ফাঁকা

বিরোধী দলের ডাকে দেশব্যাপী অনির্দিষ্ট কালের অসহযোগ কর্মসূচীর প্রথম দিনে গতকাল সচিবালয় ছিল কর্মচঞ্চলহীন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল কম। অধিকাংশরাই উপস্থিতি-স্বাক্ষর শেষে গল্পগুজবে মেতে ছিলেন। ফলে অধিকাংশ কক্ষ ছিল ফাঁকা। অধিকাংশ সচিব গতকাল অনুপস্থিত ছিলেন।

গতকাল সচিবালয়ে তিন দফা বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। প্রচণ্ড শব্দে সচিবালয়ের ভেতরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুপুর ১২টা নাগাদ উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকাংশই সচিবালয় ত্যাগ করেন। সচিবালয়ের ভেতরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

গতকাল খুব ভোরে মন্ত্রী ও সচিবদের অনেকেই সচিবালয়ে উপস্থিত হন। আগের দিন রাতেও কেউ কেউ সচিবালয়ে ছিলেন। সচিবালয় ক্যান্টিন বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করেছে।



www.pathagar.com

এদিকে সচিবালয়ে বোমা হামলার ঘটনা ঘটায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে নাখোশ। এ ব্যাপারে আজ-কালের মধ্যে সম্মিলিতভাবে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হতে পারে। সংশ্লিষ্টরা আশংকা করছেন, আজ সচিবালয়ে উপস্থিতি আরও কমে যেতে পারে। (ইনকিলাব ১০.৩.৯৬)

## স্বাধীনতা-উত্তর বিসিএস ফোরাম কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা বিধানে আগামীকালের মধ্যে সভা আহবানের দাবী

স্বাধীনতা-উত্তর বিসিএস ফোরাম মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আগামীকালের মধ্যে এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা আহ্বানের দাবী জানিয়েছে।

গতকাল ফোরামের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সভাপতি সচিব আতাউল হকের কাছে এই ব্যাপারে দাবীনামাসহ স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। স্মারকলিপিতে বলা হয়, গত ১৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত নির্বাচন এবং তৎপরবর্তীকালে স্থগিত আসনসমূহে পুনঃ ভোট গ্রহণের প্রচেষ্টার পর সারাদেশ জুড়ে আশংকাজনকভাবে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। জেলা ও থানা প্রমাসন অনেক জেলায় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে পালন করতে পারছে না। চট্টগ্রাম, নীলফামারী, বগুড়া, চাঁদপুর, ঝিনেদা, মনোহরদী, জালকাঠী, বরিশাল, টুংগী, টাংগাইল, জামালপুর, সিলেট, মিঠাপুকুর, তারাগহআদুল্লাহপুর, সিরাজগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহকারী কমিশনার/ম্যাজিস্ট্রেট, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসকগণের কার্যালয়, বাসভবন ও যানবাহন বিক্ষুব্ধ জনতার আক্রমনের শিকার হয়েছে।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারী '৯৬ তারিখের পূর্বেই আপনার সাথে আপনার অফিস কক্ষে সচিবালয়ে কর্মরত মধ্য ও ভিত্তি সোপানের কর্মকর্তাগণ তিনবার সাক্ষাৎ করে এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সবা আহবান করে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তদের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদেরকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছেন। (ইনকিলাব ১৪/৩/৯৬)



www.pathagar.com

## কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের সভা
## ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল করে ধ্বংস থেকে দেশকে রক্ষা করুন

সকল ক্যাডার ও নন-ক্যাডার সরকারী কর্মকর্তাদের সংগঠন "প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ" বাস্তবতার নিরিখে ন্যায়নীতি এবং যৌক্তিকতার আলোকে ১৫ ফেব্রুয়ারীর 'বিতর্কিত' নির্বাচন বাতিল করে অতি দ্রুত চলতি সংকট নিরসনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংস হতে দেশকে উদ্ধারের আবেদন জানিয়েছেন।

গতকাল প্রকৌশলী এম এ কাশেমের সভাপতিত্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত সভা থেকে এক বিবৃতিতে এই আবেদন জানানো হয়। যুক্ত আবেদনে স্বাক্ষর করেন প্রকৌশলী এম এ কাশেম, প্রকৌশলী ইব্রাহীম মিয়া, ডাঃ কাজী শহিদুল আলম, ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর, আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান, ডঃ এম এ রাজ্জাক, ডাঃ মুশতাক হোসেন প্রমুখ।

বিবৃতিতে বলা হয়, প্রশাসনিক অচলাবস্থা ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার অবসান না ঘটায় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন। ১৫ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত বিতর্কিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশংকা রয়েছে বলে আমরা মনে করি। অনুধাবন করা যাচ্ছে যে, ভোটারদের অংশগ্রহণ ছাড়া গত ১৫ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠিত 'নির্বাচন'কে বৈধতা প্রদান করা হবে কি হবে না এই প্রশ্নে ঐকমত্য না হওয়ার কারণে বর্তমান সংকট উত্তরণ করা যাচ্ছে না। (ইনকিলাব ১৮/৩/৯৬)

## অবৈধ সংসদের কোন কার্যক্রম জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না
## সম্মিলিত পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ

সম্মিলিত পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, 'জালিয়াতির' মাধ্যমে গঠিত সংসদের অধিবেশন বন্ধের দাবী জানিয়ে বলেছে, এই জনপ্রতিনিধিত্বহীন অবৈধ সংসদের কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। পরিষদের সভায় বক্তাগণ বলেন, জনগণ যেহেতু সকল ক্ষমতার মালিক এবং যেহেতু বর্তমান সরকার জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না, তাই জনগণের পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগের সকল অধিকার এ সরকার হারিয়ে ফেলেছে। এ সরকারের তাই ক্ষমতা আকড়ে থাকার কোন সাংবিধানিক রাজনৈতিক অধিকার নেই।



www.pathagar.com

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সভায় একথা বলা হয়। এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফসহ পরিষদভুক্ত সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, **প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ**, ঢাকা আইনজীবী সমিতি, সম্মিলিতসাংস্কৃতিক জোট, বিপিএমপিএ, প্রকৌশলী সমন্বয় পরিষদ, বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিষদ, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ, এডাব, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষক সমিতি, 'জাতীয় কবিতা পরিষদ, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ, কৃষিবিদ পরিষদ, বেতার-টেলিভিশন শিল্পী সংসদ, বাংলাদেশ ট্যাক্স ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন ও ঢাকা ট্যাক্সেস বার এসোসিয়েশন সমন্বয় পরিষদ এ সমাবেশে অংশ গ্রহণ করে। সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বলেন, এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলেন, বর্তমান সরকার অবৈধ। আমরা এ সরকার মানি না, মানতে পারি না। ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম বলেন, জনগণ ও পেশাজীবীদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন '৭১-এ এই অধিকারের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। তিনি এ সংসদকে অবৈধ আখ্যায়িত করে বলেন, জিয়া নির্বাচন বিকৃতির যে ধারা চালু করেছিলেন, তা আজো অব্যাহত রয়েছে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের চৌধুরী মাইনুদ্দীন মাহফুজ বলেন, এ সরকার অবৈধ। জনাব ইব্রাহীম মিয়া সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনগণের কাতারে শামিল হবার আহ্বান জানান।

সমাবেশে বলা হয়, বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস এসোসিয়েশন নির্বাচনী অনিয়মের জন্য উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়েছেন এবং ভোট গ্রহণ গণনা ও নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশে সরকারী কর্মচারীগণ সম্পৃক্ত ছিল না মর্মে দাবী করেছেন। এ থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনী ফলাফল বিএনপি দলীয় কর্মকান্ড, যা বিজি প্রেসের ছাপ দিয়ে নির্বাচন কমিশনের নামে বৈধতা দেয়ার একটি অবৈধ প্রচেষ্টা মাত্র।



www.pathagar.com

সমাবেশের ঘোষণায় বলা হয়, যেহেতু ১৫ ফেব্রুয়ারীর আমাশার নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন গটেনি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেনি, তাই এ নির্বাচন বাতিল করে একটি সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকার গঠন ছাড়া বর্তমান সংকট হতে উত্তরণের আর কোন পথ নেই। (ইনকিলাব ২০.৩.৯৬)

**সচিবালয় চত্বরের বিশাল সমাবেশে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ঘোষণা সরকার অবৈধ! সহযোগিতা করব না!**

বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত বিক্ষোভে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ে এক বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির জন্ম নেয়। শত শত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সচিবালয় চত্বরে এক সমাবেশে এসে ঘোষণা দেন, গত ১৫ ফেব্রুয়ারীর অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে যে সংসদ ও সরকার গঠিত হয়েছে তার কোন বৈধতা নেই। সুতরাং এ অবৈধ সরকারকে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কোন সহযোগিতা করবেন না। সমাবেশে আগামীকাল বুধবারের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের চূড়ান্ত সময়সীমা দিয়ে বলা হয়, অন্যথায় পরদিন বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের ভিআইপি গেটে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অবস্থান করে সকল মন্ত্রীকে সচিবালয়ে গাড়িসহ প্রবেশে বাধা প্রদান করবেন। ৩০ মার্চ সকাল ১১টায় সচিবালয় চত্বরে সমাবেশ এবং পরে মিছিল করে সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রেসক্লাব চত্বরে জনতার মঞ্চে যাবেন। এ মঞ্চ থেকে পরবর্তী কর্মসুচী ঘোষণা করা হবে। সমাবেশে সচিবালয় থেকে সকল সেনা ও বিডিআর প্রত্যাহারের দাবি করা হয়।

সচিবালয়ে গতকাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ প্রসঙ্গে গত রাতে পাট সচিব সফিউর রহমান বলেছেন, গত ২৫ বছরে চাকরি জীবনে তিনি এমন ঘটনা দেখেননি। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিক্ষোভের ভয়ে মন্ত্রীরা তাঁদের কর্মস্থল সচিবালয়ে আসতে পারেননি। সচিব থেকে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যৌথ সমাবেশ চলাকালে চার সিনিয়র সচিব আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। এঁরা হচ্ছেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ আহমদ, যোগাযোগ সচিব ওয়ালিউল ইসলাম ও স্থানীয় সরকার সচিব আলমগীর ফারুক চৌধুরী। পাট সচিব সফিউর



www.pathagar.com

রহমান গতকাল এক বিবৃতিতে বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সোমবার সকাল থেকে সচিবালয়ের পরিবেশ ছিল উত্তপ্ত। কাল পৌনে ৮টায় ঢাকা ভার্সিটির এসএম হলের সামনে একদল যুবকের হাতে প্রহৃত হন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কর্মচারী ইমরুল কায়েস এবং ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের সর্মচারী সাজেদুল হক। রক্তাক্ত অবস্থায় এঁরা দু'জন সচিবালয়ে আসার পরপরই সর্বস্তরের কর্মচারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা কাজ বন্ধ করে সচিবালয়ের বিভিন্ন ভবন থেকে দলে দলে নিচে নেমে আসেন এবং মিছিল বের করেন। সকাল ১১টায় কর্মচারীদের নির্ধারিত সভা শুরু হবার আগেই সচিবালয়ের ২১ তলা সুউচ্চ ভবন সংলগ্ন চত্বর শত শত কর্মচারীতে ভরে যায়। কর্মচারীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করার জন্য কর্মকর্তারা জড়ো হতে থাকেন। এক পর্যায়ে সচিবালয়ের সব মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষ বন্ধ হয়ে যায়। কর্মচারীরা বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে দেন। ফলে লিফটগুলো অচল হয়ে পড়ে। কর্মচারীরা আহত কর্মচারী ইমরুল কায়েসকে স্ট্রেচারে নিয়ে মিছিলসহকারে সচিবালয় প্রদক্ষিন করেন। কর্মচারী আহত হবার ঘটনা বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে। কর্মচারীরা অভিযোগ করেন 'আমান বাহিনী'র সদস্যরা এ হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা বলেছে, আমান যদি সচিবালয়ে না যেতে পারে তোমরাও সেখানে যেতে পারবেনা।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ অন্যান্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর অফিসে নির্ধারিত একটি কর্মসূচীতে যাচ্ছেন- এ খবর সমাবেশে ছড়িয়ে পড়লে ১০টা ৫৫মিনিটে কয়েক শ' কর্মকর্তা ও কর্মচারী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ছুটে যান। এর কিছুক্ষণ পর তাঁরা তথ্যসচিব সৈয়দ আমীর-উল-মূলককে সঙ্গে নিয়ে মিছিল সহকারে ফিরে আসেন। সচিব ওয়ালিউল ইসলাম ও আলমগীর ফারুক চৌধুরী ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দিকে চলে যান। তথ্যসচিবকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সমাবেশে আসতে রাজি হননি। তিনি বলেন, সব সচিব যদি আসেন তাহলে তিনিও আসবেন। সচিবালয়ে গতকাল সেনা টহল ছিল না। অল্পসংখ্যক পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা নীরব থাকে। মন্ত্রীদের মধ্যে কেবল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করেন। সোয়া ১১টার দিকে স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ আহমদ প্রথমে সমাবেশে এস একাত্মতা প্রকাশ করেন। সাড়ে ১১টার দিকে সচিব ওয়ালিউল ইসলাম ও আলমগীর



www.pathagar.com

ফারুক চৌধুরী কর্মকর্তা-কর্মচারী সমাবেশের সামনে এসে আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সংহতির কথা জানান। এ সময় কর্মকর্তা-কর্মচারী এক হও-এক হও' স্লোগানে সমাবেশ ফেটে পড়ে। বেলা সাড়ে ১২টায় ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর সমাবেশ স্থলে পৌছলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিপুল করতালি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। এ সময় স্লোগানে স্লোগানে সচিবালয় প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

সমাবেশে লিখিত প্রস্তাবে বলা হয়, সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এই যৌথ সভা গভীর বেদনা, ক্ষোভ ও লজ্জার সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, সরকার দীর্ঘকাল ধরে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সরকার বলতে দেশে আরো কিছুই অবশিষ্ট নেই। দেশের আপামর জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে এটা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমানা যে, কেবলমাত্র নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হলেই দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, যুগ্মসচিব সিরাজউদ্দিন, উপসচিব আবদুল হাই, খান মোহাম্মদ বেলায়েত, শাজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রম, সিনিয়র সহকারী সচিব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা শামীম চৌধুরী, বি এম এ নেতা ডাঃ মুশতাক হোসেন, কর্মচারী নেতা সৈয়দ মহীউদ্দিন শাহ আলম, জাফর আহমেদ, আতাউর রহমান, মোঃ মজিবুল হক, আজিজুর রহীম, হাবিবুর রহমান, হাবিবুর রহমান গাজী প্রমুখ। (জনকণ্ঠ ২৬/৩/৯৬)

## আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন পাট সচিব

পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব সফিউর রহমান চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে কোন বৈধ সরকার নেই। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটেছে। অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। দেশ এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করা। আমি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি।



www.pathagar.com

পাট সচিব বলেন, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের আদেশ মেনে চলা। কিন্তু গত ১৫ ফেব্রুয়ারীর প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের কোন বৈধতা নেই। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেননি। জনগণ এ নির্বাচনে ভোট দেয়নি। এটি ছিল সম্পূর্ণ জালিয়াতি ও প্রহসনমূলক নির্বাচন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিজয়ী করে আনার মতো নৈতিকতা বিবর্জিত কাজও এ নির্বাচনের মাধ্যমে করা হয়েছে। অবৈধ পন্থায় গঠিত সরকারের আদেশ মেনে চলা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি না।

ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বিকালে 'জনতার মঞ্চ' থেকে আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে পাট সচিবের বিবৃতির কিছু অংশ পড়ে শোনালে সমবেত জনতা করতালির মাধ্যমে তাঁর প্রতি অভিনন্দন জানান। (ইনকিলাব ২৬/৩/৯৬)

## মহিউদ্দিন খান আলমগীরের কর্মকাণ্ড তার নিজস্ব, এসোসিয়েশনের নয়

বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস এসোসিয়েশনের মহাসচিব এম, নুরুজ্জামান মিয়া বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নেতৃত্বাধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের সমন্বয় পরিষদ গঠনের সঙ্গে এসোসিয়েশন সংশ্লিষ্ট নয়। তিনি গতকাল বাসস'কে বলেন, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের সমন্বয় পরিষদের' ব্যানারে কতিপয় সরকারী কর্মকর্তার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তি বিশেষের কর্মকাণ্ড। এটা বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড নয়।

এসোসিয়েশনের মহাসচিব বলেন, এসোসিয়েশন এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য তার কোন সদস্যকে কর্তৃত্ব দেয়নি। তিনি বলেন, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নেতৃত্বে কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা তাদের নিজ দায়িত্বে তাদের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন। ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি।

মহাসচিব বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস এসোসিয়েশনকে তার সদস্যদের জন্য একটি কল্যাণমূলক এসোসিয়েশন বর্ণনা করে বলেন এর নির্বাহী কমিটি সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য তার সদস্যদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের



www.pathagar.com

সমন্বয় পরিষদের' ব্যানারে কতিপয় কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এসোসিয়েশনের পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা করা হবে। (ইনকিলাব ২৬/৩/৯৬ইং)

## সভা-সমাবেশ-বিক্ষোভ নিষিদ্ধ ঘোষণা আজ সচিবালয়ে অবস্থান পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আজ থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিসে যাবেন না

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলে স্বাক্ষর না করা পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্ভব নয়। গণভোট ছাড়াই বিলটি গ্রহণযোগ্য কি-না–এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের রেফারেন্স চাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। যদি তাই হয় এবং রেফারেন্সে গণভোটের প্রয়োজন আছে বলা হয়– তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রীর আহবান সত্ত্বেও সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে অন্ততঃ দু'সপ্তাহের প্রয়োজন হবে। রেফারেন্সে গণভোট প্রয়োজন হবে না বলা হলে আগামী ১/২ এপ্রিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রক্রিয়া কার্যকর পরিণতি লাভ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট মহলে এর বিপরীত চিন্তা রয়েছে। বিলটি আজ-কালের মধ্যে স্বাক্ষর করে দ্রুত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

দেশের সচিবরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে অনতিবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা উচিত বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে আজ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবস্থান কর্মসূচী পালন করবেন। তারা মন্ত্রীদের সচিবালয়ে প্রবেশ করতে দেবেন না– যতক্ষন না তত্ত্ববধায়ক সরকার গঠন করা হয়। অপরদিকে সরকার সচিবালয় ও তার চারপাশে (৬–৩টা) সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত নির্ধারিত এলাকায় রয়েছে জনতার মঞ্চ। গত রাত সাড়ে ১২টায় সচিবালয়ের ভেতরে বিডিআর-পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তখন জনতার মঞ্চে অনুষ্ঠান উপভোগ করছিলেন কয়েক হাজার লোক। আজ থেকে পুনরায় দেশব্যাপী শুরু হচ্ছে বিরোধী দলের অসহযোগ কর্মসুচী–চলবে সরকারের পদত্যাগ পর্যন্ত। বিরোধী দল বলেছে, এই মুহূর্তে বেগম জিয়া পদত্যাগ করলে চলমান সংকট সমাধানের পথ উন্মুক্ত হবে। রাতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ঠিক হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।



www.pathagar.com

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও বিভাগের সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিববৃন্দ অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পক্ষে মত দিয়েছেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আজ থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে গিয়ে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমানের নেতৃত্বে সচিবদের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল দুপুর দুইটায় বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাত করে একটি স্মারকলিপি দিয়ে এসেছেন।

এদিকে অবিলম্বে নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবীতে আজ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকাল থেকে সচিবালয়ের ভিআইপি গেইটের ভেতরে অবস্থান করবেন। তারা সচিবালয়ে মন্ত্রীদের কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না। সরকার ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিপরীতমুখী কর্মসূচীর ফলে আজ সচিবালয় ও সচিবালয়ের চারপাশে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা বলা মুশকিল কারণ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'জনতার মঞ্চ' রয়েছে। রয়েছে আজ বিরোধী দলের অসহযোগ কর্মসুচী।

গতকাল দুপুর সাড়ে ১১টায় পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব ও বিসিএস (প্রশাসন) এসোসিয়েশনের সভাপতি আতাউল হকের কক্ষে সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবরা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে আইয়ুবুর রহমান, মুয়ীদ চৌধূরী, ফয়জুর রাজ্জাক, মোফজ্জল করীম, ডঃ আলমগীর ফারুক চৌধুরী, ডঃ সাদত হোসেন, মনযুর-ই-মাওলা, হাবিবুর রহমান, সৈয়দ আমির উল মুলক, আনোয়ারুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, আইয়ুব কাদরী, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরসহ প্রায় ৩০জন সচিব, ভারপ্রাপ্ত সচিব উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের এক পর্যায়ে সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হককে জানানো হয় যে, সচিবরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাত করে স্মারকলিপি দেবেন। মন্ত্রী টেলিফোনে সচিবদের প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়ার আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে নিরাপত্তাজনিত ব্যাপারে কথা বলতে বলেন। কিন্তু সচিবরা এতে রাজি না হলে মন্ত্রী একই ফোনে জনাব আতাউল হকের সঙ্গে কথা বলেন। জনাব আতাউল হক প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের যাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। মন্ত্রী সচিবদের প্রেসিডেন্টের কাছে যাবার আগে তার চেম্বার হয়ে যেতে বলেন।



www.pathagar.com

সচিবরা সে আহবানও প্রত্যাখ্যান করেন। পরে মন্ত্রী নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিস ছুটে যান। সে সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কক্ষে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক মাত্র শেষ হয়েছে। এই ভবনের নীচতলাতেই জনাব আতাউল হকের কক্ষে তখন সচিবদের বৈঠক চলছিল। দুপুর ১টা ২৫মিনিটে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ আয়ুবুর রহমান বৈঠকে যোগ দেন। দুপুর পৌনে দু'টায় তার নেতৃত্বে সচিবরা বঙ্গভবনে রওয়ানা হয়ে যান। সচিবদের বৈঠকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয় এবং এ ব্যাপারে সচিবদের সর্বসম্মত বক্তব্য, প্রস্তাবসমুহ তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ঃ ১। দেশের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। দেশ বর্তমানে একটি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সচিববৃন্দ দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন। ২। নিরাপত্তাহীনতার কারণে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ৩। সুশৃঙ্খল প্রশাসনের স্বার্থে ও জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে কাল বিলম্ব না করে বর্তমান অচলাবস্থার নিরসন হওয়া প্রয়োজন। ৪। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পথে এখন কোন অন্তরায় নেই বিধায় অবিলম্বে তা গঠন করা উচিত। এরূপ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব। ৫। সচিবদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও সুচিন্তিত মতামত মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করে সংকট নিরসনের জন্য অনতিবিলম্ব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান হচ্ছে। ৬। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আগামীকাল থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে এসে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না বলে সচিবগণ মনে করেন।

এদিকে গতকালই প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের কর্মী সভা পরিষদের অন্যতম আহবায়ক ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না এবং ব্যাপক কারচুপি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিতর্কিত নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক বলে অনুধাবন করা যাচ্ছে। তথাপি এ ব্যবস্থা গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব ঘটার কারণে জনমনে অস্থিরতা ও আশংকা সৃষ্টি করছে এবং দেশের ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধি করছে বলে সভা মনে করে। সভা সচিবালয়ের



www.pathagar.com

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে এবং আজ বিকেল ৫টায় প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। (২৮/৩/৯৬, দৈনিক ইনকিলাব)

## গতকাল সচিবালয়সহ কোথাও কাজ হয়নি মন্ত্রীরা কেউ সচিবালয়ে যেতে পারেননি

গতকাল বাংলাদেশ সচিবালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রেল ভবন এজিবিসহ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মকর্তা, কর্মচারীরা নজিরবিহীন অবস্থান কর্মসুচী পালন করেছেন। অনতিবিলম্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবীতে এই কর্মসূচী পালন করা হয়। গতকাল সচিবালয়সহ কোথাও কোন কাজ হয়নি, কেউ অফিস করেননি। মন্ত্রীরা কেউ সচিবালয়ে যেতে পারেননি।

সচিব, ভারপ্রাপ্ত সচিবরা পূর্ব ঘোষণা দিয়েই সচিবালয়ে যাওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। পূর্ব ঘোষিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমাবেশে উপস্থিতি ছিল কয়েক হাজার। শ্লোগান ছিল "এই মুহুর্তে দরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার" অবৈধ সরকারের দালাররা হুঁশিয়ার সাবধান", "কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য জিন্দাবাদ" ইত্যাদি। সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার ছবি নামিয়ে ভেঙ্গে ফেলাহয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলেছে, ৩০মার্চের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা না হলে মন্ত্রীদের গাড়ী কোন ড্রাইভার চালাবেন না। বাড়ীতে পানি, বিদ্যুত বন্ধ করে দেয়া হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত অফিস করবেন না। ৩০ মার্চ ১১টায় সচিবালয়ে সমাবেশ করে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'জনতার মঞ্চে' যোগদান করবেন এবং পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

গতকাল সকাল ৭টা থেকেই সচিবালয়ের ভিআইপি গেটে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবস্থান নিতে শুরু করে। যদিও আগের দিন রাতে সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছিল, সচিবালয় ও আবদুল গণি রোডে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু গতকাল সমাবেশে, সভা অনুষ্ঠানে কোন বাধা দেয়া হয়নি। ভোরেই পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণার আদেশ পূর্ববর্তী মধ্য রাতে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। সমাবেশে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, উপসচিব আবদুল হাই, এম কবির, ওবায়দুল মোকতাদির, আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ, মুহাম্মদ শাহ আলম,



www.pathagar.com

আজিজুর রহীম, মুজিবুল হক, সৈয়দ আতাউর রহমান, কৃষিবিদ আবদুর রাজ্জাক, প্রকৌশলী আবুল কাসেম প্রমুখ।

সৈয়দ মহিউদ্দিন ক্ষমতাসীন বি এন পির উদ্দেশ্যে বলেন, এদের মত দুরাচার বাংলাদেশে আর দেখি নাই।

আজিজুর রহীম আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে বলেন, আল্লাহ, জালিম সরকারের হাত থেকে দেশকে বাঁচান।

ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেন, দেশ, জনগণের স্বার্থে অনতিবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে। সমাবেশ শেষে মিছিল বের হয় (২৯/৩/৯৬ইং , ইনকিলাব)।

**প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদঃ**

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মাধ্যমে শান্তি শৃংখলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে বলা হয়েছে, অন্যথায় ৩০মার্চ হতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জরুরী সার্ভিস ছাড়া প্রজাতন্ত্রের কোন অফিস-আদালত চলবে না। পরিষদের সভায় কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ নেতা সৈয়দ মহিউদ্দীন বলেন, পর্যায়ক্রমে বাসভবনের পানি, বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়া হবে। গতকাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে প্রকৌশলী এম এ কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সভায় একথা বলা হয়। পূর্ণ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সভায় স্বাগত ভাষণে সরকারের সচিব, পরিষদের আহবায়ক কমিটির সদস্য, বিসিএস প্রশাসন সমিতির সহ-সভাপতি ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাগণ এখন হতে জনস্বার্থে, জনকুশলে, জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে। তিনি বলেন, আমরা এমন কিছু করব না যাতে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক মানবাধিকার লংঘিত হয়। তিনি বলেন, ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে জনগণের মৌলিক অধিকারের অন্যতম ভিত্তি ভোটাধিকার লংঘিত হয়েছে। তাই আমরা ঘোষণা করেছি, এ নির্বাচনের ভিত্তিতে যারা ক্ষমতার দাবীদার-আমরা তাদের স্বীকার করি না। তিনি বলেন, জনগণের সাথে সাথে আমরাও নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করছি। এ দাবী অনুযায়ী সরকার বিদায় নেবে বলে আশা প্রকাশ করে ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীর বলেন, আজ-কালের মধ্যে এ ঘোষণা শুনতে পাব বলে আশা করি।



www.pathagar.com

তিনি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা এমন কিছু করব না, যাতে জনগণের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্গিত হয়। আমরা যেন কোনদিন জনপীড়নে যুক্ত না হই। তিনি বলেন, যেদিন আমরা প্রমাণ করতে পারব আমরা জনগণের সেবক, জনকুশল বর্ধক এবং মানবাধিকার রক্ষী- সেদিন আমরা স্বার্থক হবো। সচিবালয়ে ১৪৪ ধারা জারির নিন্দা করে তিনি বলেন, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারির এখতিয়ার কারো নেই। তিনি বলেন, আমরা ১৪৪ ধারা লংঘন করেছি, কর্মচারীদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। যদি কোন অপশক্তি নিজেদের লোভ আকাংখায় আইন নিজের হাতে নেয়ার অপচেষ্টা চালায়, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে আমরা তা মেনে নেবো না।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস তথ্য সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় গতকাল দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

সভায় সচিব কমিটির কর্মচসূচীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

গতকাল বিসিএস (ট্যাক্সেশন) এসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিষদের সভা এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও কর কমিশনার জনাব হারুন-উর রশীদ এর সভাপতিত্বে ঢাকার সেগুনবাগিচাস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় দেশের বর্তমান বিরাজমান প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। চলমান অস্থির অবস্থা জাতীয় রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমে চরম প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে বলে সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিগত দুই মাস যাবত আয়কর নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম প্রায় বন্ধ বিভাগের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষতঃ ঢাকার বাইরে অবস্থিত অফিসসমূহে প্রচন্ড নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। ফলে রাজস্ব আদায় আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে জনজীবনে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে মহামান্য প্রেসিডেন্টের নিকট জোর আবেদন জানানো হয়।

## সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের মগবাজারস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে পরিষদের সভাপতি ননী গোপাল দাসের সভাপতিত্বে অনুষিআঠত



www.pathagar.com

সভায় আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে দেশের আইন-শৃংখলার উন্নতি সাধনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সভায় বক্তব্য রাখেন, পরিষদের মহাসচিব মোঃ সালে উদ্দিন সেলিম, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোঃ ফজলু মিয়া, আব্দুল মান্নান, মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।

## সরকারী কর্মচারী ঐক্যজোট

জোটের আহ্বায়ক মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে সরকারী কর্মচারী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এক জরুরী সভায় অবিলম্বে নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সংকট নিরসনের আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যথায় দেশের দশ লাখ সরকারী কর্মচচারী যে কোন চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে বলে সভায় সর্তক করে দেয়া হয়।

## বিসিএস সাধারণ শিক্ষা এসোসিয়েশন

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা এসোসিয়েশন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রফেসর মোঃ আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে গতকাল অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

## কর কর্মচারী ঐক্য পরিষদ

বাংলাদেশ কর কর্মচারী ঐক্য পরিষদের এক সমাবেশ গতকাল সেগুনবাগিচাস্থ কর ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি মোঃ আব্দুল ওহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অবিলম্বে বর্তমান সংসদ বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবী জানানো হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে লুইস এ কস্তা, এবিএম মকসুদুল আমিন, নজরুল ইসলাম ফকির, জোবায়ের আহমদ চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে। এছাড়াও অনুরূপ সভা-সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে একই ধরণের দাবী ও আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশ মিনিস্ট্রিয়েল কর্মচারী সমিতি, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, বাংলাদেশ কালেক্টরেট ননগেজেটেড কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, রেডিও বাংলাদেশ নিজস্ব শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি, বাংলাদেশ ডাক কর্মচারী সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদ, টেলিভিশন ননগেজেটেড কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বন সমিতি।



www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সচিবদের দাবীর সাথে ঐকমত প্রদর্শন করে লক্ষ্মীপুর জেলার সরকারী কর্মকর্তাগণ গতকাল দাপ্তরিক কাজ বন্ধ রাখেন। তারা সকালে শোভাযাত্রা সহকারে অফিসে আসেন এবং জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সভায় মিলিত হয়ে সচিবদের দাবী মেনে নেয়ার দাবী জানান। এদিকে, বিরোধী দলের কর্মীরা আজ লক্ষ্মীপুর পৌরসভা ও মহিলা সংস্থার অফিস থেকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

**কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সিদ্ধান্তের সাথে আরো বহু সংগঠন ও সমিতির একাত্মতা ঘোষণা ঃ**

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের দাবী অনুযায়ী গতকাল ২৯ মার্চের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত না হওয়ায় প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের আহবানে আজ বেলা এগারটায় সচিবালয়সহ ঢাকার সকল অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রেস ক্লাব চত্বরে জনতার মঞ্চে সমবেত হবেন। গতকাল কর্মকর্তা-কর্মচারী লিয়াজোঁ কমিটির পক্ষে আবু আলম শহিদ খান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। এদিকে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সিদ্ধান্তের সাথে দেশের আরো বহু সংগঠন ও সমিতি একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব এবং বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীর এবং বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সংহতি পরিষদের মহাসচিব সৈয়দ মহীউদ্দিন প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত যৌথ বিবৃতি প্রদান করেছেন ঃ

দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসন, প্রশাসনিক ও আইন-শৃঙ্খলার চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার অবসান এবং দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সচিবালয় চত্বরে গত ১৫ মার্চে অনুষ্ঠিত কর্মচর্তা-কর্মচারীদের বিশাল সমাবেশ হতে প্রেসিডেন্টকে ২৭ মার্চের মধ্যে তত্ত্ববধায়ক সরকার গঠনের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু আমরা গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করছি যে, অদ্যাবধি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়নি।



www.pathagar.com

বিবৃতিতে তারা বলেন, আমরা মনে করি, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পক্ষ হতে প্রদত্ত চূড়ান্ত সময়সীমা উত্তীর্ণ হবার পর এখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন না করে দেশ, জাতি ও জনগণকে আরো নৈরাজ্যকর অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এবং সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটছে। তাই ২৯ মার্চের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানানো হয়।

এই সময়সীমার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মাধ্যমে শান্তি-শৃংখলা ও আইনের শাসন ফিরিয়ে না আনলে আগামী ৩০ মার্চ সমগ্র দেশের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে যে কোন মূল্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচী' পালনের আহবান জানানো হলো। (ক) সচিবালয়সহ ঢাকা মহানগরীর সকল অফিস হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যৌথ মিছিল করে ব্যানারসহ সকাল ১১ টায় প্রেস ক্লাব চত্বরে জনতার মঞ্চে সমবেত হবেন। (খ) বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অনুরূপভাবে স্থানীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করবেন।

## বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার সার্ভিসের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তরে আজ শনিবার থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সকল কাজ-কর্ম বন্ধ রাখার আহবান জানিয়েছে। গতকাল শুক্রবার টিচার্স ট্রেনিং কলেজে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যক্ষ এবিএম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলা হয়, সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে সংকট নিরসন না হওয়া পর্যন্ত চলমান আন্দোলনের সাথে শিক্ষকগণ সম্পৃক্ত থাকবেন।

## ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা

গতকাল বিকেলে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল, অবৈধ খালেদা জিয়া সরকারের পদত্যাগ ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবীতে "বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সার্ভিস এসোসিয়েশন" কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের এক সভা কাকরাইলস্থ আইডই প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের কেন্দ্রীয় আহবায়ক মৃধা নজরুল ইসলাম। সভায়



www.pathagar.com

এই অবৈধ সরকার পদত্যাগ না করলে আজ থেকে জরুরী সার্ভিস ছাড়া দেশের ৫৮ টি সংস্থাতে কর্মরত সকল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার অব্যাহতভাবে আন্দোলন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

## বাকাএভ

গতকাল সকাল ১১ টায় বাংলাদেশ কাস্টমস এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট এগজিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ)-এর নির্বাহী পরিষদের এক জরুরী সভা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবন, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান আন্দোলনের সাথে সর্বসম্মতিক্রমে সংহতি প্রকাশ করা হয় এবং অনতিবিলম্বে অবৈধ সংসদ বাতিল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনপূর্বক জাতিকে উদ্ভুত ভয়াবহ সংকট থেকে রক্ষা করার দাবী জানানো হয়। সভায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ঘোষণা প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত অত্র এসোসিয়েশনের অধীনস্থ সকল স্তরের কাস্টমস ও ভ্যাট কর্মকর্তাদের কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

## বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আনসার) এসোসিয়েশন

বিসিএস আনসার সমিতির নির্বাহী পরিষদের এক জরুরী সভা গতকাল সকাল ১০ টায় আইইবি চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির জ্যেষ্ঠ সদস্য জনাব এম, এ, রাজ্জাক তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) বর্তমান ভোট চোর অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও পতন না হওয়া পর্যন্ত বিসিএস আনসার ক্যাডারের সকল সদস্যগণ জেলা ও ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আজ ৩০ শে মার্চ হতে অবিরাম কর্মবিরতি পালনসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ-এর সকল কর্মচারীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে। (খ) ঢাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মেয়র মোহাম্মদ হানিফ-এর জনতার মঞ্চের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করছে। (গ) অবৈধ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরীর নির্দেশে এবং সাবেক সচিব আজিমুদ্দিন ও মহাপরিচালক মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে বিগত ডিসেম্বর '৯৪ মাসে পরিচালিত কথিত আনসার বিদ্রোহ দমনের নামে যে তিন শতাধিক নিরীহ-নিরস্ত্র আনসার সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে আনসারদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা প্রত্যাহারসহ নিহতদের পরিবারবর্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করছে। সভার চলমান গণআন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা



www.pathagar.com

করে বক্তব্য রাখেন, সর্বজনাব খাদেমুল ইসলাম, আনসারুল হক, ইনামুল হক চৌধুরী, হুমায়ুন রশীদ খান, আরশাদ আহমদ প্রমুখ।

## সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

গতকাল বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক সভা পরিষদের মগবাজারস্থ কার্যালয়ে বাবু ননী গোপাল দাস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন, পরিষদের মহাসচিব জনাব মোঃ সালে উদ্দিন সেলিম, কার্যকরী সভাপতি জনাব আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি সর্বজনাব আব্দুর রহিম খান, হারুন-অর-রশিদ, আবুল খায়ের, মাহফুজুর রহমান, নূর আহমেদ চৌধুরী, অর্থ সচিব খুররম মোল্লা, সাংগঠনিক সচিব আব্দুল হান্নান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রেসিডেন্ট আজকের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে ব্যর্থ হইলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আজ বিকাল ৫ ঘটিকায় মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

## ময়মনসিংহের কর্মকর্তাদের একাত্মতা ঘোষণা

চলমান গণআন্দোলনের সাথে ময়মনসিংহ জেলার কর্মরত বাংলাদেশ "এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন"-এর সদস্যের একাত্মতা ঘোষণা গতকাল বিকেলে ৩ টায় বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন, ময়মনসিংহ জেলা শাখায় সভাপতি ও ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ এনামূল কবীরের সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করা হয় এবং এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় দেশের চলমান গণ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ (১) সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিদ্ধান্তসমূহের সাথে একাত্মতা ঘোষণা। (২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা ও থানা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী দাপ্তরিক কাজ থেকে বিরত থাকবে। (৩) সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চলমান ন্যায়সংগত আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সচিবালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারির ঘটনাকে সর্বসম্মতভাবে নিন্দা করা হয়। (৪) বর্তমান রাজনৈতিক সংকট চলাকালীন সময়ে "এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের" কোন কোন সদস্য দেশের বিভিন্ন স্থানে



www.pathagar.com

ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হয়েছেন এবং অনেকের বাসভবনে হামলা চালানো হয়েছে। এতে সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং একই সংগে এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের বিভিন্ন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের সময় অনুপস্থিতির কারণে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাবলী প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। (৫) সভায় আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি রক্ষাসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সেবা এই সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ পূর্বে যেভাবে দিয়ে আসছে ভবিষ্যতেও একইভাবে দিবে মর্মে সর্বসম্মতভাবে অংগীকার করা হয়।

## বাংলাদেশ ৪র্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি

গতকাল বিকেলে বাংলাদেশ ৪র্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতির এক প্রতিনিধি সভা সমিতির মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ফজলু মিয়া। সভায় বক্তব্য রাখেন, সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সালে উদ্দিন সেলিম যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান, এম, এ, আউয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন সেলিম, শহিদুল ইসলাম, সেলিম ভূইয়া, সহ-দপ্তর সম্পাদক জনাব কাজী রহমত উল্লাহসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় দেশের বিরাজমান পরিস্থিতির উত্তরণের জন্য আজ ৩০ শে মার্চের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার জন্য আহবান জানানো হয়। (৩০/৩/৯৬, ইনকিলাব)

## আজ অসহযোগের ২২ দিন
## বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদেরও অফিস বর্জন শুরু

বিরোধী দলগুলোর অসহযোগ কর্মসূচীর গতকাল ২১ দিন পার হয়েছে। আজ ২২ দিন জনজীবনে অচলাবস্থা আরো প্রকট হয়েছে। সরকারী অফিসগুলোতে এখন অসহযোগিতা চরম আকার ধারণ করেছে। সিলেটে বিভাগীয় তাদের অফিস বর্জন শুরু করেছেন। দিনাজপুরের সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মহল বিরোধী দলসমূহের কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। অফিসগুলো থেকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি নামানো হচ্ছে।



www.pathagar.com

## সারা দেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জনতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন

খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একযোগে আন্দোলনে সারা দেশের প্রশাসন শনিবার অচল হয়ে পড়ে। রাজধানী ঢাকা থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সকর সরকারী অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, আধা-সরকারী অফিস-আদালত, ব্যাংক ও কর্মচারীরা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।

থানায় থানায়, জেলায় জেলায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যৌথভাবে সমাবেশ ও মিছিল করেন। রাজধানী ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রায় অর্ধ লাখ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর এক বিশাল সমাবেশে খারেদা জিয়ার সরকারের প্রতি চূড়ান্ত অনাস্থা প্রকাশ এবং পতন না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ কর্মসূচী চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সকাল ১০ টার দিকে সচিবালয়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী একসঙ্গে জড়ো হয়ে মিছিল করে বের হয়ে আসেন। মন্ত্রী ও সচিববিহীন গোটা সচিবালয়ে কিছু সংখ্যক পুলিশ ছাড়া কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিল না। সচিবালয়সহ ঢাকা ও দেশের বিভিন্নস্থানে সরকারী অফিস-আদালত থেকে খালেদা জিয়ার ছবি নামিয়ে ফেলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। রাজধানীর বিভিন্ন অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা ও সেক্টর কর্পোরেরশন থেকে অসংখ্য মিছিল জনতার মঞ্চ অভিমুখে রওনা হয় সকাল ১১ টায় সমাবেশ শুরু হবার আগেই তোপখানা সড়ক ও প্রেসক্লাব চত্বর কর্মকর্তা কর্মচারীতে ভরে যায়। "কর্মকর্তা-কর্মচারী এক হও এক হও,'এক দফা এক দাবি খালেদা তুই করে যাবি' ইত্যাদি স্লোগানে সমাবেশস্থল প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মঞ্চে কর্মকর্তা-কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, পাট সচিব সফিউর রহমান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দু'জন মহাপরিচালক মঞ্জুরুল হক ও ফজলুর রহমান, পুলিশের এআইজি প্রকৃতি রঞ্জন চন্দসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের সহকারী মহাপরিদর্শক প্রকৃতি রঞ্জন চন্দের নেতৃত্বে পুলিশ হেডকোয়ার্টার-এর শতাধিক কর্মচারী গতকাল সকালে জনতার মঞ্চে এসে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।



www.pathagar.com

মেয়র মোহাম্মদ হানিফ জনতার মঞ্চে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, সচিবালয় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে আপনারা এই জনতার মঞ্চে যোগ দেয়ায় আমি আপনাদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর জনতার মঞ্চ থেকে বলেন, যদি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠিত নাহয়, যদি নির্বাচনে কারচুপি হয় তবে কাউকে আমরা বৈধ সরকার মনে করি না। তিনি সকল অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি টানানোর আহ্বান জানান। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেতন থাকার জন্যও তিনি আহ্বান জানান।

সৈয়দ মহিউদ্দিন বলেন, আমাদের কারণে এ অবৈধ সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে।

জনতার মঞ্চে যোগ দিয়ে যে সব সংগঠন আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে, তার মধ্যে রয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও পূর্ত অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, কর কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, সোনালী ব্যাংক সিবিএ, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, পর্যটন কর্পোরেশনের কর্মচারী ইউনিয়ন, ডাক কর্মচারী সগ্রাম পরিষদ, মিনিস্ট্রিয়াল কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ, বিসিআইসি কর্মচারী ইউনিয়ন, টিএন্ডটি শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেল ইউনিয়ন ও টিএন্ডটি বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ মিনিস্ট্রেরিয়াল সার্ভিসেস এসোসিয়েশন, সরকারী কর্মচারী সংহতি পরিষদ সদরঘাট আঞ্চলিক শাখা, কালেক্টরেট নন-গেজেটেড কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, পিডব্লিউডি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সার্ভিস এসোসিয়েশন সমন্বয় পরিষদ প্রভৃতি।

ফরিদপুর হতে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ফরিদপুরে বিসিএস-এর সকল ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গতকাল হতে অফিস বর্জন শুরু করেন। জেলা প্রশাসনসহ প্রায় সকল সরকারী-বেসরকারী দফতর হতে খালেদা জিয়ার ছবি নামিয়ে ফেল হয়েছে।

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা জানান, অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্মা ঘোষণায় থানা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার ভূমি বাদে থানার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এক স্বঃতস্ফূর্ত মিছিল বের করে। জনৈক প্রকৌশলীর



www.pathagar.com

নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে একটি সমাবেশ হয়।

গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা জানান, গাইবান্ধা জেলাসহ ৭টি থানায় সকল সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছবি নামিয়ে ফেলা হচ্ছে। অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণাকারী সরকারী কর্মচারী পরিষদ থেকে উক্ত ছবি অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। (৩১/৩/৯৬, জনকণ্ঠ)

## সারাদেশের সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস বর্জন

গতকাল (শনিবার) সারাদেশের সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিস বর্জন করিয়া গণ-আন্দোলনে শরীক হন। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত জনতার মঞ্চে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করিয়া সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার গঠনের দাবী জানান।

ঢাকায় গতকাল সকাল ৯টার পর হইতে সচিবালয় ও মহানগরীর সকল অফিস-আদালত সুপ্রীমকোর্ট ও সংসদ কার্যালয় ত্যাগ করিয়া সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তারা নিজ নিজ সংগঠনের ব্যানার লইয়া তোপখানা সড়কে জনতার মঞ্চে ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মত খণ্ডখণ্ডভাবে উপস্থিত হন। জনতার মঞ্চে কর্মচারীদের নেতা সৈয়দ মহিউদ্দিন, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের নেতা ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং ঢাকা মহানগরীর মেয়র মোহাম্মদ হানিফ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও খালেদা জিয়ার পতন পর্যন্ত সকল সরকারী আধা-সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তাদের অফিস বর্জনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। তাহারা সকল অফিসে জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছবি সবার উপরে স্থাপন এবং এ জাতির সকল নাগরিকের গৃহে মহান নেতার ছবি রাখার আহ্বান জানান। শতশত অফিস কর্মচারী সংগঠন ও কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের শ্লোগানমুখর কর্মচারীদের সমাবেশের সময় বিজয় মঞ্চের সামনে খালেদা জিয়ার এক বিশাল কুশপুত্তলিকা রাখা ছিল। এসকল সংগঠনের পক্ষ হইতে অসহযোগ আন্দোলনের সহিত একাত্মতা ঘোষণাকালে মহানগর সরকারী কর্মচারী সংহতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সভা পরিচালনাকারী নেতা শাহ মোহাম্মদ মহসীন জনতাকে একজন প্রহৃত কর্মচারীর পিঠ দেখাইয়া বলেন, সমাবেশমুখী একটি মিছিলের উপর দুর্বৃত্তরা হামলা করিয়াছে। সমাবেশ পরিচালনাকালে মোহাম্মদ মহসীন (বিএনপি) র দুর্বৃত্তদেরবিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন, বঙ্গবন্ধু



www.pathagar.com

কন্যা শেখ হাসিনার নেত্রীত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লক্ষ লক্ষ কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের মহাসচিবের নেতৃত্বে নেত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য ১১ ই ফেব্রুয়ারী হইতে আন্দোলনে অবতীর্ণ হইয়াছে। এখন হইতে আর কোন অফিসে অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকিবে না। আমরা দুর্বৃত্তদের মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত। আবার গুলী চলিলে আমরা পাল্টা গুলী চালাইব।

সমগ্র সমাবেশ "দেশ বাঁচাও এক হও কর্মকর্তা-কর্মচারী"-এ মুহূর্তে দরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধ্বনিতে সমগ্র তোপখানা সড়ক মুখর করিয়া তোলে। সমাবেশে বিসিএস ক্যাডারের ওবায়দুল মোক্তাদির, আব্দুস সালাম, সুপ্রীম কোর্ট কর্মচারী সগঠনের নুর আহমদ চৌধুরী, উর্ধতন সহকারী সচিব আবু আলম শহীদ খান, বিসিক কর্মকর্তা নার্গিস বেগম, সংযুক্ত পরিসদের মুজিবল হক, সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের নেতা সৈয়দ আতাউর রহমান, হাবিবুর রহমান, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব একে শামসুদ্দিন, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির নেতা আরজ আলী, উপসচিব আব্দুল হাই, কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষনেতা শাহ আলম রাজনৈতিক সমস্যা মীমাংসা না করিয়া সচিবালয় কর্মচারীদের উপর হাত তোলার প্রতি ধিক্কার জানান এবং আগামী সংসদে সরকারী কর্মচারীদের কথা বলার সাংবিধানিক অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানের তাগিদ দেন। তাহারা বলেন, আমরা বাহির হইয়া আসিয়াছি। আমরা সবাই জনতার বিজয়ে অংশগ্রহণ না করিয়া ফিরিব না। অবৈধ ও ফ্যাসিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে আমরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ। সচিবরা অফিস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসায় আমাদের আর কোন ভয় নাই। যতক্ষণ স্বৈরাচার ক্ষমতায় থাকিবে ততক্ষণসুপ্রীম কোর্টও চলিবে না। অনেক বক্তা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনি দিয়া বক্তৃতা শেষ করিলে সমবেত কর্মচারী ও পেশাজীবী ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অফিসার তুমুল হর্ষধ্বনিতে তাহাদের স্বাগত জানান।

মেয়র মোহাম্মদ হানিফ আন্দোলনরত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বাসভবনে গুলী বর্ষণ ও হামলার প্রতি নিন্দা করিয়া বলেন, আমাদের ধৈর্যের সীমা আছে। আমরা একদিকে আপনারা পেটোয়া বাহিনী দ্বারা হামলা চালাইবেন, ইহা বরদাশত করা হইবে না। আর কোন হামলা চলিলে দাতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হইবে। তিনি বলেন, পদত্যাগে বিলম্ব ঘটিলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হইব। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচনে যে যাহাকে



www.pathagar.com

খুশী ভোট দিবেন। আমরা গণতন্ত্র ও জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জনগণ যেন ভোট দিয়া নিশ্চিন্তে ফিরিতে পারে সে জন্যই এ আন্দোলন।

ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমরা বৈধ সরকার বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। তিনি প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তাকে তাহাদের সকল অফিস কক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপনের আহ্বান জানাইয়া বলেন, যে মহান ব্যক্তির অবদানে আমরা স্বাধীন হইয়াছি, তাহার প্রতিকৃতি ছাড়া প্রজাতন্ত্রের কার্যালয়ে কাহারো ছবি থাকিতে পারে না।

সৈয়দ মহিউদ্দিন বলেন, মেয়র আর প্রেসিডেন্টের নির্দেশ ছাড়া কাহারো নির্দেশ সরকারী কর্মচারীরা শুনিতে বাধ্য নহে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি রাষ্ট্রের সকল দফতরে অন্য সকলের উপরে এজন্য স্থাপন করা উচিত, তিনি ও ৭ ই মার্চের ভাষণ আমাদের জাতীয় সম্পদ। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পর ফিরিয়া না আসিলে বিদেশী ১ লক্ষ্য সৈন্য এ দেশ ছাড়িয়া যাইত না। আজও আমরা পরাধীন থাকিতাম। এবং ১০৪ টি দেশ আমাদের সেদিন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিত না। তিনি বলেন, অরাজক পরিস্থিতিতে ১৫ দিন ধরিয়া সরকার (বিএনপি) পরিস্থিতি স্বাভাবিক করিতে ব্যর্থ হওয়ায় কর্মকর্তাদের সাহসের অভাব দেখিয়া আমরা কেরানীরা দেশকে রক্ষার জন্য নামিয়া আসিয়াছি। যতক্ষণ কেয়ারটেকার সরকার না হয়, ততক্ষণ কোন মন্ত্রীকে অফিসে ঢুকিতে দেই নাই। (ইত্তেফাক, ৩১/৩/৯৬)

## টেলিভিশন কর্মচারী কল্যাণ সমিতি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ অনুষ্ঠান প্রচারের অঙ্গিকার

গতকাল শনিবার বাংলাদেশ টেলিভিশন রামপুরাস্থ ভবনে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। টেলিভিশন নন-গেজেটেড কর্মচারীর কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে বিটিভির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী দেশের চলমান আন্দোলন ও জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে বিটিভি'র ভূমিকা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তার বলেন, আমরা রাষ্ট্রের তথা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী কোন দলের নই। আমরা দলমত নির্বিশেষে সকলের উর্ধ্বে থেকে জাতীয় গণমাধ্যমের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ-অনুষ্ঠান প্রচারের পরিবেশ ও প্রশাসনিক অনুমোদন চাই।



www.pathagar.com

সভায় গতকাল থেকে চলমান আন্দোলন বিরোধী কোন সংবাদ ও অনুষ্ঠান বিটিভিতে প্রচার না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া কখনো কোন দলীয় সরকারের বা বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থে বিটিভিকে যেন ব্যবহার না করা হয়, তার সুষ্ঠু রূপরেখা প্রণয়নেরও ব্যাপারেও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

## রেডিও বাংলাদেশ থেকে নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠা সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের সিদ্ধান্ত

বিটিভিঃ গতকাল জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ ভবনে রেডিও বাংলাদেশের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়। সভায় জাতীয় ও জনস্বার্থ চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে রেডিও বাংলাদেশ থেকে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ এবং অনুষ্ঠানমালা প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩১/৩/৯৬, ইনকিলাব)

## তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আন্দোলনের প্রতি বিসিএস পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যদের একাত্মতা

বিসিএস পুলিশ প্রশাসন বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। গতরাতে ভয়েস অব আমেরিকা একথা জানায়। এদিকে, বিসিএস তথ্য সমিতি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন। তার বলেন, দেশের র্বমান পরিস্থিতিতে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে পৃথকভাবে কোন বিশেষ শ্রেণী বা গ্রুপের পৃথকভাবে একাত্মতা ঘোষণার প্রয়োজন নেই। তবু জাতির আশ-আকাংক্ষার ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের দাবীর সাথে তার এই একাত্মতা ঘোষণা দেন।

একাত্মতা ঘোষণা কারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ হলেন সাবেক সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ, বীরোত্তম, মেজর জেনারেল চিত্তরঞ্জন দাস, বীরোত্তম, এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীন, বীর প্রতীক, সাবেক সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম, আতিকুর রহমান, এনএসআই'র সাবেক প্রধান



www.pathagar.com

মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন, লেঃ কর্ণেল আবু ওসমান চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দীন আহমদ, কর্ণেল শামসুল আলম, কর্নেল শওকত আলী, কর্নেল এসডি আহমদ, লেঃ কর্নেল মো ফারুক খান, লেঃ কর্নেল হাবিবুল্লাহ বাহার, মেজর আমিনুল আসলাম, মেজর একেএম শামসুল আরেফিন, মেজর শাহ আলম, মেজর ওয়াকার হাসান, বীর প্রতীক, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবীর, বীর প্রতীক, ক্যাপ্টেন হাফিজ উল্লাহ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশিদ, ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলাম।

## বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

বি এন পি সরকারের আমলে বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সভায় চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করেছেন। গতকাল অনুষ্ঠিত এ সভায় সভপতিত্ব করেন সাবেক সচিব মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লা, অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক এমডি কাজী বাহারুল ইসলাম, রূপালী ব্যাংকের সাবেক এমডি তাইফুর হোসেন, পুলিশের সাবেক এডিশনাল আইজি গোলম মোশেদ, সাবেক রাষ্ট্রদুত ওয়ালিউর রহমান, মহিউদ্দিন আহমদ, জনতা ব্যাংকের সাবেক এমডি এম তাহেরুদ্দীন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মনিরুজ্জামান চৌধুরী, রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্য কাজী আনোয়ার হুসেইন, সাবেক কর কমিশনার খন্দকার মনিরুজ্জামান সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় বি এন পি সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও দলীয়করণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। (ইনকিলাব ২৯/৩/৯৬ইং)

## তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করতে সমন্বয় পরিষদের অঙ্গীকার

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। বি সি এস (প্রশাসন) ক্যাডার সমিতির সহ-সভাপতি ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সহ-সভাপতি প্রকৌশলী এমএ কাশেম, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের মহাসচিব ডাঃ কাজী শহীদুল আলম কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের মহাসচিব ডঃ এম এ রাজ্জাক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, প্রয়োজনবোধে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা ছুটির দিনেও প্রশাসনিক উন্নয়ন, সেবামূলক এবঙ অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

## প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহবান



www.pathagar.com

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী পরিসদ সচিব আইয়ুবুর রহমানের বাসায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ নিন্দা প্রকাশ করেছেন। গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতিপূর্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনেই সন্ত্রাসী হামলা সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্য জনস্বার্থের পক্ষে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের পর হতে প্রজাতন্ত্রের উচ্চতম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপর সন্ত্রাসী হামলা শুরু হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষরকারীগণ হচ্ছেন, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, প্রকৌশলী মোঃ আবুল কাসেম, ডাঃ কাজী শহীদুল আলম ও ডঃ এমএ রাজ্জাক। (ইনকিলাব ৩১/৩/৯৬ইং ৯/৪/৯৬)

## প্রজাতন্ত্রের আইন অমান্যকারী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বরখাস্ত করিতে হইবে

বি এন পি স্থায়ী কমিটি সদস্য ও জাতীয় সংসদের সাবেক উপনেতা প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী 'যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রজাতন্ত্রের আইন অমান্য করিয়াছেন ও আওয়ামী লীগের মঞ্চে গিয়াছেন, তাহাদের অবিলম্বে বরখাস্ত করার দাবী জানাইয়াছেন। তিনি গতকাল (শনিবার) বি এন পির সমাবেশে বলেন, ইহা না করা হইলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হইবে না, নির্বাচন হইবে না। নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রয়োজন। তিনি জনতার মঞ্চকে জুলুম ও অশ্লীলতার মঞ্চ হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল বলেন, যে সকল সচিব প্রধানমন্ত্রীকে উপেক্ষা করিয়া প্রেসিডেন্টের নিকট গিয়াছিলেন, তাহাদের সচিবালয়ে যাইতে দেওয়া হইবে না। (দৈনিক ইত্তেফার ৩১/৩/৯৬)

## রাজনীতিতে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের না সরালে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়

বি এন পি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, প্রজাতন্ত্রের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী দলীয় রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছেন তাদেরকে প্রশাসন থেকে সরানো না হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে হাজার নিরপেক্ষ ব্যক্তি বসানো হলেও অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তিনি গতকাল রাতে



www.pathagar.com

বি এন পি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে একথা বলেন। তিনি বলেন, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ প্রশাসনও প্রয়োজন। অবশ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবাই রাজনীতির সাথে জড়িত নন। গুটিকয়েক দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে গেছে। "অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আপনারা নির্বাচন বর্জন করবেন কি-না?" –এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি এই বিষয়টি চূড়ান্ত করবে। এক প্রশ্নের জবাবে বি এন পি চেয়ারপার্সন বলেন আমরা প্রশাসনের কে কার পক্ষ, কে কার সাথে রয়েছেন বি এন পি কখনো সে বিচার করেনি। আমরা সবার প্রতি সম্মান দেখিয়েছি। আজকে যাদের নিয়ে কথা উঠেছে তাদের অনেকেই বড় বড় পদে ছিলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, গুটিকয়েক কর্মকর্তা আইন ভঙ্গ করেছেন, সবাই আইন ভঙ্গ করেননি। ঢালাওভাবে আমরা কখনো দোষারোপ করিনি। তিনি বলেন, দেশ পরিচালনায় কয়েকজন কর্মকর্তা বাদে বাকী সবার আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, যারা আইন ভঙ্গ করেছেন জনগণ তাদেরকে চিনে রেখেছে (দৈনিক ইনকিলাব ২/৪/৯৬ইং)।

## বি এন পি সরকারের স্বেচ্ছাচারী কাজের প্রতিবাদে সোচ্চার ৬০ সাবেক সশস্ত্র বাহিনী কর্মকর্তা

সশস্ত্র বাহিনীর অকালীন অবসরপ্রাপ্ত ৬০ জন পদস্থ কর্মকর্তা গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিএনপি সরকারের স্বেচ্ছাচারী কার্যলাপের একটি অংশ হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীকে দলীয়করণ করার প্রয়াসে গত ৫ বছরে পর্যায়ক্রমে প্রায় একশ' উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ অফিসার, যাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হত। তাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিনা কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কল্পিত কারণে অকালীন অবসর প্রদান করা হয়েছে। এ সব অফিসার গণ জনতার আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিএনপি সরকারের এই অন্যায় ও নির্মম কাজের প্রতিবাদ এবং ন্যায় বিচারের আবেদন করেছেন। অকালীন অবসরপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তা হলেন এয়ার ভাইস মার্শাল মোমতাজ, রিয়ার এ্যাডমিরাল মুস্তফা, মেজর জেনারেল মোজাম্মেল, মেজর জেনারেল সফি, মেজর জেনারেল সাদেক, মেজর জেনারেল আনোয়ার, মেজন জেনারেল আব্দুস সালাম, মেজর জেনারেল ওয়াহেদ, মেজর জেনারেল রফিক, মেজর জেনারেল আসান উল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার ওয়াজি, ব্রিগেডিয়ার সামসুজ্জামন,



www.pathagar.com

ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার মনসুর, ব্রিগেডিয়ার খালেদ, ব্রিগেডিয়ার শরিফ উদ্দিন, ব্রিগেডিয়ার সাইফ, ব্রিগেডিয়ার ইলিয়াস, ব্রিগেডিয়ার নাঈম, ব্রিগেডিয়ার নাসির, ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াৎ ব্রিগেডিয়ার ইমতিয়াজ, ব্রিগেডিয়ার মহসিন, ব্রিগেডিয়ার শরিফ উদ্দিন, ব্রিগেডিয়ার আজিম, ব্রিগেডিয়ার শাফাত, ব্রিগেডিয়ার ফারুক, ব্রিগেডিয়ার শরিফ আজিজ, ব্রিগেডিয়ার শফিক, ব্রিগেডিয়ার মাজহার, ব্রিগেডিয়ার আবুল হোসেন, কর্নেল হারুন, কর্নেল তফসির, কর্নেল মাহফুজ, কর্নেল কাদরী, লেঃ কর্নেল আজম, লেঃ কর্নেল সাইফ, লেঃ কর্নেল জব্বার, লেঃ কর্নেল বাইজদ, লেঃ কর্নেল দাউদ, লেঃ কর্নেল নুর মোহাম্মদ, লেঃ কর্নেল ফয়েজ, মেজর হাবিব রইস উদ্দিন, কমোডোর (বিএন) এ জেড নিজাম, ক্যাপ্টেন (বিএন) বদরুল আমিন, ক্যাপ্টেন (বিএন) বাসিত, ক্যাপ্টেন (বিএন) গিয়াস, উইং কমান্ডার মাহবুব, উইং কমান্ডার আনোয়ার, স্কোয়াড্রন লিডার ইলিয়াস, স্কোয়াড্রান লিডার শাহেদ, স্কোয়াড্রান লিডার ইউনুস, স্কোয়াড্রান লিডার সরফরাজ, এবং স্কোয়াড্রান লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস (দৈনিক ইনকিলাব ১/৪/৯৬ইং)।

## 'কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ দলীয় রাজনীতির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে থেকে কাজ করেছে'

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ বলেছে, এই পরিষদ দলীয় রাজনীতির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে থেকে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতেও তাই করবে। পরিষদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান ও প্রয়োজনে নিজেরা ছুটির দিনে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে। পরিষদ সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের লক্ষ্যকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ বলেছে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মঞ্চ হতে গত ২ দিন কর্মকর্তা-কর্মচারী নেতৃবৃন্দের প্রাণনাশের হুমকি দেয়ার পর পরাই সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ডঃ আলমগীরকে হত্যার চেষ্টা করেছে। ঐ দলের নেতাদের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়েই এ ধরণের তৎপরতায় সন্ত্রাসীরা লিপ্ত বলে উল্লেখ করে পরিষদ উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদানকারী নেতৃবৃন্দকে আইন-শৃঙ্খলা ও জনস্বার্থে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানিয়েছেন। গতকাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে অনষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সভায় এ আহবান



www.pathagar.com

জানানো হয়। পরিষদের অন্যতম আহবায়ক ডঃ মহীউদ্দিন খান আলমগীর সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার ঘোষণায় বলা হয়, গভীর দেশপ্রেম ও জনস্বার্থের প্রতি আনুগত্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের পক্ষ হতে জনদাবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং চলমান সংকট দ্রুত সমাধানে অনিবার্য ভুমিকা রেখেছে।

সভায় ঘোষণায় বলা হয়, সম্প্রতি বি এন পি এবং ছাত্র দল নেতৃবৃন্দ প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা এবং তাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসামূলক বক্তব্য প্রদান এবং সন্ত্রাসী কর্তৃক ডঃ আলমগীরের প্রাণনাশ প্রচষ্টার কারণ অনুধাবনে পরিষদ ব্যর্থ। ঘোষণায় বলা হয়, বিএনপির মধ্যে দারুণ অসঞ্চিতা এবং মারমুখী মনোভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা নতুন সংকট সৃষ্টি করতে পারে। সভায় কর্মকর্তা নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ না করা এবং শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত থাকার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান হয়। সভায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কঠোর মনোভাব গ্রহণে অভিনন্দন জানানো হয় (দৈনিক ইনকিলাব ২/৪/৯৬ইং)।

## সরকারী কর্মকর্তাদেরকে ভীতির উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সব রকম ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে সরকারের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখে তাতে গতি সঞ্চারের উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তিনি গতকাল ঢাকায় সচিবালয়ের মন্ত্রী পরিষদ কক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব, ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবর্গ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত সচিবদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা সংবিধানে কর্মবিভাগের সুস্পষ্ট বিধানের উল্লেখ করে দেশ পরিচালনায় প্রশাসনের গুরুত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি সরকার তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের মধ্যেই গণতন্ত্রের গুণ ও গৌরব নির্ভর করে এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই এর প্রতিফলন ঘটে। প্রধান উপদেষ্টা আরো বলেন, দেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী প্রশাসনের দারাবহিকতা রক্ষা এবং আইনানুগভাবে



www.pathagar.com

নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্বাধীন দায়িত্ব পালন করাই কর্মকর্তাদের আবশ্যিক কর্তব্য (ইনকিলাব ৩/৪/৯৬ইং)।

**রাঃ বিঃ ৪০ শিক্ষকের বিবৃতি**

**সরকারী কর্মচারীদের চাকরি নীতিবহির্ভূত কাজের বিচার দাবী**

রাজশাহী অফিসঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে সরকারী আমলাতন্ত্রের দলীয় ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ ও এ সকল সরকারী কর্মচারীদের চাকরি নীতিবহির্ভূত ও গর্হিত অপরাধের জন্য দেশের বিদ্যমান আইনানুসারে বিচারের দাবী জানিয়েছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন– ডঃ এটিএম ওবায়দুল্লাহ, প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর এম, শামসুর রহমান, প্রফেসর আবদুল্লাহ আনসারী, ডঃ আকতারুজ্জামান, জনাব নূর মোহাম্মদ, ডঃ শামসুল আলম সরকার, জনাব নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ মোহাব্বত আলী, জনাব কামরুল হাসান, ডঃ জগলুল হায়দার প্রমুখ। (৩/৪/৯৬ ইনকিলাব)

**রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতাদানকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান**

গত বুধবার ১৬৭ জন কৃষিবিদ এক বিবৃতিতে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্ষাপটে কিছু সংখ্যক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বক্তৃতা-বিবৃতি এবং পাল্টা বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন, নিজেদের পেশাগত কোন সমস্যা থাকিলে উহা কেবল পেশাগত ফোরামের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ন্যায্য দাবী আদায় করা যায়। কোন রাজনৈতিক মঞ্চে বা সমাবেশে বক্তৃতা রাখা বাংলাদেশের সংবিধানের কর্ম বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের জন্য আইন ও নিয়ম বহির্ভূত। বিবৃতিতে তাহারা নিয়ম বিহর্ভূতভাবে একটি বিশেষ দলের মঞ্চে গিয়া একাত্মতা প্রকাশকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান কারীদের মধ্যে রহিয়াছেন কৃষিবিদ মাসুদুল হক ঝান্টু, রফিকুল ইসলাম রফিক, খন্দকার আমিনুল ইসলাম, একেএম হাসিবুল হাসান প্রমুখ। ৪/৪/৯৬ইং ইনকিলাব



www.pathagar.com

## সরকারী কর্মকর্তাদের গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ সংবিধান বিরোধী নয়

গতকাল প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সভায় বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সাম্প্রতিক গনআন্দোলনে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে তার আইনগত ব্যাখ্যায় বলেন, জনগণের স্বার্থে, প্রজাতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ সংবিধান বিরোধী নয়। এই আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণে চাকুরীবিধি লংঘিত হয়নি। কারণ, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন জনগণ। সুতরাং জনগণের অধিকার সংরক্ষণের আন্দোলনে অংশ নেয়া কোন অপরাধের কাজ নয়। তিনি বলেন, পেশাজীবী কোন রাজনৈতিক মঞ্চে গিয়ে বক্তৃতা করেননি। তারা জনতার মঞ্চ থেকে নিজেদের কথা বলেছেন মাত্র, যা দোষের কিছু নয়। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেন, আগামী দিনে যে সরকার আসবে তাদের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য থাকবে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকবেন, এটাই জনগণের কাম্য। জনগণের স্বার্থ নিয়ে যেন তারা ছলচাতুরী না করেন। (৮/৪/৯৬ইং ইনকিলাব)

## প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের সভা প্রচরণা আন্দোলন।। বিভাগীয় জেলায় কমিটি গঠনের আহবান

জনগণের সেবার আদর্শকে প্রতিষ্ঠায় ও সমুন্নত রাখার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ প্রচারণা আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সকল বিভাগীয় জেলায় থেকে ১১ সদস্যবিশিষ্ট বিভাগীয় আহবায়ক কমিটি গঠনের জন্যে প্রজাতন্ত্রের সকল বিভাগীয় কর্মকতঅদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। গতরাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সভায় এ আহবান জানানো হয়। সভার প্রস্তাবে বলা হয়, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তারা সংবিধানের প্রতি অনুগত হয়ে যেকোনো প্রকার দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবে। মানবাধিকার লংঘনকারী কোনো প্রকার নিপীড়নমূলক কার্যক্রমের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। কোনো প্রকার অপপ্রচার ও ভয়ভীতি প্রদর্শন তাদেরকে এ নীতি থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। (৮/৪/৯৬ইং আজকের কাগজ)

## স্বাধীনতা-উত্তর বিসিএস ফোরাম দলীয় বিবেচনায় সেপ্টেম্বর ৯৫'র পর নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার দাবি



www.pathagar.com

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যে প্রশাসনিক পুণর্গঠনের ৫ দফা প্রস্তাব দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বিসিএস ফোরাম বলেছে, ডিসি, এসপি, টিএনওসহ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় বিবেচনায় সেপ্টেম্বর '৯৫র পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। সেখানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে যোগ্য কর্মকর্তাদের পদস্থ করা একান্ত দরকার। অবিলম্বে দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে অবৈধ-অস্ত্র উদ্ধার অভিযান জোরদার করতে হবে।

গত ৪ এপ্রিল বিকেল ৫টায় ঢাকাস্থ অফিসার্স ক্লাবে বিসিএস ফোরামের প্রথম সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে এসব দাবি জানানো হয়। ফোরামের আহবায়ক এবং ভুমি মন্ত্রনালয়ের উপসচিব মোঃ আব্দুল হাইয়ের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয, ১৫ ফেব্রুয়ারী ৯৬-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে সকল কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার স্বার্থের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছেন এবং মানবাধিকার বিরোধী কাজ করেছেন ফোরাম তাদের প্রতি তিব্র নিন্দা করছে।

সভায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক পূনর্গঠনের জন্যে কিছু প্রস্তাব দেয়া হয়। এসব প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টামণ্ডলী ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্যে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের কাছে পাঠানো হয়। প্রশাসনিক পূনর্গঠনের জন্যে উপস্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয়, নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় স্বার্থের নিয়োগগুলো প্রত্যাহার ও সঠিক পন্থায় প্রশাসনিক পূনর্গঠনের জন্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক নির্বাচন কমিটি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে টিএনও নির্বাচন কমিটি পুনর্বহাল করা আবশ্যক।

প্রস্তাবে বরা হয়, বিভাগীয় কমিশনার পদগুলি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার পদগুলি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার হলেও বিগত সরকার উক্ত পদসমুহে রাজনৈতিক বিবেচনায় কনিষ্ঠ পর্যায়ের যুগ্ম সচিবকে নিয়োগ দিয়েছিল। এসব কমিশনারদের প্রত্যাহার করে উপযুক্ত কর্মকর্তাগণকে উক্ত পদগুলোয় নিয়োগ নিয়োগ করতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের অবিলম্বে মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। মাঠ প্রশাসনে গতিশীলতা আনার জন্যে এবং নির্বাচনকালে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করার জন্যে দুটি কর্মস্থল এবং ৫ বছরের বেশি সময় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ডিসি, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেড, এডিসি, এসপি ও টিএনওদের প্রত্যাহার করতে হবে। প্রস্তাবে বরা হয়, নির্বাচনে



www.pathagar.com

প্রশাসনিক নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করার জন্যে বিগত মন্ত্রিসভার সদস্যদের একান্ত সচিব ও সহকারী একান্ত সচিবদের নির্বাচন শেষ হবার আগে মাঠ প্রশাসনে বা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের একান্ত সচিব ও সহকারী একান্ত সচিব পদে নিয়োগ দেয়া সমীচীন হবে না।

সভায় ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের গাড়িতে গুলিবর্ষণ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব আইয়ুবুর রহমান, পাট সচিব সফিউর রহমান, পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান ও কর্মচারী নেতা সৈয়দ মহিউদ্দিন আরও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাসায় বোমা হামলা ও বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়। (বাংলা বাজার ১০/৪/৯৬ইং)

**জনতার মঞ্চে যোগদানকারী সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে জনগণ সহ্য করবে না।। মেয়র হানিফ**

আওয়ামী লীগ নেতা ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলেছেন, জনতার মঞ্চের সাথে একাত্মতা ঘোষনাকারী প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাংলার জনগণ তা বরদাস্ত করবে না। বৃহস্পতিবার বিকালে লালবাগ থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রসুলপুরে এক বিরাট জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মোঃ হানিফ একথা বলেন। (১৩/৪/৯৬ইং জনকণ্ঠ)

**আন্দোলন গড়ে তোলা হবেঃ প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ**

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের চারজন যুগ্ম আহবায়ক এক বিবৃতিতে বলেছেন, পরিষদ শীঘ্রই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন এবং সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচানণা ও আন্দোলন গড়ে তুলবে।

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার সমিতির সভাপতি ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সহসভাপতি প্রকৌশলী মোঃ আবুল কাসেম, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিব ডাঃ কাজী শহীদুল আলম এবং কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের মহাসচিব ডঃ এম এ রাজ্জাক এ বিবৃতি দিয়েছেন।

তারা বলেন, সংবাদ মাধ্যমের সংবাদে জানা যাচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ রাখতে গিয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের



www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বেশ নাজুক। এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তারা বলেন, কয়েক দিন আগে একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা কর্তৃক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য অনুযায়ী ৬ জন কৃষিবিদ প্রকৌশলী ও চিকিৎসা নেতৃবৃন্দের মধ্যে দলভূক্ত একাধিক সরকারী-আধাসরকারী কর্মকর্তা বিএনপি চেয়ারপার্সনের সঙ্গে দেখা করে ঐ রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ এবং আসন্ন জাতীয় সংসদের নির্বাচনে তাদের সহযোগিতা প্রদানের ঘোষণা দেন। সাক্ষাৎকারী মধ্যে কয়েকজন পরে এই ব্যাপারে পৃথক বিবৃতি দিলেও আবদুস সালাম তালুকদারের মত একজন শীর্ষ নেতার বক্তব্যকে মিথ্যা ভাবার কোন অবকাশ নেই। (২৬/৪/৯৬ইং দৈনিক বাংলা)

## জনতার মঞ্চে যোগদানকারী ১৯জন কর্মকর্তার বিষয়ে হাই কোর্টের শো'কজ

হাই কোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল সরকার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশকারী ১৯ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রতি ১৯৮৫ সালের সরকারী কর্মচারী (আপীল ও শৃংখলা) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলা মামলার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবকে কেন নির্দেশ দেয়া যাবে না এক সপ্তাহের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্য রুল জারি করেছে।

আদালত আরো জানতে চেয়েছে যে, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সৈয়দ আহমদ, ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার সাইফুল আলম, নীলফামারীর ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার শাহজাহান সিদ্দিকী, রাঙামাটির ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার শাহ আলম, ভোলার ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার আবদুল মান্নান, কুষ্টিয়ার ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার সিরাজুল হক, ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার এনামুল কবির, কুমিল্লার ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার খান মোহাম্মদ নূরুল হুদা এবং টাংগাইলের ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার আবদুস সাত্তার খানের নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দেয়া যাবে না। জনাব বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমান এবং জনাব বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল হক সমন্বয়ে গঠিত এই বেঞ্চ প্রদান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এবং ফরিদপুর, লীলফামারী, রাঙ্গামাটি, ভোলা, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা টাংগাইলের ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসারদের নিজ নিজ জেলায় ডেপুটি কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন থেকে ১০ দিনের জন্য বিরত থাকার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেছে। সাপ্তাহিক জনতার ডাক পত্রিকার সম্পাদক ও ন্যাশনাল ডেমোক্রিটিক ফাউণ্ডেশনের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন এই রীট



www.pathagar.com

পিটিশনটি দায়ের করেন এবং সিনিয়র এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ রীট পরিচালনা করেন।

আবেদনকারী বলেন, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সাইফুর রহমান, ফারুক সোবহান, সৈয়দ আহমদ, ওয়ালিউল ইসলাম, আলমগীর ফারুক চৌধুরী, আজিজুর রহমান, সিরাজ উদ্দিন, সাইফুল আলম, শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রম, শাহ আলম, আবদুল মান্নান সিরাজুল হক, আবদুল হাই, এনামুল কবির, খান মোহাম্মদ নুরুল হুদা, আবদুস সাত্তার খান, বি করিম এবং আবু আলম শহীদ খান ২৫ মার্চ সচিবালয় প্রাঙ্গণের সভায় যোগ দিয়ে এবং ২৮ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৈরী 'জনতার মঞ্চ' নামক রাজনৈতিক মঞ্চে যোগ দিয়েও বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধির ২৫ ও ২৯ নং বিধান লংঘন করেছেন। আবেদনকারী আরো বলেন, আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করে তারা নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করেছেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং আগামী ১৪মে মামলার শুনানি হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সিনিয়র এডভোকেট কন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ। তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট এস এম মুনির, মির্জা হোসেন হায়দার, হুমায়ুন কবির বুলবুল, এম এ আজিম খান এবং বোরহানুদ্দিন।

অপরদিকে সরকার পক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এবং সহকারী এটর্নী জেনারেল মীর হাসমত আলী। (৮/৫/৯৬ইং ইনকিলাব)

## মুখ্য সচিব ও ৮ ডিসির পক্ষে আপীল বিভাগে লীভ পিটিশন

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব ও ৮জন জেলা প্রশাসককে ১০ দিন দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার জন্য হাইকোর্টের জারী করা রুলের বিরুদ্ধে শনিবার সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সরকারের পক্ষ থেকে একটি 'লীভ পিটিশন' দাখিল করা হয়েছে। সরকারের পক্ষে আবেদনকারী হিসাবে সংস্থাপন সচিব লীভ পিটিশনটি দাখিল করেন। লীভ গৃহীত হলে সরকার পক্ষ আপীল দায়েরের সুযোগ পাবেন। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এবং ৮ জন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারকে ১০ দিন দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার হাইকোর্টের আদেশটি স্থগিত রাখার জন্যও একটি আবেদন আপীল বিভাগে পেশ করা হয়েছে। আপীল বিভাগে আজ রোববার উভয় আবেদনের উপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।



www.pathagar.com

একটি অতিরিক্ত 'কজলিস্ট' তৈরী করে আপীল বিভাগের আজকের কর্মসুচীতে মামলাটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফাউণ্ডেশনের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপনের পেশ করা এক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ গত ৭ মে ১৯জুন সরকারী কর্মকর্তার বিরদ্ধে রুল ইস্যু করেন। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব ও ৮জন জেলা প্রশাসককে ১০ দিনের জন্যে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার জন্য হাইকোর্টে আদেশ জারী করেন (১২/৫/৯৬ইং দৈনিক বাংলা)।

## সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ৯ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হাই কোর্টে নির্দেশ স্থগিত

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ গত মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার দায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সৈয়দ আহমদসহ ৯জন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে ১০দিন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হাই কোর্টের নির্দেশ স্থগিত করেছেন। প্রধান বিচারপতি এটিএম আফজালের সভাপতিত্বে আপীল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রাষ্ট্রের পক্ষে পেশকৃত আবেদন মঞ্জুর করে এই আদেশ স্থগিত করেন। আপীল বিভাগের পূর্ণঙ্গ বেঞ্চ আগামী কাল (মঙ্গলবার) হাই কোর্ট বিভাগের কাছে রীট আবেদনের জবাব দেয়ার জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছে। ডেমোক্রেটিক ফাউণ্ডেশনের সভাপতি জনাব আসাদুজ্জামান রিপন গত সপ্তাহে এ রীট আবেদন করেন। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে হাই কোর্টের একটি বেঞ্চ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে 'জনতার মঞ্চ' কর্মসুচীতে অংশগ্রহণকারী ৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

'জনতার মঞ্চ' কর্মসুচীতে যোগদানকারী উপরোল্লিখিত ৯ জনসহ মোট ১৯ জন সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না; সে ব্যাপারে কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি হাই কোর্ট বেঞ্চ নির্দেশও জারি করেছে।

রাষ্ট্রের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন এটর্নী জেনারেল জনাব মোহাম্মদ নূরুল্লাহ এবং তাকে এতে সহযোগিতা করেন অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল জনাব আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। এতে রীট আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন। (ইনকিলাব ১৩/৫/৯৬ইং)



www.pathagar.com

# যেখান থেকে 'অবঃরা' প্রার্থী হলেন

আগামী ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বড় বড় রাজনৈতিক দলসমুহের প্রার্থী তালিকায় উল্লেখযোগ্য বেসামরিক আমলা এবং দলত্যাগী নেতা রয়েছেন। খবর ইউএনবি'র।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং আওয়ামী লীগের প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় বহুসংখ্যক প্রভাবশালী নবাগত দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন, বাদ পড়েছেন অনেক পরনো পরীক্ষিত ও ত্যাগী নেতা-কর্মী।

প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, দুই প্রধান রাজনৈতিক দল থেকে প্রায় ৬০ জন সামরিক ও বেসামরিক আমলা সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকে যারা পার্টিতে নতুন এসেছেন আবার অনেকে আগে মন্ত্রী ও পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন।

দলে যোগদান করার পরই যারা মনোনয়ন পেয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, আওয়ামী লীগ থেকে মেজর জেনারেল (অবঃ) কে এম শফিউল্লাহ, লেঃ জেনারেল (অবঃ) মোহাম্মদ নুরুদ্দিন খান, এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, সাবেক সচিব এ এইচ এস কে সাদেক, সাবেক সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান ও মেজর জেনারেল (অবঃ) আবদুস সালাম।

বি এন পি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব এম আবু হেনা। জাতীয় পার্টি থেকে সাবেক অতিরিক্ত সচিব এস এম আকরাম, মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান, মেজর (অবঃ) গাজী আশরাফুল আলম, মেজর জেনারেল (অবঃ) কাজী গোলাম দস্তগীর ও সাবেক আই জি তৈয়বউদ্দিন দলে যোগদান করে মনোনয়ন পেয়েছেন।

এছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক কোটিপতি আওয়ামী লীগ ও বি এন পির মনোনয়ন পেয়েছেন। যে সকল সাবেক আমলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আওয়ামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন তারা হলেন, সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট নুরুল ইসলাম মানিকগঞ্জ-২, লেঃ জেঃ (অবঃ) নুরুদ্দিন খান, নরসিংদী-৪, মেজর জেনারেল (অবঃ) কে এম শফি উল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ-১, এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, পাবনা-৫, সাবেক সচিব এ এইচ কে সাদেক, যশোর-৬, সাবেক সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান, টাঙ্গাইল-২, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা ও সাবেক স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, ময়মনসিংহ-৫, মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুস সালাম, ময়মনসিংহ-৯, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও মন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, সিলেট-১, সাবেক অতিরিক্ত সচিব এস এম আকরাম, নারায়ণগঞ্জ-৫, সাবেক সিএসপি এইচ এম আশিকুর রহমান, রংপুর-৫, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আনিসুর রহমান, রাজশাহী-৫, সাবেক



www.pathagar.com

পুলিশ সুপার মাহবুবউদ্দিন, বাকেরগঞ্জ-৫, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ আমানুল্লাহ, ময়মনসিংহ-১১, কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, শরীয়তপুর-২, লেঃ কর্নেল (অবঃ) এম ফারুক খান, গোপালগঞ্জ-১, মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, চাঁদপুর-৫, স্কোয়াড্রন লিডার (অবঃ) আমিনুল আলম, ফেনী-১, মেজর (অবঃ) মেজবাহউদ্দীন ফারুক, রংপুর-১, ক্যাপ্টেন (অবঃ) তাজুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬, ফ্লাইট লেঃ এ বি সিদ্দিক, চাঁদপুর-৩।

যে সকল সামরিক-বেসামরিক আমলা বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন তার হলেন, লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী, ঢাকা-৯, মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজিদ-উল-হক, মাগুরা-১ম মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল হাসান, টাঙ্গাইল-৫, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) এ এস এম হান্নান শাহ, গাজীপুর-৪, কর্ণেল (অবঃ) অলী আহমদ চট্টগ্রাম-১৩ ও ১৪, লেঃ কর্নেল (অবঃ) এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, বাগেরহাট-২, লেঃ কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন, কুমিল্লা-৮, সাবেক সচিব ও মন্ত্রী এম কেরামত আলী, পটুয়াখালী-১, সাবেক সচিব ও মন্ত্রী এম কে আনোয়ার, কুমিল্লা-১, সাবেক সচিব আবদুর রব চৌধুরী, লক্ষীপুর-৪, সাবেক সচিব এ কে এম মোশাররফ হোসেন, ময়মনসিংহ-৫, লেঃ কর্নেল (অবঃ) এ এস এম এনামুল হক, নোয়াখালী-৫, সাবেক অতিরিক্ত সচিব এম আবু হেনা, রাজশাহী-৩, উইং কমান্ডার (অবঃ) সাইফুল আজম, পাবনা-৩, মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান, ঢাকা-১০, মেজর (অবঃ) আজগর আলী খান, গাইবান্ধা-২, লেঃ কমান্ডার (অবঃ) এ কে এম মাহবুবুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ-৬, মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের, পাবনা-১, মেজর (অবঃ) এম আখতারুজ্জামান, কিশোরগঞ্জ-২, মেজর (অবঃ) এম কামরুল ইসলাম, ঢাকা-৫, মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমদ, ভোলা-৩, ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম শাহজাহান ওমর, ঝালকাঠি-১।

যে সব আমলারা জাতীয় পার্টি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন তারা হলেন, মেজর (অবঃ) সামসুল ওয়াজেদ, দিনাজপুর-৪, কর্নেল (অবঃ) মমিনউদ্দিন মন্ডল, বগুড়া-১, মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান, যশোর-২, মেজর (অবঃ) গাজী আশরাফুল আলম, নড়াইল-১, কর্নেল (অবঃ) এইচ এম এ গাফফার, খুলনা-৫, লেঃ কর্নেল (অবঃ) শাহ খালেদ রেজা, টাঙ্গাইল-৮, কর্নেল (অবঃ) আব্দুল মালেক, মানিকগঞ্জ-১, মেজর জেনারেল (অবঃ) কাজী গোলাম দস্তগীর, ঢাকা-৫, সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক তৈয়বউদ্দিন, নওগাঁ-৩, লেঃ কর্নেল (অবঃ) আব্দুর রউফ, নরসিংদী-৪, মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসেন, সুনামগঞ্জ-৪, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মাশুক চৌধূরী, মৌলবীবাজার-১, ক্যাপ্টেন (অবঃ) জাহাঙ্গীর ওসমান, ব্রাহ্মনবাড়িয়া-৬, সাবেক সচিব এ বি এম গোলাম মোস্তফা, কুমিল্লা-৪, লেঃ কর্নেল (অবঃ) জাফর ইমাম, ফেনী-১,২,ও৩, উইং কমান্ডার (অবঃ) জহিরুল ইসলাম, কক্সবাজার-২। এছাড়া সাবেক অতিরিক্ত সচিব নুর মোহাম্মদ আকন্দ জামায়াত থেকে প্রার্থী হয়েছেন (দৈনিক বাংলা, ১২/৫/৯৬)।



www.pathagar.com

www.pathagar.com